উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা - শরণখোলা, জেলা - বাগেরহাট

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, শরণখোলা, বাগেরহাট

সমন্বয়ে

এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

আগস্ট ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সুদুর অতীতকাল থেকেই বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলটির জনগণ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে আসছে। দুর্যোগগুলির মধ্যে কতগুলো ধীর কর্মক্ষমতা সম্পন্ন, পৌনঃপুনিক এবং কতগুলি রয়েছে আকস্মিক, ধ্বংস ক্রিয়ায় প্রগাঢ় ও বৈশিষ্ট্যে বিপর্যয়কারী। বহুমূখী দুর্যোগের জন্য দেশটির ভৌগলিক অবস্থান অনেকটা দায়ী। ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া ও নদী মাতৃকার কারণে এ দেশে বন্যা, ঘূর্নিঝড়, খড়া, টর্নেডো/ কালবৈশাখী, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও লবনাক্ততাসহ নানাবিধ আপদে ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া নদীমাতৃক হওয়ায় প্রতিবছর নদী ভাঙ্গন, ও বন্যার কারনে লাখ লাখ মানুষ জানমাল, বসতভিটা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এছাড়াও মানব সৃষ্ট নানান আপদ মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত আতংকগ্র করে রাখছে। এ সবের মধ্যে বৃক্ষ ও প্যারাবন নিধন, ইটভাটার দূষণ,ক্ষতিকর রাসায়নিক সার ব্যবহার, চিংড়ি ভাইরাস প্রভৃতি আপদে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এতে করে স্থানীয় ও জাতীয় জীবন তথা অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

চরম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়া সত্বেও ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্থায়ী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দীর্ঘমেয়াদী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পূনর্বাসন কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও ইউএনডিপি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউকে এইড, অস্ট্রেলিয়ান এইড, সুইডেন ও নরওয়ে এ্যাম্বাসি'র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ কর্মসূচীর প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সূদুরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো) কে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ্যাডো এর কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিকল্পনা প্রণয়নে যথার্থ অবদান রেখেছে। ফলে উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিকল্পনায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, আপদ/দুর্যোগ কালীন, দুর্যোগ পরবর্তী, ও স্বাভাবিক সময়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আমি "উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রণয়নের সহায়তা করার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

.....

উপজেলা চেয়ারম্যান
ও সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শরণখোলা উপজেলা, বাগেরহাট।

বাণী

ভৌগলিক অবস্থান, ভূ- প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। প্রতিনিয়ত এই দুর্যোগ বহু মানুষের প্রাণহানি সহ জীবন ও জীবিকা, পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঘূর্নিঝড়, বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, নদীভাঙ্গন ও সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। সাথেসাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দেশে দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে করে আমাদের স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপদাপন্নতার কারণে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলো দুযোর্গে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলা এবং এই জেলার শরণখোলা উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হিসাবে পরিচিত। এই উপজেলাতে প্রায় প্রতি বছর ঘূর্নিঝড় ছাড়াও সারা বছর লবণাক্ততা বিদ্যামান, যা জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলায় নানাবিধ স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ নেয়া হলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের জীবন ও সহায়সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর দীর্ঘমেয়াদি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এরই ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয়, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুদূরপ্রসারী অবদান রাখবে বলে মনে করা হয়। এই পরিকল্পনা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি, আপদ/দুর্যোগ কালীন, দুর্যোগ পরবর্তী ও স্বাভাবিক সময়ে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শরণখোলা উপজেলার জনগণের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাথে আমি সকল স্থানের জনগণকে নিরলসভাবে কাজ করার এবং স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছি একই সাথে উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের সাথে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

.....

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
ও সহ-সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শরণখোলা উপজেলা, বাগেরহাট।

উপস্থাপন করা হল ।

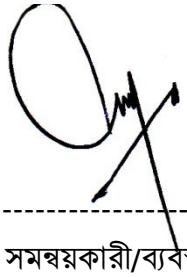

প্রকল্প সমন্বয়কারী/ব্যবস্থাপক
এরিয়া ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

অনুমোদনযোগ্য ।

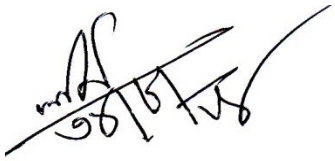

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ও সদস্য সচিব
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শরণখোলা উপজেলা,
বাগেরহাট।

অনুমোদনযোগ্য ।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও
সহ-সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শরণখোলা উপজেলা,
বাগেরহাট।

অনুমোদন করা হল ।

উপজেলা চেয়ারম্যান ও
সভাপতি
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
শরণখোলা উপজেলা পরিষদ,
বাগেরহাট।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১	পটভূমি	১
১.২	পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	১
১.৩	স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	২
১.৩.১	জেলা/উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান	২
১.৩.২	আয়তন	২
১.৩.৩	জনসংখ্যা	২
১.৪	অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য	২
১.৪.১	অবকাঠামো	২-৩
১.৪.২	সামাজিক সম্পদ	৩-৫
১.৪.৩	আবহাওয়া ও জলবায়ু	৫-৭
১.৪.৪	অন্যান্য	৭-৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১	দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	১০
২.২	উপজেলার আপদসমূহ	১০
২.৩	বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র বর্ণনা	১১-১৪
২.৪	বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	১৫-১৬
২.৫	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	১৬-১৭
২.৬	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমূহ	১৮-২১
২.৭	সামাজিক মানচিত্র	২২
২.৮	আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র	২৩-২৪
২.৯	আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৫
২.১০	জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	২৬
২.১১	জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	২৬
২.১২	খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা	২৭-৩০
২.১৩	জলবায়ু পরিবর্তণ এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩১-৩৭

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস

৩.১	ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৮-৪৯
৩.২	ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৫০-৫৬
৩.৩	এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৫৭
৩.৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৫৭
৩.৪.১	দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৫৭-৫৮
৩.৪.২	দুর্যোগ কালীন	৫৮-৫৯
৩.৪.৩	দুর্যোগ পরবর্তী	৫৯-৬০
৩.৪.৪	স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে	৬১-৮১

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)	৮২
৪.১.১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	৮২
৪.২	আপদ কালীন পরিকল্পনা	৮৩-৮৪
৪.২.১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৮৫
৪.২.২	সতর্কবার্তা প্রচার	৮৫

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৮৫
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ৮৫
৪.২.৫ আশ্রয় কেদ্র রক্ষণাবেক্ষণ ৮৫
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৮৬
৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ ৮৬
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৮৬
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৮৬
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৮৬
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৮৬
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৮৭
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমূহ ৮৭
৪.৩ জেলা/উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৮৭-৮৯
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৮৯-৯২
৪.৫ জেলা/উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৯২
৪.৬ অর্থায়ন ৯২-৯৩
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৯৪

পঞ্চম অধ্যায় : উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৯৫-৯৭
৫.২ দ্রুত / আগাম পুনরুদ্ধার ৯৭
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৯৭
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার ৯৭
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৯৮
৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা ৯৮

সংযুক্তি ১ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৯৯
সংযুক্তি ২ জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ১০০
সংযুক্তি ৩ জেলা/উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা ১০১-১০৩
সংযুক্তি ৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ১০৪-১০৬
সংযুক্তি ৫ এক নজরে জেলা/উপজেলা ১০৭
সংযুক্তি ৬ বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠানসূচী ১০৮
সংযুক্তি ৭-৩৫ স্থানীয় এলাকা পরিচিতি সংক্রান্ত তথ্য ১০৯-১২৮

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি :

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভূক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় ও ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগনের অংশগ্রহণের উপরে নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩- ৫ বছরের জন্য প্রণয়ন করা হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। এ দেশের প্রতিটি জেলাই কম-বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এ জেলাগুলোর মধ্যে বাগেরহাট জেলা অন্যতম। ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াজনিত কারণে স্থানভেদে এ জেলাতে প্রতি বছর বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, খরা, শৈত্য প্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়/ টর্নেডো, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা, আর্সেনিক দূষণ, কালবৈশাখীর মত নানা ধরনের প্রাকৃতিক আপদ আঘাত হানে। অবস্থানগত কারণে ঘূর্ণিঝড় এ জেলার জন্য একটা বড় আপদ। অন্যদিকে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে এ জেলাতে কম বেশি কোন না কোন ভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন আপদ, যেমন বৃক্ষ/ প্যারাবন নিধন, চিংড়ী ঘের, রাসায়নিক সার বা ঔষধ ব্যবহার, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি মানব জীবনকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখে। এ জেলার শরণখোলা উপজেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। এই উপজেলা ৪ টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই ৪টি ইউনিয়নে প্রায় সারা বছর ঘূর্ণিঝড় ছাড়াও লবণাক্ততা, চিংড়ী ভাইরাস, জলাদ্ধতা, আকাশবন্যা ও জলোচ্ছাস জনসাধারনের জীবন ও জীবিকার উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতি বছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে এই এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এলাকয় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। পর্যাপ্ত সংখ্যক সাইক্লোন সেল্টার না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে মানুষের জিবনের ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া পর্যাপ্ত মাটির কিল্লা না থাকায় গবাদি পশুপাখির ঝুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে লবণাক্ততা কৃষি ও পশু-পাখির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। নদী ভাঙনের কারণে এ এলাকাতে বাঁধ ভেঙ্গে এলাকাতে বর্ষাকালে জোয়ারের পানি প্রবেশ ও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়। যা মৎস্য চাষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে চিংড়ী ভাইরাস এলাকাতে প্রতিটি ঘেরে দেখা যায়। যার ফলে মৎস্য চাষীদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রতি বছর দুর্যোগে আক্রান্ত হলেও বিগত সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ বা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করা এবং মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য উপজেলা পর্যায়ে সুদুরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার কোন প্রতিফলন দেখা যায়নি। সেদিক বিবেচনা করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি শরণখোলা উপজেলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য :

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল নির্মাণ করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তর্জাতিক, জাতীয় এনজিও ও দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রনয়ণে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩. স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.৩.১ শরণখোলা উপজেলার ভৌগোলিক অবস্থান

পৃথিবীর মানচিত্রে ২২°১৩´ থেকে ২২°২৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৬´ থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলাটি অবস্থিত। এই উপজেলার আয়তন ৭৫৬.৬০ বঃ কিঃমি, যার মধ্যে ৫৯৪.৫৮ স্থায়ী বনভূমি রয়েছে। শরণখোলা উপজেলার উত্তরে মোড়েলগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলা ও বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা, পশ্চিমে মংলা উপজেলা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপ সাগর অবস্থিত। সর্বমোট ৪৫ টি গ্রাম ও ১২ টি মৌজা রয়েছে এই উপজেলায়। ধানসাগর, রায়েন্দা, খোন্তাকাটা এবং সাউথখালী এই চারটি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলাটি গঠিত। বাগেরহাট জেলার সদর হতে ৫০ কিঃ মিঃ দক্ষীণে এবং খুলনা জেলার ৮৫ কিঃ মিঃ দক্ষীণ পূর্বে এ উপজেলাটি অবস্থিত। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, এখানকার বেশিরভাগ মাটি দো-আঁশ ও এটেল মাটি। এই উপজেলার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। আবার মাঝে মাঝে সমভাবাপন্ন হতে দেখা যায়। এখানে গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে তীব্র শীত অনুভূত হয়। এছাড়া বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বঙ্গোপোসাগরের খুব বেশি দুরবর্তী না হওয়ায় জোয়ার ভাটার কারণে এলাকার নদীর পানিতে লবণাক্ততা বিদ্যমান। সাথে সাথে এলাকায় লবণপানি অনুপ্রবেশের ফলে গ্রীষ্মকালে অনেক এলাকায় লবণাক্ততা বিদ্যমান থাকে। যদিও লবণ পানি বাগদা চিংড়ী চাষের জন্য উপযোগী, কিন্তু ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বর্তমানে ৫৫ % লোক চিংড়ী ঘেরের উপর নির্ভরশীল। নারিকেল, শিরিশ, মেহগনি, সুপারি, বাবলা ইত্যাদি এলাকার প্রধান প্রধান গাছপালা। স্থলপথ হিসাবে সর্বমোট ৪০৭ কিঃমিঃ রাস্তা রয়েছে। যার মধ্যে কাঁচা রাস্তা ২৬৮ কিঃমিঃ, আধাপাকা রাস্তা ৫৫ কিঃমিঃ, ও পাকা রাস্তা ৮৪ কিঃমিঃ। বলেশ্বর এবং ভোলা নদী উপজেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। লবণাক্ততা ও বন্যার পানি প্রবেশে বাধা প্রদান করার লক্ষ্যে প্রায় ৬ টি বাঁধ রয়েছে এবং এই বাঁধ গুলির মোট দৈঘ্য প্রায় ৪৩ কিঃমিঃ। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৩.২ আয়তন

বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩৯৫৯.১১ বঃ কিঃমিঃ এর মধ্যে শরণখোলা উপজেলার আয়তন ৭৫৬.৬০ বঃ কিঃমিঃ। উপজেলার মোট আয়তনের মধ্যে ৫৯৪.৫৮ বঃ কিঃমিঃ সুন্দরবন বিদ্যমান (বি.বি.এস, ২০১১)। উক্ত উপজেলায় ৪ টি ইউনিয়নের মধ্যে মোট ৪৫ টি গ্রাম ও ১২টি মৌজা রয়েছে । ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার মৌজার নাম ও সংখ্যার বিস্তারিত সংযুক্তি ৭ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৩.৩ জনসংখ্যা

শরণখোলা উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১১৯০৮৪ (এক লক্ষ উনিশ হাজার চুরাশি) জন, যার মধ্যে পুরুষ ৬২৪০০ জন, মহিলা ৫৬৬৮৪ জন, শিশু ৩২৩৬২ জন, বৃদ্ধ ৫৬২৮ জন এবং প্রতিবন্ধি ৪৯৬ জন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক সংখ্যা বসবাস করে ১৫৭ জন (বি.বি.এস, ২০১১)। এই উপজেলায় পরিবার সংখ্যা ২৮৫৮১ (আটাশ হাজার পাঁচ শত একাশি) এবং মোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৭১২৪৬ জন। ইউনিয়ন ভিত্তিক ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যার বিস্তারিত সংযুক্তি ৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও পরিসংখ্যান অফিসশরণখোলা , উপজেলা)

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্যগুলোর বর্ণনা

১.৪.১ অবকাঠামো:

১.৪.১.১ বাঁধ :

শরণখোলা উপজেলায় বন্যা ও জোয়ারের পানি প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য নদী ও খালের তীরবর্তী অঞ্চলে ছোট বড় মিলে মোট ৬ টি বাঁধ রয়েছে। উক্ত বাঁধগুলোর সর্বমোট দৈঘ্য ৪৩ কিঃমিঃ। ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ এলজিইডি অফিস, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.১.২ স্লুইচগেট :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ২২ টি স্লুইচগেট রয়েছে। এই স্লুইচগেট গুলো কংক্রিটের নির্মাণ। এই স্লুইচগেট গুলো পানি ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচগেটের সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিইডি অফিস, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.১.৩ ব্রীজ :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ৯২ টি ব্রীজ রয়েছে। এই ব্রীজ গুলো লোহা, কংক্রিট ও কাঠের নির্মাণ। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউপি ও উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, শরণখোলা)

১.৪.১.৪ কালভার্ট :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ৯০ টি কালভার্ট রয়েছে। এই কালভার্ট গুলো রাস্তার নীচে খালের পানি প্রবাহে সহায়তা করে। ইউনিয়ন ভিত্তিক **কালভার্ট** সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১২ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউপি ও উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, শরণখোলা)

১.৪.১.৫ রাস্তা :

শরণখোলা উপজেলায় সর্বমোট ১০৮ টি রাস্তা রয়েছে। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০৭ কিঃমিঃ। এর মধ্যে পাকা রাস্তার সংখ্যা ২৪ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ৮৪ কিঃমিঃ, আধাপাকা সংখ্যা ১৫ টি এবং এর দৈর্ঘ্য ৫৫ কিঃমিঃ, কাঁচা রাস্তার সংখ্যা ৬৯টি এবং এর দৈর্ঘ্য ২৬৮ কিঃমিঃ। এই রাস্তা গুলোর গড় উচ্চতা ৩ থেকে ৩.৫ ফুট এবং প্রস্থ যথাক্রমে ১২ থেকে ৬ ফুটের মধ্যে। বন্যার সময় কাঁচা, পাকা ও আধা পাকা মিলে প্রায় ৫৫% রাস্তা পানিতে ডুবে যায়। ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তা সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৩ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রকৌশলীর অফিস, শরণখোলা)

১.৪.১.৬ সেচ ব্যবস্থা :

শরণখোলা উপজেলায় রবি ফসল উৎপাদনে সেচের জন্য নলকূপ ও শ্যালোমেশিন ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া ঘেরের বিভিন্ন ধরনের কাজে শ্যলোমেশিন ব্যবহার করা হয়। উল্লেখ্য যে গভীর নলকূপ গুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বসত বাড়ির কার্য সাধনে ব্যবহৃত হয়। শরণখোলা উপজেলায় মোট অগভীর নলকুপের সংখ্যা ২৫৫০ টি, ও শ্যালোমেশিনের সংখ্যা ৩৭০ টি। তবে এ উপজেলায় কোন গভীর ও হস্তচালিত নলকূপ নাই। এই অগভীর নলকুপের গড় গভীরতা ৭০-৯০ ফুট। ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ডিপিএইচই, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.১.৭ হাট/বাজার :

শরণখোলা উপজেলায় মোট হাট-বাজার সংখ্যা ১৯ টি। হাটগুলো সাধারনত সপ্তাহে ২ দিন এবং বাজার গুলো সপ্তাহের প্রতিদিন বসে। সব হাট বাজার মিলে মোট দোকান সংখ্যা আনুমানিক ১৮০৫ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজার সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

১.৪.২.১ ঘরবাড়ি :

শরনখোলা উপজেলায় মোট ঘরবাড়ির সংখ্যা ২৮৪৫৭ টি। এর মধ্যে পাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৩০০ টি, আধাপাকা ঘরবাড়ির সংখ্যা ৬৯৫ টি এবং কাঁচা ঘরবাড়ির সংখ্যা ২৭৪৬২ টি। গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ২৮ টি। অন্যানের জমিতে বাড়ি ২৮টি পরিবারের। কাঁচা ঘরগুলো গোলপাতা, বাঁশ ও খড় দিয়ে নির্মিত। এ উপজেলায় প্রায় ৬০ % কাঁচা ঘরবাড়ি বন্যা লেভেলের নিচে এবং ঘরগুলো ঘূর্নিঝড় সহনশীল নয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক **ঘরবাড়ির** বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৬ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.২ খাবার পানি :

শরনখোলা উপজেলায় খাবার পানির প্রধান উৎস হলো পুকুর ও নলকূপ। এই উপজেলায় ৬০% লোক পুকুর, ৩০% লোক নলকুপের এবং ১০% লোক বৃষ্টি ও ক্রয়কৃত ড্রামের পানি পান করে। উল্লেখ্য যে, ড্রামের পানি দূরবর্তী স্থান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। উপজেলায় মোট নলকুপের সংখ্যা ২৩৫০ টি। যদিও সরকার ও কিছু দাতা সংস্থা এই অগভীর নলকূপগুলো স্থাপন করেছে। কিন্তু আতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে তা এখন ব্যবহারের প্রায় অনুপযোগী। বর্তমানে ২৩৫০ টি নলকুপের মধ্যে ১৮৪৮ টি নলকুপের পানি পান করার যোগ্য। আবার এই নলকূপ গুলোর মধ্যে মাত্র ৪১০ টি বন্যা লেভেলের উপরে। উল্লেখ্য যে, উপজেলায় বন্যার সময় ব্যবহারের উপযোগী থাকে ৪১০ টি নলকূপ। ইউনিয়ন ভিত্তিক খাবার পানির উৎস এর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৭ তে দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও ডিপিএইচই, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.৩ পয়ঃনিষ্কাশন :

শরণখোলা উপজেলায় মোট পায়খানার সংখ্যা প্রায় ২৮৪৪৫ টি। এর মধ্যে পাকা পায়খানার সংখ্যা ৬৪০ টি এবং কাঁচা পায়খানার সংখ্যা ২৭৭৬০ টি, অস্বাস্থ্যকর খোলা পায়খানা ৪৫ টি। বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা প্রায় ৭৩৪৮ টি এবং বন্যার সময় ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে প্রায় ২১১০০ টি পায়খানা। এই এলাকার প্রায় ৭০% লোক স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। উল্লেখ্য যে, কাঁচা পায়খানাগুলো ঘূনিঝড়ের সময় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও শরণখোলা উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস)

১.৪.২.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

শরনখোলা উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ১১৪ টি। এছাড়া ম্যাধ্যমিক বিদ্যালেয়ের সংখ্যা ১৭ টি, মাদ্রাসার সংখ্যা ৫ টি এবং কলেজের সংখ্যা ৫ টি। উল্লেখ্য যে, এই উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজ নাই। ইউনিয়ন ভিত্তিক ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ১৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও শরণখোলা উপজেলা প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস)

১.৪.২.৫ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান :

শরনখোলা উপজেলায় মোট মসজিদের সংখ্যা প্রায় ৩১৭ টি, মন্দিরের সংখ্যা ৪৬ টি। উল্লেখ্য যে, এ উপজেলায় কোন গীর্জা নাই। ইউনিয়ন ভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.৬ ধর্মীয় জমায়েত স্থান :

শরণখোলা উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি মিলে সর্বমোট ঈদগাহ সংখ্যা ৬৭ টি। বেশিরভাগ ঈদগাহ রাস্তা থেকে নীচু। ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাহর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.৬ স্বাস্থ্যসেবা :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ২১ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪ টি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ১৬ টি। এই উপজেলায় মোট ডাক্তার সংখ্যা (অফিসার, কলসালটেন্ট, সহকারী সার্জন মিলে) ২২ জন এবং নার্স ও স্টাফমিলে প্রায় ২৪ জন। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতালের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২২ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিস, শরণখোলা)

১.৪.২.৭ ব্যাংক :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ৩ টি ব্যাংক রয়েছে। ব্যাংকগুলো হলো কৃষি, সোনালী ও জনতা ব্যাংক। এ ব্যাংক ৩ টি রায়েন্দা ইউনিয়নে অবস্থিত। এ ব্যাংক গুলো গ্রাহকের টাকা লেনদেন, ডিপোজিট স্কিম, কৃষি ঋণদান, এস এমই লোন ইত্যাদি সেবাপ্রদান করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৩ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ শরণখোলা উপজেলা পরিষদ অফিস)

১.৪.২.৮ পোষ্ট অফিস :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ১৩ টি পোষ্ট অফিস রয়েছে। এ পোষ্ট অফিসগুলো গ্রাহকের পোষ্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস, মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, সেভিংস ব্যাংক ও চিঠি আদান-প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদান করে থাকে। ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ শরণখোলা উপজেলা পরিষদ অফিস)

১.৪.২.৯ ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র :

শরণখোলা উপজেলায় ছোট বড় মিলে সর্বমোট ৮ টি ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্র রয়েছে। এ গুলো সাধারণত খেলাধুলা ও বিভিন্ন ধরনের বিনোদন ছাড়া অন্য কোন সমাজ সেবা বা উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করে না, দুর্যোগকালীন সময়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে। তাছাড়া ক্লাবগুলো দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যেও সহযোগীতা করে। ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্রের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.১০ খেলার মাঠ :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ১৭ খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠ গুলো বেশির ভাগই নীচু এবং বন্যায় মাঠগুলো অর্ধ নিমজ্জিত থাকে। যার ফলে দুর্যোগের সময় উক্ত মাঠগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। তবে ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা, অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মহড়ার আয়োজন ইত্যাদি কাজে মাঠগুলা ব্যবহার করা হয়। ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৬ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.১১ কবরস্থান/ শ্মশানঘাট :

শরণখোলা উপজেলায় সরকারি ভাবে সাউথখালী ইউনিয়নে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে সার্বজনিন কবরস্থান (ওয়ার্ড- ৪) নামে ১ টি কবরস্থান এবং রাজেশ্বর সার্বজননী শ্মশান ঘাট (ওয়ার্ড- ৯) নামে ১ টি সরকারি শ্মশানঘাট রয়েছে। এই উপজেলায় সরকারি কবরস্থান না থাকায় মানুষ নিজ জমি পারিবারিক কবর স্থান হিসাবে ব্যবহার করে। এই উপজেলার কবর স্থান গুলো নীচু এবং বন্যার সময় পানিতে তলিয়ে যায়। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা (

১.৪.২.১২ যোগাযোগ ও পরিবহন মাধ্যম :

শরণখোলা উপজেলার জনগণ যোগাযোগ করার জন্য স্থলপথ ও নদীপথ ব্যবহার করে। স্থলপথে/রাস্তা চলাচলের জন্য ভ্যান, মটরসাইকেল, নসিমন এবং নদীপথে চলাচলের জন্য নৌকা ও ট্রলার ব্যবহার করে। উপজেলায় মোট ভ্যানের সংখ্যা প্রায় ৫২০ টি, মোটর সংখ্যা প্রায় ১০০০ টি, নসিমন সংখ্যা প্রায় ১৪০ টি, নৌকা সংখ্যা প্রায় ৪০০ টি এবং ট্রলার সংখ্যা প্রায় ৪৬০ টি। ইউনিয়ন ভিত্তিক যোগাযোগ ও পরিবহনের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৭ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, শরণখোলা উপজেলা)

১.৪.২.১৩ এনজিও/স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা সমূহ :

শরণখোলা উপজেলায় প্রায় ৩৩টি এনজিও রয়েছে। এই এনজিও গুলো ক্ষুদ্র ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ বিষয়ে কাজ করে। এছাড়া উক্ত এনজিও সমূহ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তণ বিষয়ে কাজ করে। এনজিওদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৮ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ এবং শরনখোলা উপজেলা সমাজসেবা অফিস)

১.৪.২.১৪ বন ও বনায়ন :

শরনখোলা উপজেলায় প্রায় ৫৯৪.৫৮ বঃকিঃমিঃ প্রাকৃতিক বন (সুন্দরবন) রয়েছে। সাউথখালী ইউনিয়নের সংলগ্নে এই বন অবস্থিত। এছাড়াও বসতবাড়ি, রাস্তার পাশে, বাঁধে ও পুকুর পাড়ে প্রচুর বৃক্ষ লক্ষ করা যায়। এই উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন এনজিও রাস্তার পাশে এবং বসতবাড়িতে সামাজিক বনায়ন করাকে উৎসাহিত করছে। বনায়নের আওতাধীন জমির পরিমাণ ৮৫ একর। ধানসাগর ইউনিয়নে কোনো বন নাই তবে সাম্প্রতিককালে সিডরের পরেই এসব এলাকায় কর্মরত এনজিওগুলো বনায়নের পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব উদ্যোগে ৭ কিঃমিঃ রাস্তায় বনায়ন করা হয়েছে। ১২ কিঃমিঃ রাস্তা বনায়নের আওতায় রয়েছে। এছাড়াও এখানে ৭ টি নার্সারি রয়েছে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ১৫ কিঃমিঃ রাস্তার দুই পাশে বিভিন্ন ধরনের গাছ লাগানো হয়েছে। ইউনিয়নের সব রাস্তার পাশেই বৃক্ষরোপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও এখানে দশটি নার্সারি রয়েছে। বিভিন্ন ফলদ গাছ ও কাঠের গাছ সাউথখালী ইউনিয়নে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রোপন করা হয়। ভোলা নদীর ভেড়িবাঁধের দু'পাশের প্রায় ৭ কিঃমিঃ সামাজিক বনায়নের আওতাভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও এলাকা জুড়ে সরকারিভাবে চাম্বল গাছ, নারিকেল গাছ, শিরিশ গাছ লাগানো হয়েছে। ইউনিয়নের মধ্যে প্রায় ১০ কিঃমিঃ রাস্তার দুই পাশে বিভিন্ন প্রকারের গাছ সরকারি ব্যবস্থাপনায় লাগানো হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে এলাকার গাছপালার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে এবং পরবর্তীতে এসব গাছপালা রক্ষণাবেক্ষণের কোনো পদক্ষেপ সরকার বা অন্য কোনো সংস্থা গ্রহণ করেনি। ইউনিয়ন ভিত্তিক বন ও বনায়নের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ২৯ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও বন অফিস, শরনখোলা উপজেলা)

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

বৃষ্টিপাতের ধারা

এই এলাকায় বৃষ্টিপাতের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, গড় দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় একই রকম। এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭১০ মিঃমিঃ। ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১ এবং ২০১১ সালের পর দৈনিক গড় বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১, ৬, ৫, ৫ এবং ৬ মিঃমিঃ এর অধিক। কিন্তু এ পরিবর্তনের ধারা জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে কিনা সে বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বৃষ্টিপাতের ধারা পরিবর্তণ হওয়ায় মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষি ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তণ হয়েছে, উৎপাদন ব্যায় বেশি হচ্ছে এবং উৎপাদনও কম হচ্ছে। একইসাথে ফসলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ বেশি হচ্ছে। অসময়ে বৃষ্টিপাত বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টি হয় যার ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এখানে শীত মৌসুমেও বৃষ্টিপাত হয় যার ফলে ফসলের চাষাবাদ ব্যাহত হয় এবং মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। **(তথ্যের উৎসঃ আবহাওয়া অধিদপ্তর)**

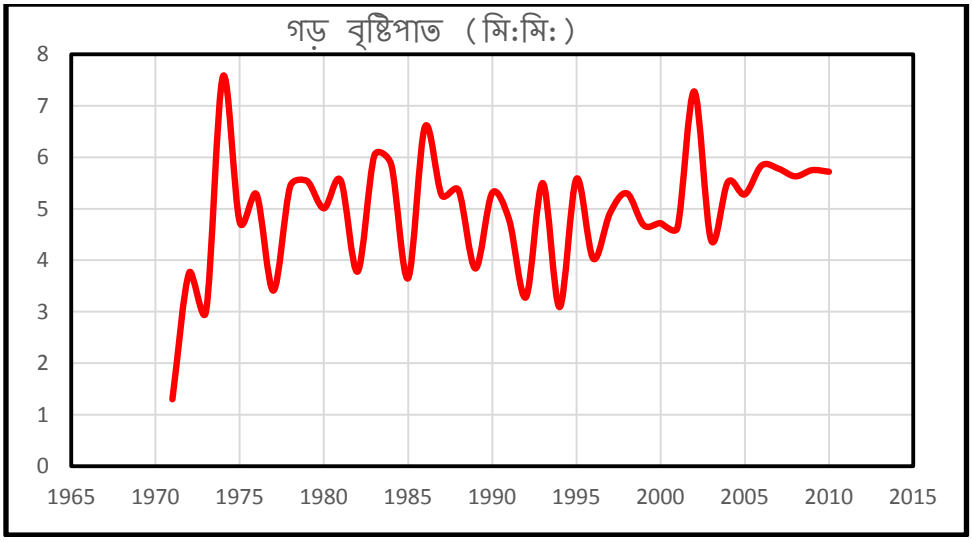

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিগত বছরগুলোতে এ অঞ্চলের গড় বৃষ্টিপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাপমাত্রা :

এ অঞ্চল সুন্দরবনের পাশাপাশি হওয়ায় স্থানীয়ভাবে গাছপালার পরিমাণ কম হওয়া সত্ত্বেও তাপদাহের পরিমাণ বেশি হয় না। এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৩.৫০ সেঃ ও ১২.৫০ সেঃ। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা থাকে ২৮.৩০ সেঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকে। বর্ষাকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৮.৩০ সেঃ থাকে। এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ৭- ৮ বছর তাপমাত্রা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাপমাত্রা অধিকতর অনুভূত হওয়ার অন্যতম বড় কারণ বাতাসে আর্দ্রতা ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। কারণ আর্দ্রতা ও লবণাক্ত পরিবেশ সহনশীলতার মাত্রা কমিয়ে দেয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কৃষি চাষ পদ্ধতি হুমকির মুখে। বিশেষ করে চিংড়ী চাষের জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় জীববৈচিত্র হুমকির মুখে পড়েছে। এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ ঝুঁকি আরো বাড়বে। এছাড়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত লোক বিকল্প পেশা হিসেবে পোল্ট্রি ফার্ম ব্যবসা, গবাদিপশুপালন চালু করেছিল তাদের এই ব্যবসাও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। (তথ্যের উৎসঃ আবহাওয়া অধিদপ্তর)

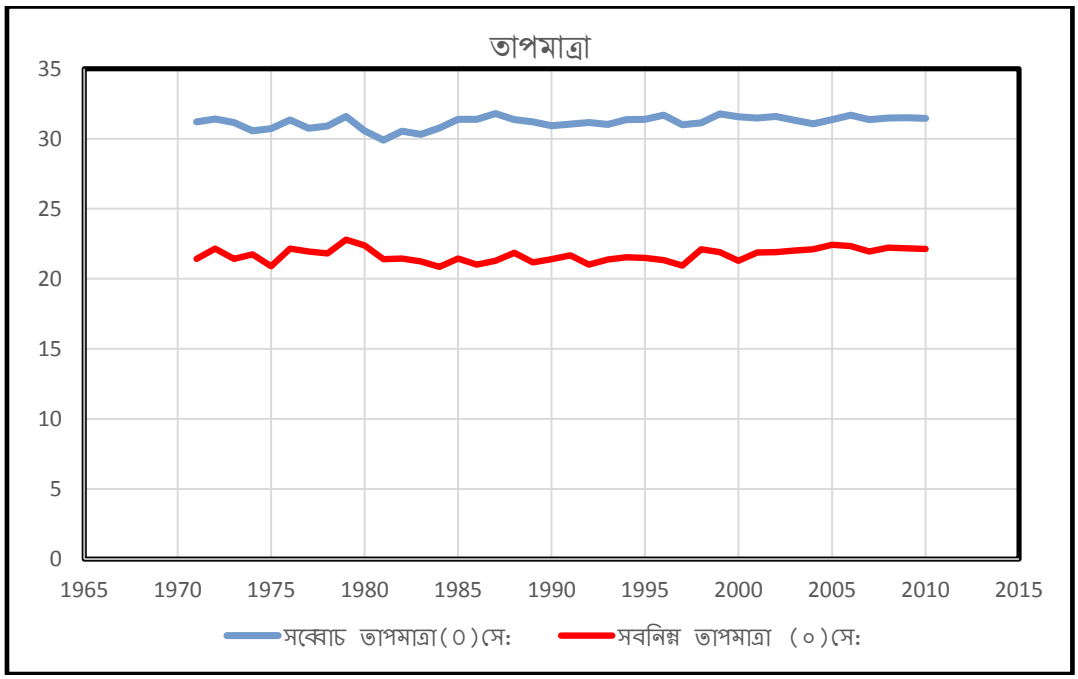

বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বিগত বছরগুলোতে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ্য পানির স্তর

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর দুই বার পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য জরিপ চালানো হয়। এ অঞ্চলে দেখা গেছে এপ্রিল মাসে এই স্তর ১৪ থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে থাকে এবং মে মাসে এই পানির স্তর আরও নিচে নেমে যায়। মে মাসে এই স্তর থাকে ১৫ থেকে ১৭ ফুটের মধ্যে। এলাকাবাসীর মতে পানির এই স্তর না কমলেও দিন দিন সুপেয় পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, কারণ লবণাক্ত পানি অগভীর স্তরের ভারসাম্য রক্ষা করছে। এলাকাবাসী মনে করছে সুপেয় পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে। যা টেকসই উন্নয়নের জন্য এটি হুমকি স্বরূপ। (তথ্যের উৎসঃ শরণখোলা উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিস)

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ১৫১২৩ হেক্টর জমি রয়েছে। যার মধ্যে আবাদী জমির পরিমান ৯৯৫১ হেক্টর, অনাবাদী জমি ৭২০ হেক্টর, এক ফসলী জমি ৬০০০ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ২৮৫০ হেক্টর ও তিন ফসলী জমি ১১০১ হেক্টর এবং বসতি জমির পরিমান ২৩৪৫ হেক্টর। ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ও ভূমির ব্যবহারের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩০ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ শরনখোলা উপজেলা কৃষি অফিস)

কৃষি ও খাদ্য :

শরণখোলা উপজেলার প্রধান অর্থকরী ফসল আমন, আউস, বোরোধান এবং চিংড়ী। উৎপাদনের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২৫৪৮০ মেট্রিকটন ধান এবং ৬৬২ মেঃ টন সাদা মাছ ও চিংড়ী মাছ উৎপাদিত হয়। লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে এই এলাকার কৃষি চাষ হ্রাস পাচ্ছে। এই এলাকার মানুষের প্রধান খাবার ভাত ও মাছ। এছাড়াও মাংস, সবজী ও নানা রকম ফল-মূল তাদের খাদ্যাভ্যাসের মূল উপাদান। এ উপজেলায় প্রধান খাদ্য সমূহ হলো মাছ, ভাত, ডাল। এখানকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সকালে ১ বার, দুপরে ১ বার ও রাতে ১ বার। ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩১ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ শরনখোলা উপজেলা কৃষি অফিস ও মৎস্য অফিস)

পশুসম্পদ:

পশুসম্পদ প্রতিটি পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই খাত একটি সম্পূরক আয় হিসাবে কাজ করে এবং পরিবারের সদস্যদের পশু প্রোটিন প্রদান করে। প্রায় প্রতিটি পরিবার কিছু না কিছু গবাদি পশু ও পাখি পালন করে। গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাসঁ ও মুরগী এই উপজেলায় বিদ্যামান। বর্তমানে শরণখোলা উপজেলাতে ৪৩৬৫০ টি গরু, ৪৩১০০ টি ছাগল ,৯৮৫৫০ টি মুরগি ও ৭১৬০০ টি হাঁস রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক পশুসম্পদের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩২ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎস্য: উপজেলা পশুসম্পদ অফিস)

নদী :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ৫ টি নদী রয়েছে। নদীগুলোর নাম যথাক্রমে বলেশ্বর নদী, ভোলা নদী, শরণখোলা নদী, রায়েন্দা নদী এবং ভোলা বিঁষখালী নদী। এ নদী গুলো উপজেলার প্রায় সবকটি ইউনিয়নের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক নদীর বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৩ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা মৎস্য অফিস)

খাল :

শরনখোলা উপজেলায় মোট ৩১ টি খাল রয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বিশেষকরে দখল করে চিংড়ী চাষের ফলে অনেক খাল বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক খালের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৪ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও শরোনখোলা উপজেলা মৎস্য অফিস)

পুকুর :

শরণখোলা উপজেলায় মোট ২০৬৩ টি পুকুর রয়েছে। এ পুকুর গুলোতে বছরের সব সময় পানি থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পুকুর গুলোতে লবণাক্ততার কারণে সাধারণত মাছ চাষ করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গোসল, গৃহস্থালী ব্যবহার, খাবার পানি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। সাউথখালী ইউনিয়নে ৩৭৩ টি, রায়েন্দা ইউনিয়নে ৫৫৫ টি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে ৫৬০ টি ও ধানসাগর ইউনিয়নে ৫৭৫ টি পুকুর রয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক মৎস্য ঘের ও পুকুরের বিস্তারিত পরিসংখ্যান সংযুক্তি ৩৫ এ দেওয়া হলো। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও শরোনখোলা উপজেলা মৎস্য অফিস)

বিল ও ঘের :

শরণখোলা উপজেলায় কোন বিল নাই। তবে প্রায় ১২৫০ টি বাগদা ও গলদা মাছের ঘের রয়েছে। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ ও শরোনখোলা উপজেলা মৎস্য অফিস)

লবণাক্ততা :

২৫-৩০ বছর পূর্বে এই এলাকায় নীচু জমিতে নভেম্বর হতে জুন পর্যন্ত সময়ে লবণ পানি উঠত। তখন নিয়মিত জোয়ারভাটা ছিল এবং ভূমি গঠনের জন্য এ-প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। সে পরিবেশে লবণাক্ততা তেমন কোনো সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। তখন মানুষের জীবন-জীবিকার উপর এটি কোনো প্রভাব ফেলেনি। অধিক ফসল ফলানোর মানসে উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের কারণে যখন দুই বা তিন ফসলের প্রচলন শুরু হলো, তখন হতে লবণাক্ততা একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিলো। জলবায়ু পরিবর্তণ ও বাগদা চিংড়ী চাষের প্রচলনের কারণে জমিতে লবণাক্ততা আরও স্থায়ী রূপ নিলো। আশংকা করা হচ্ছে সমুদ্রের নিকটবর্তীতা, চিংড়ী চাষের ব্যাপক প্রচলন ও জীবিকার ধরনের পরিবর্তনের কারণে লবণাক্ততা একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত না-হলেও সুপেয় পানি, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ ভারসাম্যতার প্রেক্ষাপটে এটি একটি বড় আপদ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এ এলাকার ৩০ ভাগ অঞ্চল দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। নদী ভরাট এবং জলাবদ্ধতার কারণে নীচু জমিতে লবণপানির পরিমাণ বর্তমানে কম হলেও সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে এ উপজেলাটি লবণ পানিতে প্লাবিত/বিলীন হবার আশংকা রয়েছে। (তথ্যের উৎসঃ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা মৎস্য অফিস)

আর্সেনিক দূষণ:

এ এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপ গুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। আশা করা হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে গভীর নলকূপ গুলোতেও আর্সেনিক, আয়রন মুক্ত সুপেয় পানি পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত আর্সেনিক দূষণ মানচিত্র অনুযায়ী এ অঞ্চলের বেশিরভাগ টিউবওয়েল আর্সেনিক আক্রান্ত। ফলে সুপেয় পানি এ এলাকার অন্যতম একটি প্রধান আপদ হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। (তথ্যের উৎসঃ শরনখোলা উপজেলা জনস্বাস্থ্য অফিস)

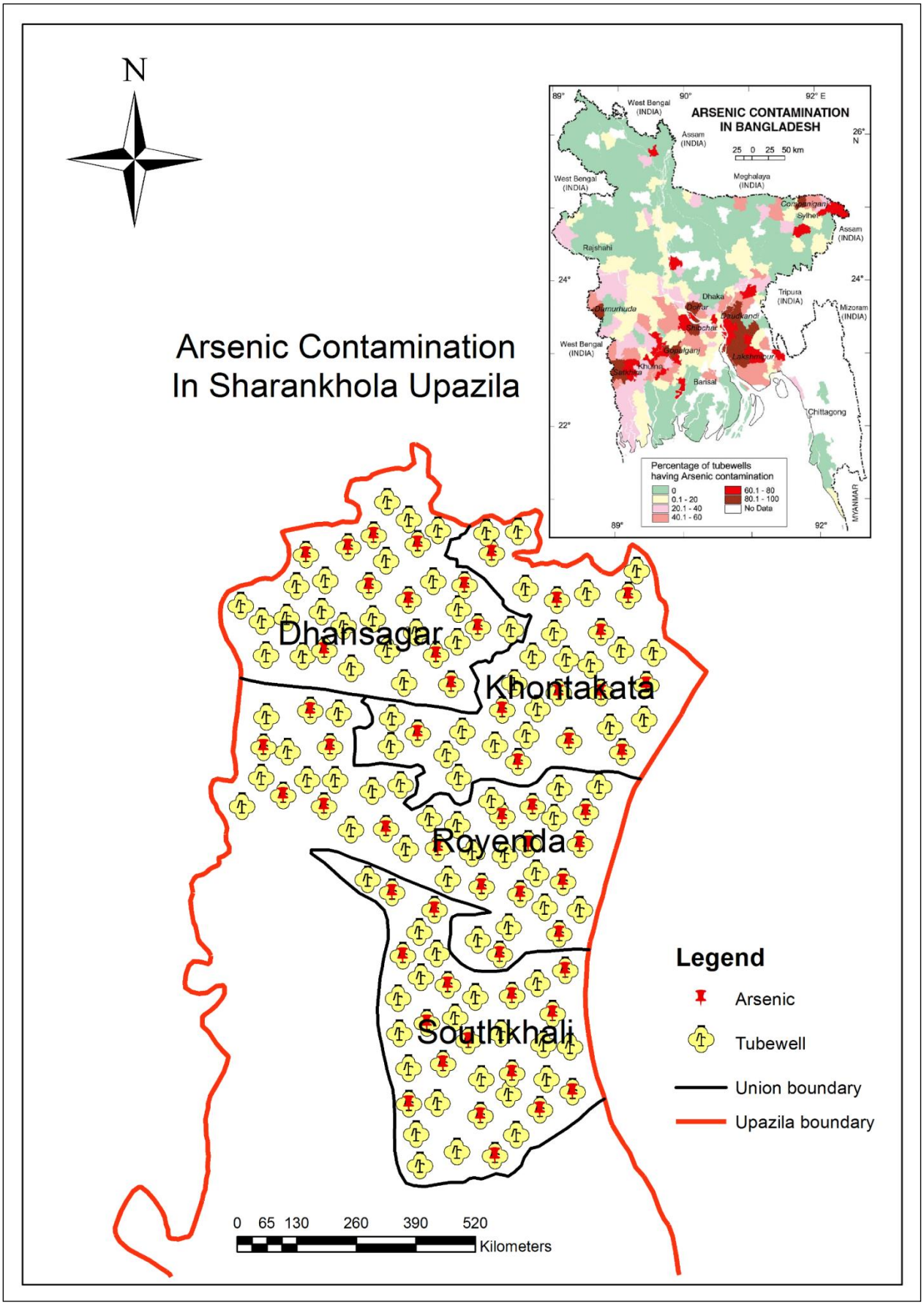

চিত্র-১: শরণখোলা উপজেলার আর্সেনিক দূষন মানচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

বাগেরহাট জেলার দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন উপজেলার মধ্যে শরণখোলা উপজেলা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এ উপজেলা। এসব দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে নদীভরাট, জলাবদ্ধতা, বন্যা, আর্সেনিক, নদীভাঙ্গন, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, খরা, লবণাক্ততা, শিলাবৃষ্টি, ঘন কুয়াশা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। এ সকল আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। বলেশ্বর নদী, ভোলা নদী, শরণখোলা নদী, রায়েন্দা নদী এবং বিঁষখালী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদীর দু-কুল ভাসিয়ে উপজেলাr ব্যাপক এলাকা প্লাবিত হয়। তাছাড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির ফলে উপজেলার নিম্ন এলাকার বসত বাড়িতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যা প্রায় ১ মাস স্থায়ী থাকে। নদী ভরাট দিন দিন প্রকোপ হওয়ায় এ এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপকুলের নিকটবর্তী হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় পরিলক্ষীত হয়। দক্ষীণ-পশ্চিম দিক দিয়ে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস উপজেলায় মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত হানে। তাছাড়া এলাকায় লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ফসলের ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এ সমস্ত আপদের ফলে কৃষি, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সাথেসাথে খাদ্যাভাব দেখা দেয় ও কর্মসংস্থানের সংকটসহ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। শরণখোলা উপজেলায় সার্বিক ইতিহাস হতে জানা যায় যে, প্রায় প্রতি বছর ছোট-বড় ঘুর্ণীঝড় হয়ে থাকে। ২০০৭, ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। এই ঘূর্ণিঝড় ধানসাগর, রায়েন্দা, খোন্তাকাটা এবং সাউথখালী ইউনিয়নের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। লবণাক্ততা সকল ইউনিয়নে বিদ্যমান। যার ফলে উপরোল্লেখিত দুর্যোগগুলো জীবন ও জীবিকায় একটি বিরুপ প্রভাব ফেলেছে। উল্লেখ্য যে, ২০০৭ সালের সিডর এর সময় ২০-২৫ ফুট এবং ২২০-২৪০ কিলোমিটার/ঘন্টা বেগে প্রবাহমান জলোচ্ছাস উপকুলীয় এই উপজেলাতেও আঘাত হানে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বন্যাতে ২৯৮ জন মানুষ মারা যায় এবং এক কোটি দুই লাখ ১১ হাজার ৭৮০ জন মানুষ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেই সাথে ৫৮ হাজার ৮৬৬ টি বাড়ি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস, শরণখোলা)।

দুর্যোগের ক্ষতির পরিমান, ঘটার সময় এবং খাত সমূহ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেওয়া হল :

ক্রম	দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান	কোন কোন খাত/উপাদান
১	ঘূর্ণিঝড়	১৯৮৮, ২০০৭, ২০০৯	বেশি	ফসল, মানব সম্পদ, পশুসম্পদ, অবকাঠামো
২	লবণাক্ততা	প্রতি বছর	বেশি	ফসল, গাছপালা, গবাদিপশু
৩	চিংড়ী ভাইরাস	প্রতি বছর	বেশি	মৎস্য ও জীবিকা
৪	বন্যা (আকাশ)	২০০০-২০১৩	বেশি	ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু, অবকাঠামো
৫	জলাবদ্ধতা	প্রতি বছর	বেশি	জীবিকা
৬	নদী ভাঙ্গন	প্রতি বছর	বেশি	ফসল ও বসতি জমি, ঘর- বাড়ি, রাস্তা- ঘাট, অবকাঠামো
৭	অনাবৃষ্টি (খরা)	প্রতি বছর (২০১২)	বেশি	ফসল, মৎস্য, গবাদিপশু
৮	জলোচ্ছাস	২০০৯	বেশি	ফসল ও মৎস্য

২.২ উপজেলার আপদ সমূহ :

ক্রম #	আপদ	ক্রম #	অগ্রাধিকার
১	নদী ভাঙ্গন	১	ঘূর্ণিঝড়
২	বন্যা (আকাশ)	২	লবণাক্ততা
৩	অনাবৃষ্টি (খরা)	৩	চিংড়ী ভাইরাস
৪	লবণাক্ততা	৪	নদী ভাঙ্গন
৫	ঘূর্ণিঝড়	৫	অনাবৃষ্টি (খরা)
৬	জলোচ্ছাস	৬	বন্যা (আকাশ)
৭	জলাবদ্ধতা		
৮	চিংড়ী ভাইরাস		

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র :

ঘূর্ণিঝড় :

শরণখোলা উপজেলা একটি ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা। প্রতি বছর ভাদ্র মাস হতে অগ্রহায়ন মাসের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় এই এলাকায় আঘাত হানে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গাছপালা নিধন ও সুন্দরবন ধ্বংস করার কারনে ঘূর্ণিঝড় এলাকার বিভিন্ন খাতের ক্ষতিকে আরো তরান্বিত করছে। ধারনা করা হয় যে, বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। এলাকায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় হলেও ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার প্রায় ৪০-৫০ ভাগ আমন ধান, ২০ ভাগ ফলের বাগান ও ৯০ ভাগ শাক-শবজি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

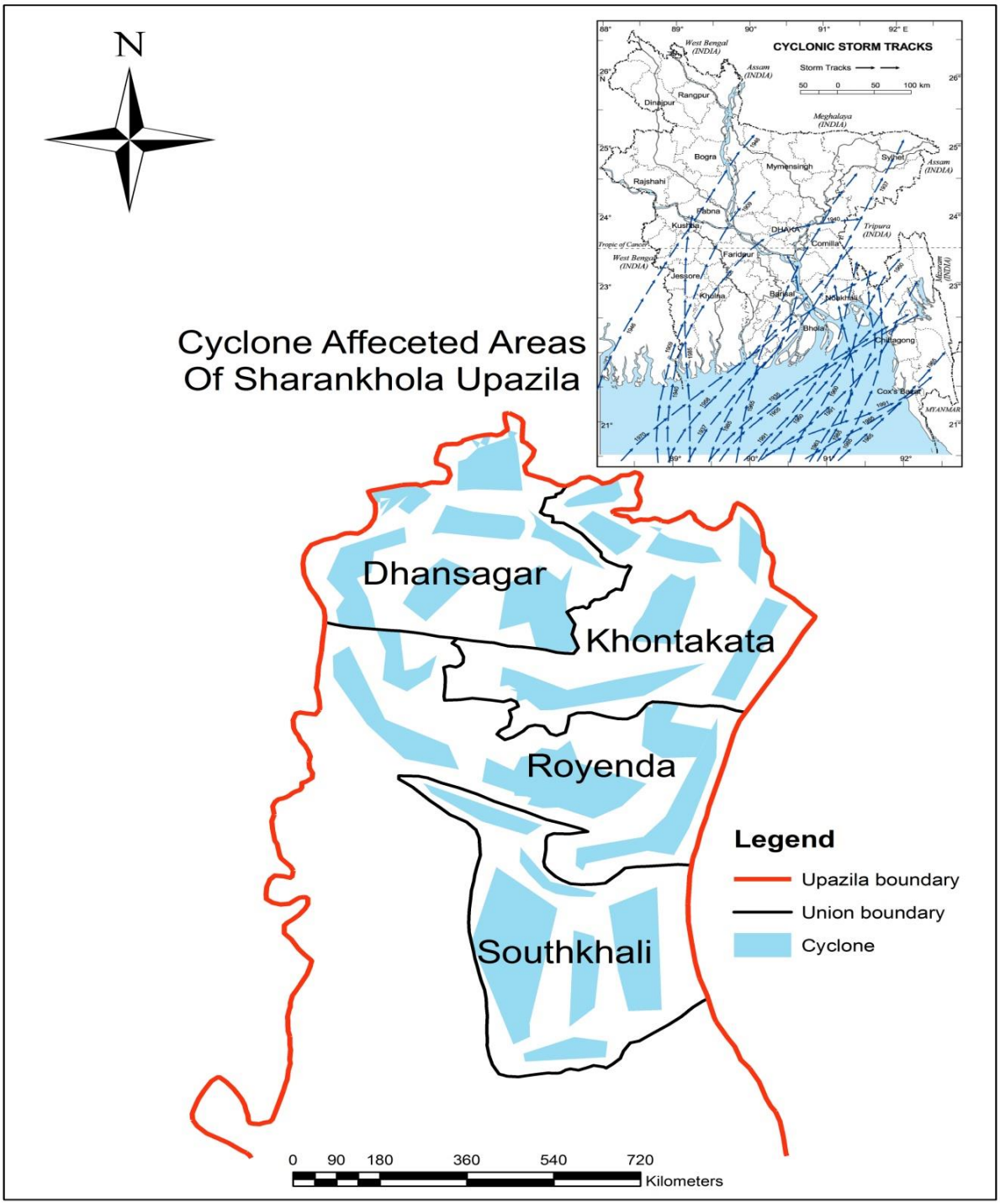

চিত্র-২: ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাসের গতি-প্রকৃতি মানচিত্র

লবণাক্ততা :

শরণখোলা উপজেলায় লবণাক্ততা একটি মারাত্মক আপদ। লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৌষ মাস থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত লবণাক্ততার মাত্রা ব্যাপক থাকে। বর্ষার সাথে সাথে লবণাক্ততার মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে এলাকায় খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নদীর পানির লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত: চিংড়ী ঘেরের মালিকেরা চিংড়ী চাষের জন্য এলাকায় লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। তাছাড়া পর্যাপ্ত ভেড়িবাঁধ না থাকায় এই সময় এলাকা প্লাবিত হয়ে লবণাক্ততা প্রবেশ ঘটছে। এলাকায় দিন দিন লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বোরো ও আউস ধান চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সাথে সাথে ফলদ, বনজ সম্পদ ও খাবার পানির সংকট দেখা দিচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রতি বছর লবনাক্তোতা থাকলেও ২০০৬ সালে তীব্র লবণ অনুভূত হয়।

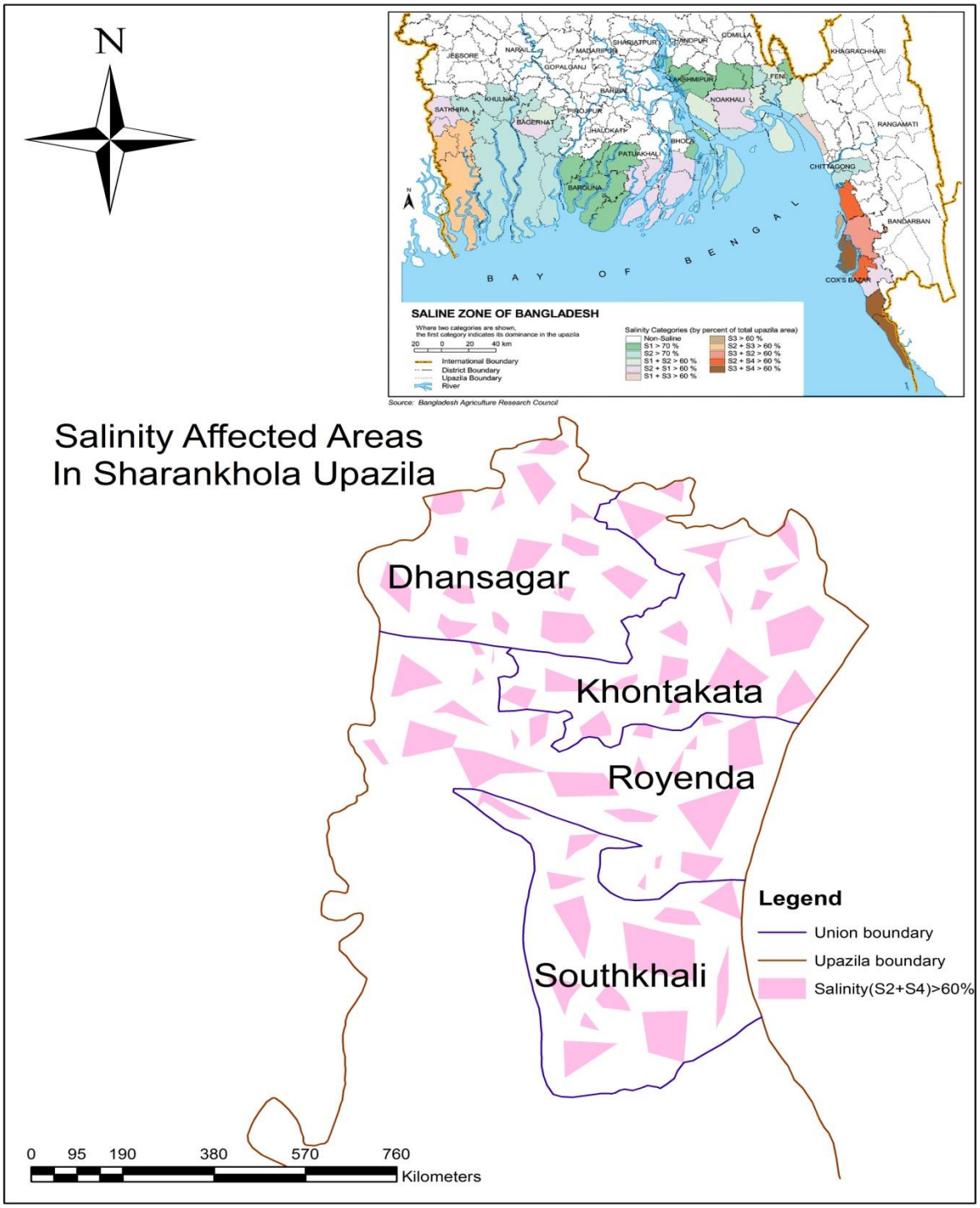

চিত্র-৩: শরণখোলা উপজেলার লবণাক্ততা অঞ্চলের চিত্র

নদী ভাঙ্গন :

শরণখোলা উপজেলায় প্রতিটি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গন পরিলক্ষীত হয়। রায়েন্দা ও খোন্তাকাটা নদী ভাঙন বেশি পরিলক্ষীত হয়। প্রায় প্রতি বছর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। নদী ভাঙ্গন আষাড় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষ আশ্রয়হীণ হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়। সরকারি ভাবে নদীতে ব্লক দ্বারা বাঁধ দেয়া ও নদীর পাড়ে শিকড় বহুল গাছ লাগানো না হলে ভবিষ্যতে আরো বেশি করে নদী ভাঙ্গন হতে পারে।

জলোচ্ছাস :

শরণখোলা উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বলেশ্বর ও ভোলা নদীর জোয়ারের পানি এলাকাতে বন্যা ঘটায়। বন্যা এখানে কৃষি, মৎস্য ও অন্যান্য জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। জলোচ্ছাসের সময় লবণ পানি অনুপ্রবেশ করার ফলে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। প্রতি বছর জলোচ্ছাস/বন্যা হলেও ১৯৮৮, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের জলোচ্ছাস/বন্যা ছিল সবচেয়ে ব্যাপক। তাছাড়া নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণেও এলাকায় জলোচ্ছাস/বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাছে।

অনাবৃষ্টি (খরা) :

বৃষ্টিপাতের অনিয়মের কারণে খরা দেখা দেয়। আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হবার কথা থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টি দেরিতে আসে এবং বর্ষা মৌসুমেও একটানা অনেক দিন বৃষ্টি না হতে দেখা যায়। তীব্র এই খরার কারণে এলাকায় খাবার পানির সঙ্কট দেখা দেয়। ফলে খাবার পানি অভাব, ও এই দূষিত পানি পান করে অনেকে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া ঘের ও পুকুরের পানি শুকিয়ে মৎস্য চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। অনাবৃষ্টি এলাকাতে ফলদ ও বনজ গাছেরও ক্ষতি সাধন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব হিসাবে ভবিষ্যতে খরা আরো বেশি করে দেখা দিতে পারে।

চিংড়ী ভাইরাস :

শরনখোলা উপজেলার মানুষের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস চিংড়ী চাষ। কিন্তু চিংড়ী ভাইরাসের কারণে চিংড়ী চাষ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে চিংড়ী উৎপাদন ব্যাহত হয়ে চাষীরা আর্থিক ভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সাথে সাথে চিংড়ী চাষে নিযুক্ত দিনমজুরেরা বেকার হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, চিংড়ী ভাইরাস মোড়কে ঘেরের পানি দূষিত হয়ে চাষিদের শরীরের সংস্পর্শে এসে চর্মরোগের সৃষ্টি করে। চিংড়ী ভাইরাস এখনি নির্মুল করা না গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে চিংড়ী চাষ সম্পুর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জলাবদ্ধতা :

অপরিকল্পিত ভাবে ভেড়িবাঁধ দেয়া, প্রয়োজন মতো স্লুইচগেট স্থাপন না করার কারণে ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতা ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বসতি জমি থেকে নদীর বুক উঁচু হওয়ার কারণে পানি অপসারণ করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে জলাবদ্ধতা বাড়ার সম্বাবনা আরো বেশি। শরণখোলা উপজেলার প্রায় ২৫০০ হেঃ এলাকা বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা থাকে এর ফলে কৃষি ব্যাহত হয়।

বন্যা (আকাশ) :

উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বলেশ্বর ও ভোলা নদীর জোয়ারের পানি এলাকাতে বন্যা ঘটায়। এ ছাড়া অতি বৃষ্টির ফলেও বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা না থাকায় বন্যা এখানকার জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও নদীগুলোর ভেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুত করা না হলে ভবিষ্যতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতি বছর বন্যা হলেও ২০১৩ সালের অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ছিলো লক্ষনীয়।

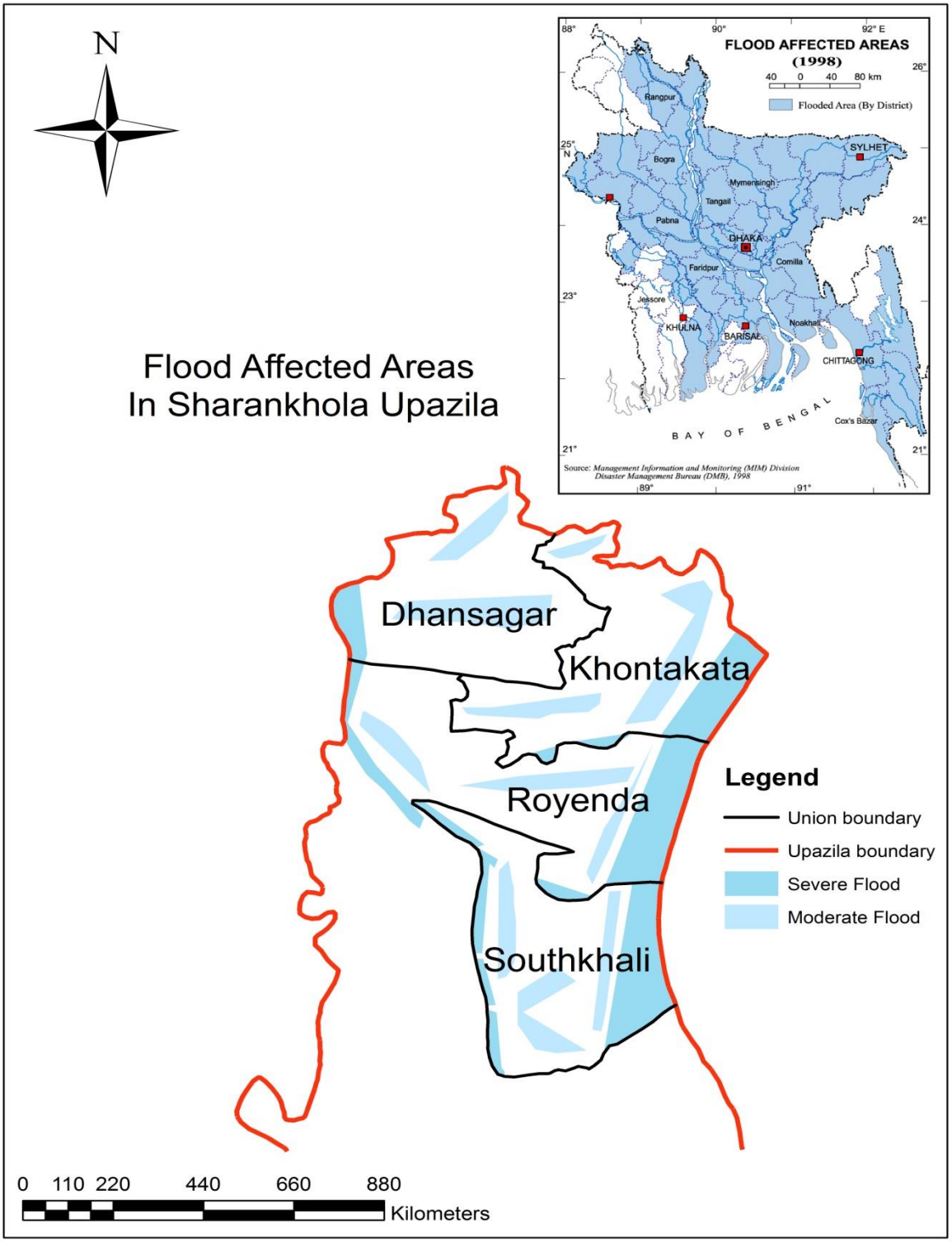

চিত্র-৪: ১৯৯৮ সালে বন্যা আক্রান্ত অঞ্চলের মানচিত্র

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা:

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত, সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবেলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে। সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল :

ক্রম	আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
১	ঘূর্ণিঝড়	• দুর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসত ভিটা হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি হয় • বসত-বাড়ির চারপাশে ঝোপ-ঝাড় জাতীয় গাছপালা না থাকা এবং বড় বৃক্ষ থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বসত-বাড়ি নষ্ট করে দেয়। • উপকুলের কাছে উপজেলার অবস্থান থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে বসত-বাড়ি, কৃষি, মৎস্য, খাবার পানি, গাছপালা, অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • দুর্বল স্যানিটেশন (কাঁচা) থাকার ফলে ঘূর্ণিঝড়ে তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • পশু-পাখির ঘূর্ণিঝড় সহনশীল আবাসস্থল না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ে জীবন নাশ হয়। • পর্যাপ্ত কিল্লা না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় পশুপাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • ঘূর্ণিঝড়ে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	• ঘর-বাড়ি গুলো ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার সুযোগ রয়েছে। • বসত বাড়ির চারপাশে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাস প্রতিরোধ করার জন্য ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট বনজ/ফলদ গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। • নদী বেষ্টিত বাঁধগুলো ব্লক ফেলে মজবুত করার সুযোগ রয়েছে এবং বাঁধের ও রাস্তার দু- পাশে গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। • স্যানিটেশন মজবুত করার সুযোগ রয়েছে। • আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মানের জন্য খাস জমি রয়েছে। • পশুদের (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া) জন্য মজবুত আবাসস্থল নির্মাণ করার সুযোগ রয়েছে। • শরণখোলা উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল রয়েছে।
২	লবণাক্ততা	• লবণ পানি অনুপ্রবেশের ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কারণ স্থানীয় ফসলের জাত লবণ সহ্য করতে পারে না। • শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততার ফলে খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। • অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘের করায় এলাকার সার্বিক কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। • হঠাৎ লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক মাছ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। • পশু- পাখির খাবারের সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। • লবণাক্ততার ফলে স্বাস্থ্যের ও ত্বকের ক্ষতি হয় ও নানাবিধ রোগ ব্যধী সৃষ্টি হয়।	• লবণ সহনশীল ফসলের চাল করার সুযোগ রয়েছে। • লবণাক্ততা ও পতিত জমিতে গবাদিপশুর জন্য ঘাষ উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। • খাবার পানির জন্য পুকুর পুনঃখনন করার সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটি ভিত্তিক খাবার পানির উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। • চিংড়ী চাষীদের একত্রীকরণ করার সুযোগ রয়েছে। সাথে সাথে পরিকল্পিত চিংড়ী চাষে উদ্বুদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। • ইউনিয়ন ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক ও উপজেলা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। • ভেড়ি- বাঁধ নির্মাণ ও মজবুত করার সুযোগ রয়েছে। • চর ও বসত- বাড়ির কর্দমাক্ত এলাকায় ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ রয়েছে। • পশুসম্পদ সাব সেন্টার ও তহবিল রয়েছে।
৩	চিংড়ী ভাইরাস	• শতকরা ৫০% পোনা ভাইরাস যুক্ত। যার ফলে চিংড়ী ভাইরাস ঘেরে বৃদ্ধির সাথে সাথে চিংড়ীর সাথে জড়িত জীবিকা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।	• উপজেলা পর্যায়ে দক্ষ মৎস্য কর্মকর্তা ও এনজিও কর্মকর্তা রয়েছে। যারা চিংড়ী ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

ক্রম	আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
			যার ফলে এলাকার মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ● চিংড়ীর পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য এলাকায় "ফিস ফিড ফ্যাক্টরী" করার সুযোগ রয়েছে।
৪	নদী ভাঙ্গান	● নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগন সর্বশান্ত হয়। ● কৃষি, ঘর- বাড়ি, রাস্তা- ঘাট, গাছপালা অনেকাংশে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। ● দুর্বল ভেড়িবাঁধ ● নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা ● শরণখোলা পর্যাপ্ত বাঁধ না থাকা। যে টুকু ভেড়ি-বাঁধ রয়েছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা।	● নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শীকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ রয়েছে। যা আকড়ে ধরতে সাহায্য করবে। ● বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ রয়েছে। ● নদী ভাঙ্গান রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক নির্মাণ করার সুযোগ রয়েছে। ● দুঃস্থ মানুষদের নদীর ধারে খাস জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ রয়েছে।
৫	বন্যা	● নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা ● চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ ● বাঁধের দু-ধারে গাছ লাগানো না থাকায়	● নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন রয়েছে ● বাঁধের দু-ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ীবাঁধ মজবুত করার যায় ● নেতুন বেড়ীবাঁধ করার জন্য জায়গা রয়েছে
৬	অতি বৃষ্টি	● এলাকা নীচু থাকা ● পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা ● স্লুইজগেট না থাকা	● ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা উঁচু করার সুযোগ রয়েছে ● স্লুইজগেট করা সুযোগ রয়েছে।
৭	অনাবৃষ্টি (খরা)	● এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	● লবণ সহনশীল গাছপারা লাগানোর সুযোগ রয়েছে
৮	জলোচ্ছাস	● সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা হওয়ায় সহজে জোয়ারের পানি প্রবেশ করে ফসলসহ নানাবিধ ক্ষতি হয়। ● চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল ভেড়িবাঁধ	● ফসলী জমি বাড়ি ঘরের আশে পাশে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই পাশে গাছ লাগানো বা বনায়ন করার সুযোগ রয়েছে; ● অমাবশ্যা, পূর্ণিমার সময় স্বাভাবিক জোয়ারে পানি উঠার আগে স্থানীয় জনগণ পার্শবতী গ্রামে চলে যায় ও উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেয়;
৯	জলাবদ্ধতা	● অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘের ● এলাকা নীচু থাকা ● ভেড়িবাধে স্লুইজগেট না থাকা ● পানি নিস্কাষনের ব্যবস্থা না থাকা ● জলাবদ্ধতায় খাপ খাওয়ানো ফসল না থাকা	● ড্রেজিং এর মাধ্যমে এলাকা উঁচু করার সুযোগ রয়েছে ● স্লুইচগেট মেরামত ও ব্যবস্থাপনা এবংনতুন স্লুইচগেট করা। ● নদী ও খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থার উন্নত করা।

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা :

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ঘূর্ণিঝড়	**সাউথখালী** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড	● উপকূলীয় উপজেলা। ● দূর্বল অবকাঠামো ও অপরিকল্পিত বসতভিটা ● টর্নেডো/ ঘূর্ণিঝড় সহনীয় স্থাপনা নির্মাণ না করা	প্রায় ২০০০০ পরিবার

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নতার কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
		• অবৈধভাবে অবাধে গাছ নিধন • পশুপাখি দের জন্য কিল্লা না থাকা।	
লবণাক্ততা	**সাউথখালী** ইউনিয়নের ১, ৯ ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪, ৭ ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	• সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকা • খাস জমি অবৈধ দখল নিয়ে চিংড়ী ঘের নির্মাণ করা • চিংড়ী চাষের জন্য লবণ পানি জমিয়ে রাখা • লবণ সহনশীল কৃষি না থাকা। • মিষ্টি পানির উৎসের অভাব।	প্রায় ১৩০০০ পরিবার
চিংড়ী ভাইরাস	**সাউথখালী** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের ১, ২, ৩, ৪ ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	• বাগদা ঘেরের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি • ভাইরাস মুক্ত চিংড়ী পোনার সরবরাহ না থাকা ও মৎস্য চাষীদের সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব। • স্থানীয় পর্যায়ে চিংড়ী / মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র না থাকা।	প্রায় ১০০০০ পরিবার
নদী ভাঙ্গন	**সাউথখালী** ইউনিয়নের ৪, ৫, ৬, ৭ ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের ৫, ৮, ৯ ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের ৪, ৫, ৬ ওয়ার্ড **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড	• নদীর কাছাকাছি ও নীচু এলাকায় বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ • বাড়িঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনার কাঠামো দুর্বল • বাঁধের পাশে ঘাস না থাকা। • দুর্বল বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়া	প্রায় ২০০০ পরিবার
জলোচ্ছাস	**সাউথখালী** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড	• উপকুলীয় উপজেলা • বাড়ি ঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো দুর্বল ও অপরিকল্পিত • তুলনামূলক নীচু এলাকায় বাড়ি ঘর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ	প্রায় ৮০০০ পরিবার
বন্যা	**সাউথখালী** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **ধানসাগর** ইউনিয়নের সবওয়ার্ডে	• নীচু এলাকায় বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও টিউবওয়েল বসানো • এলাকাতে জলাবদ্ধতা • অতিবৃষ্টি ও জোয়ারের পানি বৃদ্ধি • অবৈধভাবে অবাধে চিংড়ী চাষ করা • স্লুইচগেট না থাকা	প্রায় ৫০০০ পরিবার
জলাবদ্ধতা	**সাউথখালী** ইউনিয়নের ৪, ৫, ৬, ৭ ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের ৫, ৬, ৮, ৯ ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	• এলাকা নীচু হওয়া • অপরিকল্পিত চিংড়ী ঘের করা। • নদীর তলদেশ উঁচু হওয়া • পানি নিষ্কাশনের সু ব্যবস্থা না থাকা। • নীচু এলাকায় বাড়ি ঘরসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও টিউবওয়েল বসানো • অবৈধভাবে অবাধে চিংড়ী চাষ করা	প্রায় ৬০০০ পরিবার
অনাবৃষ্টি (খরা)	**সাউথখালী** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **রায়েন্দা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড **খোন্তাকাটা** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে **ধানসাগর** ইউনিয়নের সব ওয়ার্ড	• এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায় • জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে	প্রায় ৫০০০ পরিবার

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ :

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	• শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ৯৪৯৪ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক- সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ৯৪৯৪ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক- সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ৯৪৯৪ হেঃ জমির (আমন ধান, রবি শস্য, কুল, পেয়ারা, শাক- সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে ১০৬৭১ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৯৪৯৪ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ১০৬৭১ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৯৪৯৪ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	• লবণ সহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারণ (বোরো, আমন, আউস) • গম, পাটের লবণ সহনশীল জাত সরবরাহ • আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা • জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা • ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পূর্বে খাড়া ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া • ভেড়িবাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা • খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
মৎস্য সম্পদ	• শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ছোটবড়- ৯৭৮৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৯৪৯৪ হেঃ জমির সাদা মাছ, গলদা ও কাঁকড়ার চাষ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। • শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোট ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ছোটবড়- ৯৭৮৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৯৪৯৪ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরণখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে মোট ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ছোটবড়- ৯৭৮৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৯৪৯৪ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরণখোলা উপজেলাতে চিংড়ী ভাইরাসের কারণে মোট ১০৬৭১ হেঃ জমির মধ্যে ছোটবড়- ৯৭৮৬ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৭০ হেঃ বাগদা ও গলদা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাছের বিস্তার রোধ হতে পারে।	• ঘেরের পাড় মজবুত করা • বাঁধ মেরামত ও নির্মাণ করা • টেকশই ঘের প্রস্তুত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা • মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা • টেকশই ঘের প্রস্তুত করা • প্রতিবছর ঘের সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ • ঘেরের বাঁধ উঁচু করা • ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা • বন্যা/জলোচ্ছাসের সময় ঘের জালবেষ্টিত রাখা • ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা • মাছের বাজার উন্নতকরণ
পশুসম্পদ	• শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৮০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১২০০ ভেড়া, ৩০০ মহিষ ও ৪৫০ টি শুকরের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। • শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ২৪০০ গরু, ২৭০০ ছাগল, ১৩০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৪৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ১০০০ শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। • শরণখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাস হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২০০০ গরু, ২৩০০ ছাগল, ১০০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৪০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি,	• মাটির কিল্লা নির্মাণ করা • সরকারি পতিত জমিতে গবাদিপশুর চারণভূমি তৈরি করা • পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্ভুত করা • পশাপশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা • আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্ভুত করা • পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	৮০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ● শরণখোলা উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ২১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৪০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ২০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	
স্বাস্থ্য	● শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে মোট ১১৯০৮৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ১১৯০৮৪ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৪% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে মোট ১১৯০৮৪ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% লোক জন্ডিস ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৮% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উপজেলার মোট ১১৯০৮৪ জন জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।	● স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ● দুর্যোগে স্বস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ● ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা ● প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনিয় ওষধ সরবারহ নিশ্চিত করা ● বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা ● দুর্যোগের কারণে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা ● পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা ● সরকারিভাবে কবরস্থান নির্মাণ করা
জীবিকা	● শরণখোলা উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক রয়েছে। যার মধ্যে মৎস্যজীবি ৬০০০ জন, মৎস্যচাষী ২২৬৪৫ জন, কৃষিজীবি ২৩১০৮ জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ৯১৪৪ জন এবং কৃষি শ্রমিক ৯১১৪ জন। ● ঘূর্নিঝড়: ঘূর্ণিঝড়ের কারণে শরণখোলা উপজেলারর ২২৬৪৫ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ৪৫২৯ জন মৎস্যচাষী, ৬০০০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ১০২৯ জন মৎস্যজীবি, ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৯১৪৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ১৩৭১ জন ব্যবসায়ী ও ৯১১৪ জন কৃষি শ্রমিকের মধ্যে ২২৭৮ জন কৃষি শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ● লবনাক্তোতা: ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১০৩৯৮ জন কৃষিজীবি তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবণাক্তোতার কারণে ২২৬৪৫ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে প্রায় ৩৩৯৬ জন মৎস্যচাষী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ● জলোচ্ছাসঃ জ্বলোচ্ছাসের কারণে ২২৬৪৫ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ১১৩২২ জন মৎস্যচাষী, ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৯২৪৩ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ ও ৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ	● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করা ● মহিলাদের জন্য বসতবাড়িতে আয়ের ব্যবস্থা করা ● স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকা ● জনগোষ্টি ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা ● সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা ● বিপদাপন্ন জনগোষ্টির জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা ● টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হয়ে থাকে। ● জলাবদ্ধতা: ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৪৬২১ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ● নদী ভাঙন: নদী ভাঙনের কারণে শরণখোলা উপজেলারর ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৫% কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। যার ফলে ১১৫৫ জন কৃষিজীবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ● বন্যা: বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলারর ২২৬৪৫ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ৯০৫৮ জন মৎস্যচাষী, ২৩১০৮ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৯১৪৪ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ৪৫৭ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ● চিংড়ী ভাইরাসঃ চিংড়ী ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শরণখোলা ২২৬৪৫ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে প্রায় ৯০৫৮ জন মৎস্যচাষী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।	
গাছপালা	● শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ৭০০০ ফলদ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ৩০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১০০০০ ফলদ গাছ ১২০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ৬০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে উপজেলার মোট ৫০০০ ফলদ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ৮০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলাবদ্ধতার কারণে উপজেলার মোট ৩০০০ ফলদ গাছ ২০০০ বনজ গাছ এবং ৮০০ ঔষধি গাছসহ ৮০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৭০০০ ফলদ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ৯০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।	● রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ করা ● বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করণ। ● প্যারাবন সৃষ্টি করা; ● পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; ● অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা। ● বসত বাড়ির ভিটা উঁচু করতে হবে। সাথে সাথে চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা নির্মাণ (১.৫- ২ ফুট ব্যাসের) ও উঁচু করতে হবে ● নীচু জমিতে বড়গাছ যেমন- ছইলা, কাঁকড়া ও কেওড়া গাছ লাগাতে হবে। ● লবণাক্ততার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বড় ফলদ গাছ খাসিকরণ (প্রধান শিকড় কর্তন) করা, যাতে মূল শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করতে না পারে। ● মাটির আদ্রতা রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় মাদা নির্মাণ করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পিভবন রোধ করবে। ● ঘূর্ণিঝড়ের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বসতবড়ীর চারপাশে গুল্ম জাতিয় গাছ বেশি করে লাগাতে হবে। সাথে সাথে ফলদ গাছের চারা শক্ত খুটি দিয়ে বাঁধতে হবে।
ঘরবাড়ি	● শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ১৮০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ২৫৬৩ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা	● বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা উপকুল হতে দুরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা; ● দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করা ● দুর্যোগ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করার

প্রধান খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	ঘরবাড়ি, ১৭৬ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৩৫০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০টি পাকা ঘর, ২৮ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৩০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৪০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে মোট ৪৬৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১৮ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২৪ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৩০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা ● ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; ● বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা;
অবকাঠামো	● শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৩৬ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬ টি মাদ্রাসা, ৩০টি মসজিদ, ৫০টি মন্দির, ৬ টি গির্জা, ৬ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস ১ টি হাসপাতাল, ৬ টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২টি ক্লিনিক, ১৫ টি আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫ টি কালভার্ট, ২০টি ব্রীজ, ১৪ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৭৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১২ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে মোট ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাদ্রাসা, ৮ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ১ টি গির্জা, ১ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি ক্লিনিক, ২টি আশ্রায়কেন্দ্র, ২টি কালভার্ট, ২টি পুল, ২৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে।	● রাস্তা উঁচু ও পাকা করা ● ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা ● স্লুইজগেট নির্মাণ করা ● পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা ● অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা
স্যানিটেশন	● শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১২টি সংরক্ষিত পুকুর, ৫০টি পাকা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ৮০০টি কাঁচা, ১২০ আধাপাকা পায়খানা ১৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে ● শরণখোলাউপজেলাতে জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৬ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২০০ টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৯০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০০টি কাঁচা পায়খানা, ৫০টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ১০ টি পি এস এফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।	● স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো ● পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুনঃখনন ● পর্যাপ্ত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা, ● দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ করা ● পানি ও পয়নিষ্কাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করা

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

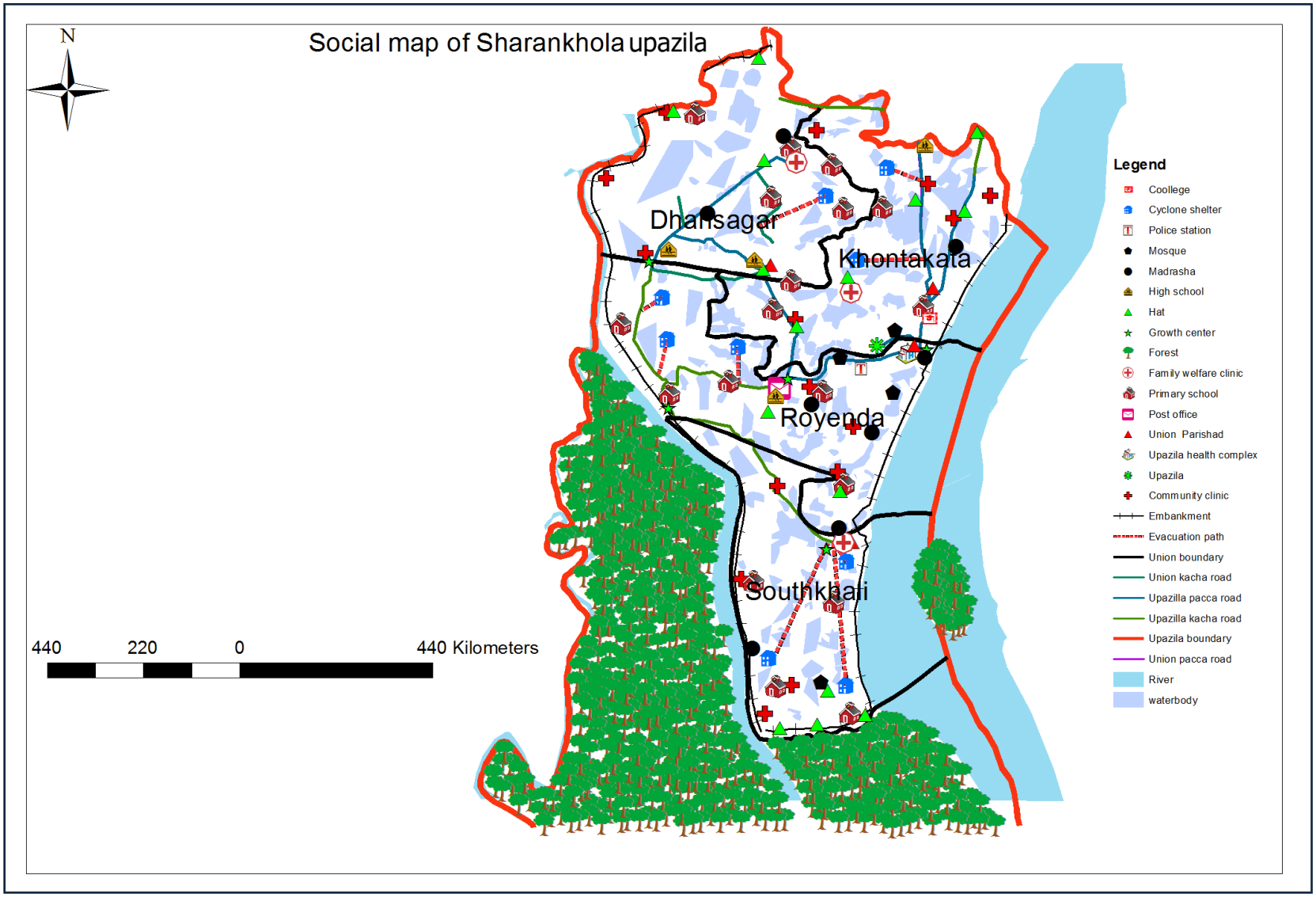

চিত্র-৫: সামাজিক মানচিত্র শরণখোলা উপজেলা

২.৮ আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র

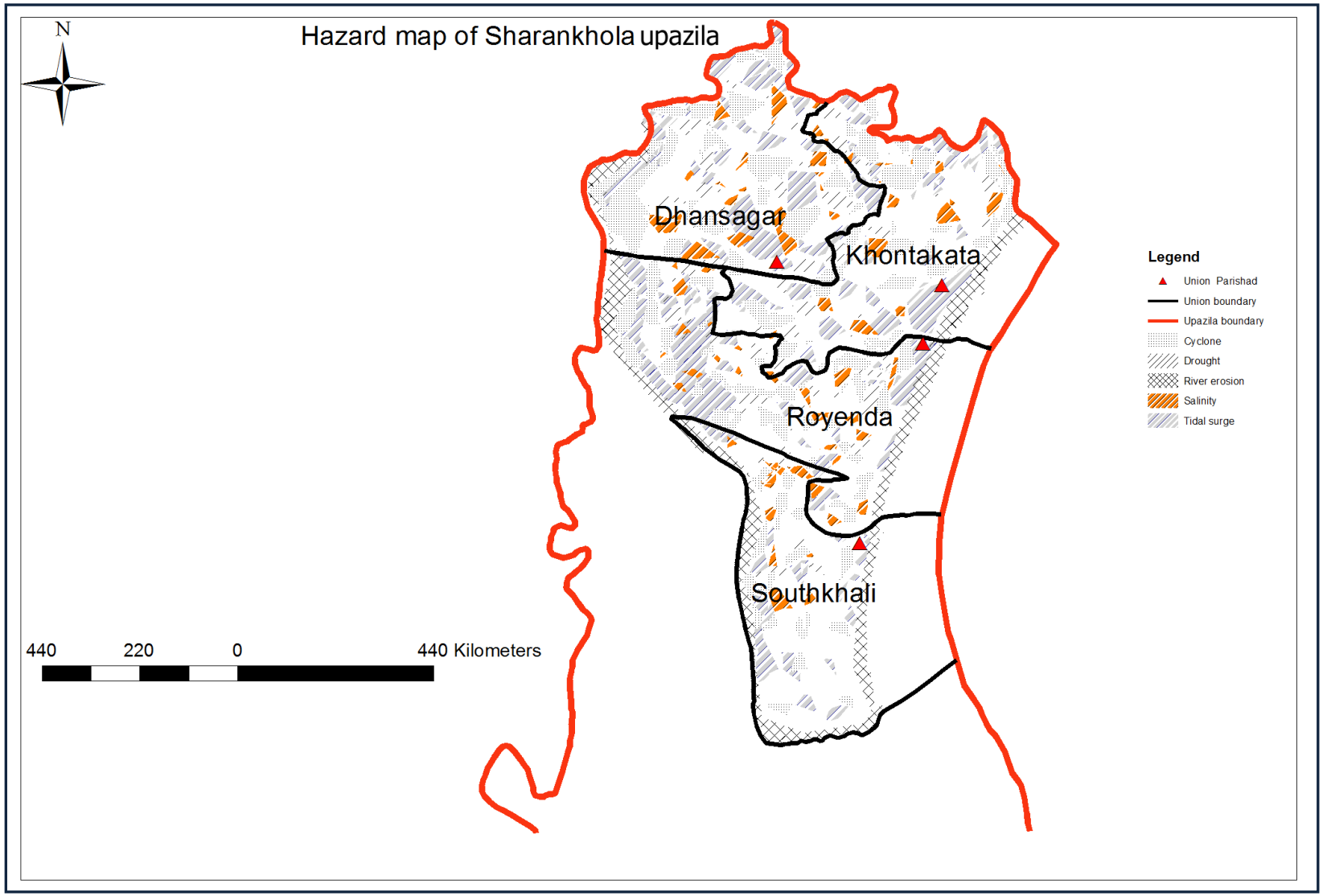

চিত্র-৬: আপদ মানচিত্র শরণখোলা উপজেলা

ঝুঁকির মানচিত্র

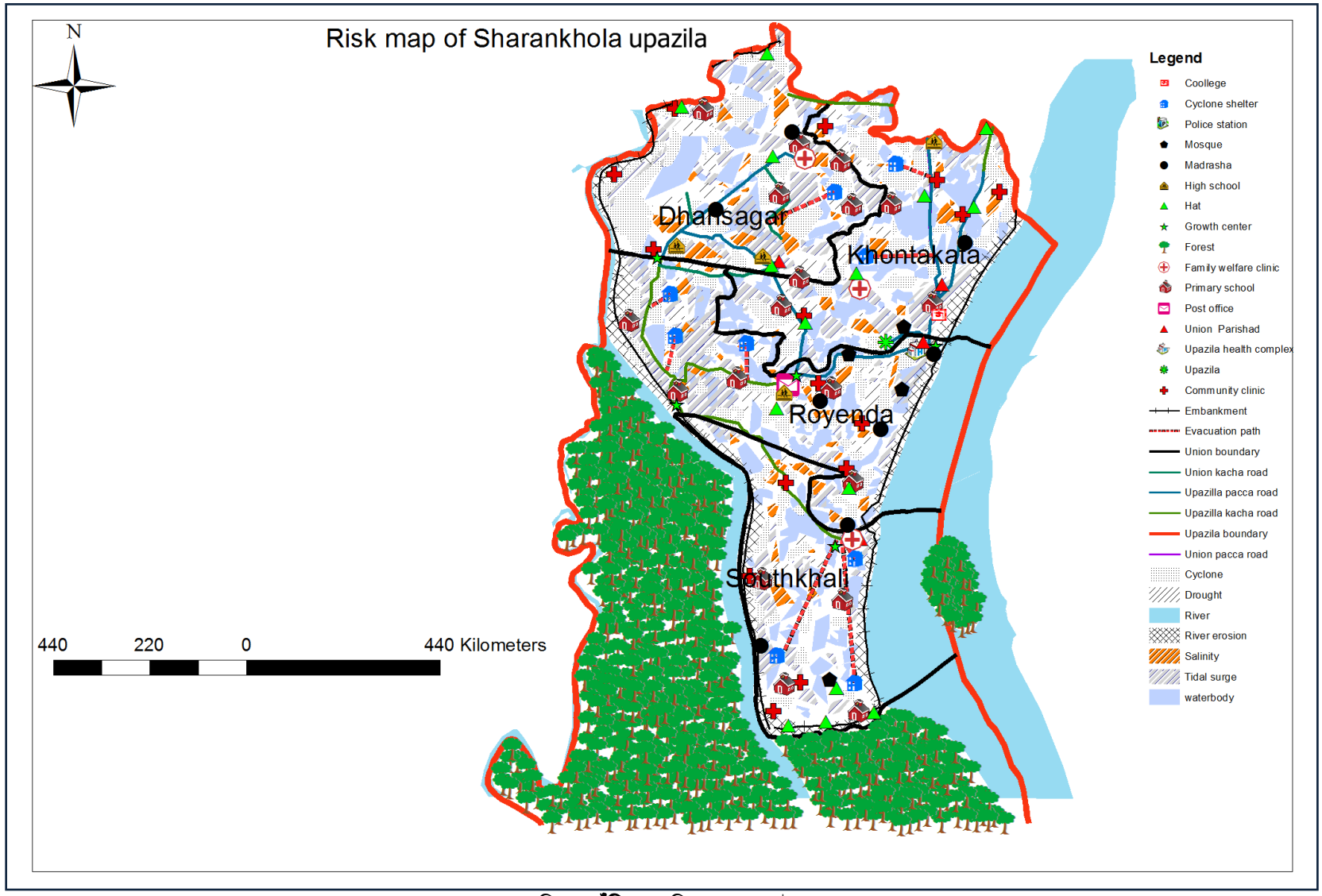

চিত্র-৭: **ঝুঁকির** মানচিত্র শরণখোলা উপজেলা

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রম	আপদ	মাসের নাম											
		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	লবণাক্ততা												
২	ঘূর্ণিঝড়												
৩	চিংড়ী ভাইরাস												
৪	জলোচ্ছ্বাস												
৫	নদীভাঙ্গন												
৬	বন্যা												
৭	জলাবদ্ধতা												
৮	অনাবৃষ্টি (খরা)												

দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংঘঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় যে:

- এই এলাকার প্রধান আপদ হল লবণাক্ততা। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাকি সময় লবণাক্ততার মাত্রা কিছুটা কম থাকে।
- জলাবদ্ধতা ও বন্যা হয় নদীভরাটের কারণে। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত নদীভরাট হয়।
- চিংড়ী ভাইরাসকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভাইরাস চিংড়ী শিল্পের মারাত্মক ক্ষতি করছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চিংড়ী ভাইরাস বেশি লাক্ষ করা যায়।
- ঘূর্ণিঝড় আর একটি মারাত্মক আপদ। ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার ঘরবাড়ি, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি করে। এটি মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।
- জলোচ্ছ্বাস এই এলাকার আর একটি আপদ বলে এখানকার মানুষ মনে করে। এটি জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে।
- শরনখোলা উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে নদীভাঙ্গন ঘটে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত।
- শরনখোলা উপজেলার সংঘঠিত আপদের মধ্যে খরা একটি। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুকিয়ে যাওয়ায় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সঙ্কট। জুন মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই এলাকাতে খরা দেখা যায়।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

ক্রম	জীবিকা	মাসের নাম											
		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	কৃষক												
২	পশু-পাখি পালনকারী												
৩	জীবিকা (সুন্দরবন)												
৪	মৎস্যচাষী												
৫	মৎস্যজীবি												
৬	দিনমজুর												
৭	ক্ষুদ্রব্যবসায়ী												
৮	ভ্যান ও নসিমন চালক												

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

প্রধান জীবিকা সমূহ এবং আপদ/দুর্যোগ সমূহে কি কি সমস্যা সৃষ্টি করে তা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো :

ক্র. নং	জীবিকা সমূহ	আপদ/দুর্যোগ সমূহ							
		লবণাক্ততা	ঘূর্ণিঝড়	চিংড়ী ভাইরাস	জলোচ্ছাস	নদীভাঙ্গন	বন্যা	জলাবদ্ধতা	অনাবৃষ্টি (খরা)
০১	কৃষি								
০২	পশুসম্পদ								
০৩	মৎস্য								
০৪	দিনমজুর								
০৫	ব্যবসায়ী								
০৬	ভ্যান ও নসিমন চালক								
০৭	জীবিকা (সুন্দরবন)								

২.১২ খাতভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ণনা

শরনখোলা উপজেলাতে প্রধান প্রধান আপদগুলো হচ্ছে লবণাক্ততা, চিংড়ি ভাইরাস, ঘূর্নিঝড়, জলাবদ্ধতা, বন্যা, নদীভাঙ্গন, অনাবৃষ্টি (খরা), যা মানুষের জীবন এবং জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অন্যদিকে বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ যেমন ফসল, মৎস্য, পশুসম্পদ, গাছপালা, সম্পদ, রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়:নিষ্কাশন এলাকাতে বিদ্যমান। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদ ভিত্তিক সামাজিক খাতের ঝুঁকির চিত্র দেখানো হলো।

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান সমূহ									
	ফসল	মৎস্য সম্পদ	পশুসম্পদ	গাছপালা	ঘরবাড়ি	রাস্তা ঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন
ঘূর্নিঝড়	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
লবণাক্ততা	■		■	■					■	■
চিংড়ী ভাইরাস		■								
নদী ভাঙ্গন					■			■		
বন্যা	■	■	■		■	■			■	■
অতি বৃষ্টি	■		■							
অনাবৃষ্টি (খরা)	■	■		■						■

১. শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ১২৬১.৫০ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ২১২১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ১৪৮০ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১৬৮১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

২. লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ৫১৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ জমির মধ্যে ৯২৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৬৩৯ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৫ হেঃ জমির মধ্যে ৮৩২ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৩. শরণখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ২১৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ১৫৮৮ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৯৯৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১৪৪১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৪. অতিবৃষ্টির কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ২০২ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৪৮৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৪৫৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৩ হেঃ জমির মধ্যে ৩৭৯ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৫. অনাবৃষ্টি/খরার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ২০৬ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৫৫১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৩১১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ৩০৪ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

৬. শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ২২০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। খোন্তাকাট ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭০ হেঃ জমির মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১০০ হেঃ জমির মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৮৫ হেঃ জমির মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া উপজেলাতে প্রায় ১০০০ জেলে পরিবার ঘুর্নিঝড়ের ফলে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৭. লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৭০ হেঃ জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৫১ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

৮. চিংড়ী ভাইরাসের কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ৯০ হেঃ একর জমির চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২০১ হেঃ জমির চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৫০ হেঃ জমির চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬৫ হেঃ জমির চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

৯. বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৭০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮১ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

১০. খরার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৫০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২০ হেঃ জমির মধ্যে ৩০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে।

১১. ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৫৩২৬ টি গবাদিপশু ও ১১৫৫৯ টি গৃহপালিত পাখি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩২৫০ টি গবাদিপশু ও ১১৫৫৯ টি গৃহপালিত পাখি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৫২৯৫ টি গবাদিপশু ও ৭২০০ টি গৃহপালিত পাখি, সাউথথালী ইউনিয়নে মোট ৭৬০০ টি গবাদিপশু ও ১৬৫০০টি গৃহপালিত পাখি মারা যেতে পারে।

১২. লবণাক্ততার ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। লবণাক্ততার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১১৩৮ টি গবাদিপশু এবং খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১১০০ টি গবাদিপশু, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩২৯৫ টি গবাদিপশু এবং সাউথথালী ইউনিয়নে মোট ৫৬০০ টি গবাদিপশু খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।

১৩. বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৪২৫৫ টি গবাদিপশু ও ১০৮১৭ টি গৃহপালিত পাখি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট গৃহপালিত ১৭০০ টি গবাদিপশু ও ১১৫০০ টি গৃহপালিত পাখি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৬০০ টি গবাদিপশু ও ৪৩৭৫০ টি গৃহপালিত পাখি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪৭৪৫ টি গবাদিপশু ও ২৬১৬৬ গৃহপালিত পাখি মারা যেতে পারে।

১৪. অতিবৃষ্টির কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৫৩০ টি গবাদিপশু ও ৫৭৭৫ টি গৃহপালিত পাখি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১২২৪ টি গবাদিপশু ও ৭০৫০ টি গৃহপালিত পাখি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৭০০ টি গবাদিপশু ও ১১৫০০ টি গৃহপালিত পাখি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৫৫০ টি গবাদিপশু ও ৬১২৫টি গৃহপালিত পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।

১৫. খরার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৭৫৯টি গবাদিপশু, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৭০০ টি গবাদিপশু, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৯৩৫ টি গবাদিপশু, এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৪৫০ টি গবাদিপশু ও ৬১২৫ টি গৃহপালিত পাখি খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।

১৬. ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৮০৫৭৫ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ১০৬০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৯৫০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১১৩০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে।

১৭. লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৪৫৮০ টি গাছ সহ ৭ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৩০০০ টি গাছ সহ চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১০২৭৫ টি গাছ ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৫০০ টি গাছ সহ ১০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।

১৮. খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১০৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে ৬৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে।

১৯. শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৯৪৫ টি ঘরবাড়ি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩৮৫০ টি ঘরবাড়ি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৫২৬৩ টি ঘরবাড়ি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪৮২১ টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২০. নদীভাঙ্গনের কারণে খোন্তাকাটা ইউনিয়নে ৭৮০ টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে ৪২৩টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে ৬৮০টি ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২১. শরনখোলা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৫০০ টি ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ১৫০০ টি ঘরবাড়ি ও রাস্তা ৫১ কিঃমিঃ, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২২০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, মধ্যে প্রায় ১৮০০ টি ঘরবাড়ি ও ৬৬ কিঃমিঃ রাস্তা; রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৮২৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, মধ্যে ২৩০০ টি ঘরবাড়ি ও ৩২ কিঃমিঃ রাস্তা, এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ২৭০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি মধ্যে ২৪০০ টি ঘরবাড়ি ও ১৩ কিঃমিঃ রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২২. ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৬৭ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ৬টি কালভার্ট, ৪৯ কিঃমিঃ রাস্তা; খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৯১ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৬২ কিঃমিঃ রাস্তা; রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪৬ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩২ কিঃমিঃ রাস্তা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৬৪ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ১৯ কিঃমিঃ রাস্তার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২৩. নদীভাঙ্গনের কারণে খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৪১ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ২০ কিঃমিঃ রাস্তা, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৩ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ২৬ কিঃমিঃ রাস্তা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ২৮ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ২৫ কিঃমিঃ রাস্তার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

২৪. শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৫. লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.৬৬% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.৬৬% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% চর্মরোগে আক্রান্ত এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৮.৩৩% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৬. শরণখোলা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৮.১৬ % লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.৩৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১১.২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫.২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৭. খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৭৫% বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৭.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

২৮. শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৯৫০ টি পায়খানা ও ৩০টি পুকুরের পানি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৯০০ টি পায়খানা ও ১৪২টি পুকুরের পানি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ টি পায়খানা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৫৭৫ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

২৯. শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ধানসাগর ইউনিয়নের মোট ৩ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২০০ টি পায়খানা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ৮ টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৪ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২৮২ টি পায়খানা, রায়েন্দা ইউনিয়নের মোট ৫ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৭৮ টি পায়খানা, সাউথখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১০০৩ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে।

৩০. বন্যা কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১০ টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৬ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০ টি কাঁচা, পায়খানা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৫ টি সংরক্ষিত পুকুর, ২০৫০ টি পায়খানা, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১২ টি সংরক্ষিত পুকুর, ২৫০০ টি পায়খানা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ২০০০ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে।

৩১. খরার কারণে শরণখোলা উপজেলায় ধানসাগর ইউনিয়নে ৪ টি পুকুর এবং ৩০ টি নলকূপ, রায়েন্দা ইউনিয়নে ৬ টি পুকুর এবং ৪০ টি নলকূপ, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে ২ টি পুকুর এবং ২০ টি নলকূপ এবং সাউথখালী ইউনিয়নে ৩ টি পুকুর এবং ১০ টি নলকূপ নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতিটি ইউনিয়নে খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়।

৩২. নদীভাঙ্গনের কারণে খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৪২৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৮৭৬ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৬৩৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে পরিচিত। জলবায়ুজনিত আপদ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, অতিবৃষ্টি, খরা, ও নদী ভাঙ্গানের বিস্তার ও পূণঃরাবৃত্তির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। শরণখোলা উপকুলীয় উপজেলায় অবস্থিত বিধায় এখানকার মানুষ জীবন ও জীবিকাতে ভবিষ্মতে জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের দ্বারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

ঘুর্ণিঝড়ে প্রবল বায়ুপ্রবাহ সহ ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাস এলাকার ফসল, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, গাছপালা, ঘরবাড়ি, অবকাঠামো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের ফলে ফসল, পশু সম্পদ, গাছপালা, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি এলাকায় পরিলক্ষীত হয়, যার ফলে বর্ষা মৌসুমে এলাকা প্লাবিত হয়ে পশু সম্পদ ও কৃষি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। একটানা বেশিদিন বৃষ্টির সাথে সাথে নদীর জোয়ারের পানি বৃদ্ধির ফলে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে ফসল, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ, কাঁচা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ বেশি এবং সাথে নদীর পাড় দুর্বল হয়ে যাবার কারনে নদী ভাঙ্গান হয়ে থাকে। নদী ভাঙ্গানের ফলে এলাকার জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে কৃষি ও ঘরবাড়ির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এলাকাতে অনাবৃষ্টিও পরিলক্ষীত হয়, যার ফলে ব্যবহার উপযোগী পানির অভাবে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ ও মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। নিম্নে খাত ভিত্তিক আপদের প্রভাবের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলো:

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
কৃষি	ঘূর্ণিঝড়	শরণখোলা উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ ঘূর্ণিঝড় হলে আমন, পাট, আলু, রবিশস্য, খরিপশস্য, আঁখ, পেঁপে, পান ও পেয়ারা চাষের মোট ৬৫৪৩.৫০ হেঃ জমির উৎপাদন নষ্ট হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ১২৬১.৫০ হেঃ জমির ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। যার ফলে ২১৩০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অথনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ২১২১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৭৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ১৪৮০ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১৬৮১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	লবণাক্ততার	শরণখোলা উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ লবণাক্ততার কারণে আমন, পাট, আলু, রবিশস্য, খরিপশস্য, আঁখ, পেঁপে, পান ও পেয়ারা চাষের ২৯০৯ হেঃ জমির উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ৫১৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ জমির মধ্যে ৯২৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭২০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৬৩৯ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৫ হেঃ জমির মধ্যে ৮৩২ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	নদীভাঙ্গান	শরণখোলা উপজেলাতে নদীভাঙ্গানের কারণে খরিপ শস্য, আমন, পাট, আঁখ, পেঁপে, পান ও পেয়ারা চাষে ১৯৩৪ হেঃ জমির উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৪২৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৮৭৬ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৬৩৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	বন্যা	শরণখোলা উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ বন্যার কারণে খরিপশস্য, আমন, পাট, আলু, রবিশস্য, আঁখ, পেঁপে, পান ও পেয়ারা চাষের ৪২৩৫ হেঃ জমির উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ২১৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৯৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ১৫৮৮ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।। যার ফলে ৩১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৯৯৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১৪৪১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৭২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	অতিবৃষ্টি	শরণখোলা উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ অতিবৃষ্টির কারণে খরিপ-২ শস্য, আমন, পেঁপে, ও পান চাষের ১৫১৯ হেঃ জমির উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ২০২ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৪৮৫ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৪৫৩ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৩ হেঃ জমির মধ্যে ৩৭৯ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	শরণখোলা উপজেলাতে জলবায়ুজনিত আপদ অনাবৃষ্টির (খরা) কারণে খরিপ-১ শস্য, আমন, পেঁপে, পান ও পেয়ারা চাষের ১৩৭২ হেঃ জমির উৎপাদন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ২০৬ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৫৫১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৩১১ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ৩০৪ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য সম্পদ	ঘূর্ণিঝড়	শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ৫৭৫ হেঃ জমির সাদা, বাগদা এবং গলদা চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ২২০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● খোন্তাকাট ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭০ হেঃ জমির মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১০০ হেঃ জমির মাছের

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৮৫ হেঃ জমির মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া উপজেলাতে প্রায় ১০০০ জেলে পরিবার ঘুর্ণিঝড়ের ফলে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	লবণাক্ততা	শরনখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারনে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬১৬ হেঃ জমির সাদা, বাগদা এবং গলদা চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৭০ হেঃ জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৫১ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
	বন্যা	মৎস্য সম্পদে বন্যার প্রভাবঃ শরনখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ৩৪৫ হেঃ জমির সাদা, বাগদা এবং গলদা চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ● বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৭০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮১ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	শরনখোলা উপজেলাতে খরার কারনে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ২৭৫ হেঃ জমির সাদা, বাগদা এবং গলদা চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ১৫০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১২০ হেঃ জমির মধ্যে ৩০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। • সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
গাছপালা	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে শরণখোলা উপজেলা মোট ৪৯৪৫৭৫ টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৮০৫৭৫ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ১০৬০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৯৫০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১১৩০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে শরণখোলা উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	লবণাক্ততা	লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলায় মোট ৪৭৩৫৫ টি গাছ সহ ১৭ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৪৫৮০ টি গাছসহ ৭ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৩০০০ টি গাছ সহ চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১০২৭৫ টি গাছ ক্ষতি হতে পারে। • সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৫০০ টি গাছ সহ ১০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার ২৩০০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১০৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। • সাউথখালী ইউনিয়নে ৬৫০০ টি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
পশুসম্পদ	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে শরণখোলা উপজেলায় মোট ৬৭৪৮৯ টি গবাদিপশু ও গৃহপালিত পাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মারা যেতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৫৩২৬ টি গবাদিপশু ও ১১৫৫৯ টি গৃহপালিত পাখি, • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩২৫০ টি গবাদিপশু ও ১০৭৫৯ টি গৃহপালিত পাখি, • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৫২৯৫ টি গবাদিপশু ও ৭২০০ টি গৃহপালিত পাখি, • সাউথথালী ইউনিয়নে মোট ৭৬০০ টি গবাদিপশু ও ১৬৫০০টি গৃহপালিত পাখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে মারা যেতে পারে।
	লবণাক্ততা	লবণাক্ততার ফলে শরণখোলা উপজেলায় ১১১৩৩ টি গবাদিপশুর গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১১৩৮ টি গবাদিপশু • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১১০০ টি গবাদিপশু, • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩২৯৫ টি গবাদিপশু এবং • সাউথথালী ইউনিয়নে মোট ৫৬০০ টি গবাদিপশুর খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
	বন্যা	পশুসম্পদে বন্যার প্রভাব : বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলায় মোট ১০৫৫৩৩ টি গবাদিপশু, ও গৃহপালিত পাখি মারা যেতে পারে। ● বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৪২৫৫ টি গবাদিপশু ও ১০৮১৭ টি গৃহপালিত পাখি, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট গৃহপালিত ১৭০০ টি গবাদিপশু ও ১১৫০০ টি গৃহপালিত পাখি, ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৬০০ টি গবাদিপশু ও ৪৩৭৫০ টি গৃহপালিত পাখি এবং ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪৭৪৫ টি গবাদিপশু ও ২৬১৬৬ গৃহপালিত পাখি মারা যেতে পারে।
	অতিবৃষ্ট	অতিবৃষ্টির কারণে শরণখোলা উপজেলায় মোট ৩৬৪৫৪ টি গবাদিপশু ও গৃহপালিত পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৫৩০ টি গবাদিপশু ও ৫৭৭৫ টি গৃহপালিত পাখি, ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১২২৪ টি গবাদিপশু ও ৭০৫০ টি গৃহপালিত পাখি, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৭০০ টি গবাদিপশু ও ১১৫০০ টি গৃহপালিত পাখি এবং ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৫৫০ টি গবাদিপশু ও ৬১২৫ টি গৃহপালিত পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।
	অনাবৃষ্টি খরা/	খরার কারণে শরণখোলা উপজেলায় মোট ১১৯৬৯ টি গবাদিপশু, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে । ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৭৫৯ টি গবাদিপশু, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১৭০০ টি গবাদিপশু, ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৯৩৫ টি গবাদিপশু, এবং ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৪৫০ টি গবাদিপশু খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড়ের কারণে শরণখোলা উপজেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১২.৫% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৮২৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৪২৪০৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪০০৬৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩০০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়াও মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে মারা যেতে পারে।
	লবণাক্ততা	লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১১.৭৫% লোক ডায়রিয়া, আমাশয় এবং চর্মরোগ ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৮২৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১৪% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৪২৪০৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে, ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪০০৬৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% চর্মরোগে এবং ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩০০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৮% লোক পানিবাহিত ও চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে ইউনিয়নের প্রতিটি পরিবার আর্থিক অ-সচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
	বন্যা	বন্যার কারনে শরণখোলা উপজেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৭.২৫% লোক ডায়রিয়া, আমাশয় এবং চর্মরোগ ইত্যাদি পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৮২৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৮ % লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৪২৪০৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪০০৬৪ জনসংখ্যার মধ্যে ১১% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩০০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	অনাবৃষ্টি (খরা)	খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৬.৯১% লোক ডায়রিয়া, আমাশয়, টাইফয়েড, জন্ডিস এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৮২৪৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৭৫% বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৪২৪০৪ জনসংখ্যার মধ্যে ২.৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪০০৬৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৩.৮% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩০০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৭.৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এতে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	ঘূর্ণিঝড়	শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সিডরের মত আঘাত মোট ৮১২৫ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে এবং ১৭২টি পুকুরের পানি সম্পূর্ণ খাওয়ার অনুপোযগী হয়ে যেতে পারে । ● ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৯৫০ টি পায়খানা ও ৩০ টি পুকুরের পানি, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৯০০ টি পায়খানা ও ১৪২ টি পুকুরের পানি, ● রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ টি পায়খানা এবং ● সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৫৭৫ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। এর ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	লবণাক্ততা	শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২০ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৮৬৬ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ● ধানসাগর ইউনিয়নের মোট ৩ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ১২০০ টি পায়খানা, ● খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ৪ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ১২৮২ টি পায়খানা, ● রায়েন্দা ইউনিয়নের মোট ৫ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ৩৭৮ টি পায়খানা, ● সাউথখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ১০০৩ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই পানিবাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	বন্যা	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বন্যা প্রভাব : শরণখোলা উপজেলায় বন্যার কারণে ১০ টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৮১ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ৬৯৫০ টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ● শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১০ টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৬ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ৪০০ টি কাঁচা পায়খানা,

খাতসমূহ	আপদ	বর্ণনা
		• খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৫ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ২০৫০ টি পায়খানা, • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১২ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ২৫০০ টি পায়খানা এবং • সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩৮ টি সংরক্ষিত পুকুর ও ২০০০ টি পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। এর ফলে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকই পানিবাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।
	অনাবৃষ্টি	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর অনাবৃষ্টি প্রভাব : শরণখোলা উপজেলায় খরার কারণে ১৫ টি পুকুর ও ১০০ টি নলকূপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং প্রতিটি ইউনিয়নে খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দিতে পারে • ধানসাগর ইউনিয়নে ৪ টি পুকুর ও ৩০ টি নলকূপ, • রায়েন্দা ইউনিয়নে ৬ টি পুকুর ও ৪০ টি নলকূপ, • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে ২টি পুকুর ও ২০ টি নলকূপ এবং • সাউথখালী ইউনিয়নে ৩ টি পুকুর ও ১০ টি নলকূপ নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রায় প্রতিটি পরিবার খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দিতে পারে।
অবকাঠামো	ঘূর্ণিঝড়	অবকাঠামোর উপর ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবঃ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে শরণখোলা উপজেলায় মোট ১৭৮৭৯ টি ঘরবাড়ি, **২২৩ টি** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠা ১৬২ কিঃমিঃ রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৯৪৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৬০ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ৬টি কালভার্ট, ৪৯ কিঃমিঃ রাস্তা। • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩৮৫০ টি ঘরবাড়ি, ৫০ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৬২ কিঃমিঃ রাস্তা । • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৫২৬৩ টি, ৫৫ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩২ কিঃমিঃ রাস্তা এবং • সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪৮২১ টি ঘরবাড়ি, ৫৮ টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ১৯ কিঃমিঃ রাস্তার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। এতে করে উপজেলার ১৫২৯৮ টি পরিবার গৃহহীন হওয়া সহ আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভবনা রয়েছে।
	বন্যা	অবকাঠামোর উপর বন্যা প্রভাব : শরনখোলা উপজেলাতে বন্যা হলে মোট ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ৮০০০ টি ঘরবাড়ি, ১৬২কিঃমিঃ আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৫০০ টি ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ১৫০০ টি ঘরবাড়ি, রাস্তা ৫১ কিঃমিঃ। • খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২২০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, মধ্যে প্রায় ১৮০০ টি ঘরবাড়ি, এবং ৬৬ কিঃমিঃ রাস্তা। • রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৮২৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, মধ্যে ২৩০০ টি ঘরবাড়ি, ৩২ কিঃমিঃ রাস্তা, এবং • সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ২৭০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি মধ্যে ২৪০০ টি ঘরবাড়ি এবং ১৩কিঃমিঃ রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারনসমূহ চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ৭৯৩ হেঃ জমির আমন, ১০.৫০ হেঃ জমির পাট, ৩২ হেঃ জমির আলু, ২৩১ হেঃ জমির রবিশস্য, ১৪৭ হেঃ একর জমির খরিপশস্য, ১৭ হেঃ জমির আঁখ ১৬ হেঃ জমির পেঁপে, ৮ হেঃ জমির পান ও ৭ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২১৩০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ১১৮৫ হেঃ জমির আমন, ২০০ হেঃ জমির বোরো, ৫০ হেঃ জমির আলু, ৩৩৯ হেঃ জমির রবিশস্য, ২১৬ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৬০ হেঃ জমির আঁখ, ৩০ হেঃ জমির পেঁপে, ২৪ হেঃ জমির পান ও ১৭ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৭৮৭ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮২৫ হেঃ জমির আমন, ২৫৮ হেঃ জমির বোরো, ২৭ হেঃ জমির আলু, ১৫৩ হেঃ জমির রবিশস্য, ৬৪ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৪০ হেঃ জমির আঁখ, ৬ হেঃ জমির হলুদ, ১৭ হেঃ জমির আম, ৪০ হেঃ জমির পেঁপে, ৪১ হেঃ জমির পান ও ৮ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭৬০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১০১২ হেঃ জমির আমন, ১৮৮ হেঃ জমির বোরো, ২১২ হেঃ জমির রবিশস্য, ২১২ হেঃ জমির খরিপশস্য, ২৩ হেঃ জমির আঁখ, ১৩ জমির পেঁপে, ১৪ হেঃ জমির পান ও ৭ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৯০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের কারণে। > বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। > গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে। > বায়ু দূষণের কারণে। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে। > সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার কারণে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা না থাকার কারণে। > কল-কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। > ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > কৃষি গবেষণা কেন্দ্র না থাকার কারণে। > ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অসচেতনতার কারণে। > কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগন ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০টি মৎস্য ঘেরে বাঁধ ভেঙ্গে আনুমানিক মোট ৭০ হেঃ জমির গলদা মাছ ১৫০ হেঃ জমির বাগদা মাছের চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোন্তাকাট ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে	> সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের কারণে। > বায়ুমন্ডলে দতাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। > গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে। > বায়ু দুষণের কারণে। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে। > সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার কারণে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা না থাকার কারণে।	> মৎস্য অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র না থাকার কারণে। > ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অবহেলার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
আনুমানিক মোট ৫০ হেঃ জমির গলদা মাছ, ১২০ হেঃ জমির বাগদা মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৪০ হেঃ জমির গলদা মাছ, ৬০ হেঃ একর জমির বাগদা মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩০ হেঃ জমির গলদা মাছ, ৫৫ হেঃ জমির বাগদা মাছের ঘেরের বাঁধ ভেঙ্গে চিংড়ী মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া উপজেলাতে প্রায় ১০০০ জেলে পরিবার ঘুর্নিঝড়ের ফলে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।	> কল- কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। > ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে।	> কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৬২৫ গরু, ৩২৫০ ছাগল, ১৯৩ ভেড়া, ২৫৫ মহিষ, ৩ ঘোড়া, ৩৭০০ হাঁস, ৩৪৭৫ মুরগি, ৪৩৮৪ বন্য পশুপাখি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৭৫০ গরু, ১৫০০ ছাগল, ১০০০০ হাঁস, ১০০০০ মুরগি ২০০০ বন্য পশুপাখি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১৯০০ গরু, ৩২৭৫ ছাগল, ১২০ মহিষ, ১৭০০ হাঁস, ৩৫০০ মুরগি এবং সাউথথালী ইউনিয়নে মোট ২৭৫০ গরু, ৪৭৫০ ছাগল, ১০০ মহিষ, ৬৫০০ হাঁস, ৬৭৫০ মুরগি ও ৩২৫০ বন্য পশুপাখি ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	> অধিক পরিমানে গাছপালা না থাকায়। > জনগনের সচেতনতার অভাবে। > বাঁধের বৃক্ষ নিধনের কারণে।	> ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সময়মত না পাওয়া। > অপরিকল্পিতভাবে ঘের তৈরি করার কারণে।	> সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে। > পশুসম্পদ বিভাগের সজাগ দৃষ্টি না থাকায়।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৫০টি পিট পায়খানা, ৬০০টি কাঁচা, ৩০০ আধাপাকা পায়খানা ও ৩০টি পুকুরের পানি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৫০০টি কাঁচা, ৪০০ আধাপাকা পায়খানা ও ১৪২টি পুকুরের পানি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২০০টি পিট পায়খানা, ২৩০০টি কাঁচা, ২০০ আধাপাকা পায়খানা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৪৭৫ টি কাঁচা, ১০০ আধাপাকা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। এর ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবারের লোকই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।	> বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকায়। > সমুদ্রে নিম্নচাপের কারণে। > আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে।	> পায়খানা মজবুত না হওয়ায়। > গাছপালা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে। > গাছপালা নিধনের কারণে।	> সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি: ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৮০০০০ ফলদ গাছ ১০০০০০ বনজ গাছ এবং ৫৭৫ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ৩৫০০০ ফলদ গাছ ৬৫০০০ বনজ গাছ এবং ৬০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৬০০০ ফলদ গাছ ৪১০০০ বনজ গাছ এবং ১৮০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৫০০০০ ফলদ গাছ ৬৫০০০ বনজ গাছ এবং ২০০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে শরণখোলা উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > বায়ু দূষণের কারণে। > তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে। > গ্রিনহাউজ গ্যাসের ইফেক্টের কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে। > সামাজিক বনায়ন সম্পর্কে জনগন সচেতন নয়। > অবাধে বৃক্ষ নিধন করার কারণে। > ব্যক্তি উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন না করার কারণে।	> বন বিভাগের সু-দৃষ্টির প্রয়োজন। > সরকারিভাবে সামাটিক বনায়ন নির্মানের কোন পদক্ষেপ না থাকায় > এলাকায় বড় বড় গাছ না থাকায়।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে অবকাঠামোর উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩১০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৪৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৮০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪ টি মাদ্রাসা, ৩৫ টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ৬ টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১ টি হাসপাতাল, ১ টি স্বাস্থকেন্দ্র, ৬ টি কালভার্ট, ৩কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৩৭ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩২৫০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০০টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৮ টি মাদ্রাসা, ৫৫ টি মসজিদ, ৪ টি মন্দির, ১০ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৪০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ১২ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪৯৫০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩১৩ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ৭ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩০টি মসজিদ, ৫ টি মন্দির, ২৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৭ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪৬৭৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ১৩৬ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি, ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭ টি মাদ্রাসা, ৪০টি মসজিদ, ৪ টি মন্দির, ১৪কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৫ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। এতে করে উপজেলার ১৫২৯৮ টি পরিবার গৃহহীন হওয়াসহ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভবনা রয়েছে।	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। > পর্যাপ্ত পরিমানে বনজ গাছ না থাকার কারণে। > অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঁচা। > অধিকাংশ মানুষ দরীদ্র। > ঘরবাড়িগুলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি।	> সমুদ্র উপকুলে বসবাসের কারণে। > পরিবেশ দূষণের কারণে। > অতিরিক্ত খরার কারণে। > ঘরের খুটিগুলো মজবুত না হওয়ার কারণে। > দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কোন কার্যক্রম না থাকায়।	> বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ না করার কারণে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি না থাকার কারণে। > পর্যাপ্ত বনভূমি না থাকার কারণে। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক ঘরবাড়ি তৈরির বিধীমালার অভাব। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সু-দৃষ্টির অভাব।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ধানসাগর	> সমুদ্র উপকুলে নিম্নচাপের কারণে। > বায়ুমন্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার	> এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকার কারণে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৭% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ১৬% লোক ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা যেতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১% লোক অকালে মারা যেতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% লোক ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% লোক ডায়রিয়া, ২০% লোক আমাশয়, ৫% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস, ১৫% লোক ভাইরাসজনিত এবং ২০% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮০% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২% লোক অকালে মারা যেতে পারে। এতে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	কারণে। > গ্রীন হাউজ ইফেক্টের কারণে। > বায়ু দুষণের কারণে। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। > সাধারণ মানুষের অসচেতনতার কারনে।	> সামাজিক বনায়নের পরিল্পনা না থাকার কারণে। > কল- কারখানা ও পরিবহনের কালো ধোয়ার কারণে। > ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস না পাওয়ার কারণে। > অপর্যাপ্ত হাসপাতাল এবং ঔষথের অভাবের কারনে।	> কৃষি গবেষণা কেন্দ্র না থাকার কারণে। > ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অবহেলার কারণে। > কৃষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। > সরকারিভাবে আপদ ও ঝুঁকি ভিত্তিক নীতিমালার অভাব।
লবণাক্ততার কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ১১২ হেঃ জমির আমন, ১১৫ হেঃ জমির বোরো, ৭ হেঃ জমির পাট, ১৮ হেঃ জমির আলু, ১১২ হেঃ জমির রবিশস্য, ১১৬ হেঃ জমির খরিপশস্য, ১৯ হেঃ জমির আঁখ, ৫ হেঃ জমির পেঁপে, ৯ হেঃ জমির পান, ও ২ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ জমির মধ্যে ৪৫৫ হেঃ জমির আমন, ১৬২ হেঃ জমির বোরো, ৫০ হেঃ জমির আলু, ১১৬ হেঃ জমির রবিশস্য, ৭০ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৩৫ হেঃ জমির আঁখ, ১৮ হেঃ জমির পেঁপে, ২২ হেঃ জমির পান, ও ৫ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৭২০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ২৬৫ হেঃ জমির আমন, ১২৭ হেঃ জমির বোরো, ১২৫ হেঃ জমির রবিশস্য, ৫২ হেঃ জমির খরিপশস্য, ২১ হেঃ জমির আঁখ, ২ হেঃ জমির হলুদ, ১২ হেঃ জমির আম, ৩৫ হেঃ জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১০০ পরিবার	> সমুদ্র উপকুলে কৃষি জমি হওয়ার কারণে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করার কারণে। > নদীর লবণ পানি এলাকার খালগুলো দিয়ে সরাসরি জমিতে প্রবেশ করার কারণে। > লবণ সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থা না থাকার কারনে।	> জলোচ্ছাসের কারণে লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে। > নদীতে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে। > স্লুইসগেট ও মেইন গেট না থাকার কারণে। > লবণ পানি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > লবণ পানি ইচ্ছাকৃত ভাবে ধরে রাখাঁর কারণে। > নদী ও খালের সংযোগ স্থলে স্লুইসগেট না থাকার কারণে।	> সরকারিভাবে ফারাক্কা বাঁধ অপসারণের জন্য কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়। > এলাকার জনগন সচেতন নয়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৫ হেঃ জমির মধ্যে ৫০৭ হেঃ জমির আমন, ১৬২ হেঃ জমির বোরো, ১০২ হেঃ জমির রবিশস্য, ১ হেঃ জমির খরিপশস্য, ১৯ হেঃ জমির আঁখ, ৭ হেঃ জমির পেঁপে, ২১ হেঃ জমির পান, ও ১৩ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৩২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			
লবণাক্ততার কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ৮০ হেঃ জমির সাদা মাছ, ৯০ হেঃ একর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮১ হেঃ জমির সাদা ও গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির সাদা ও গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির সাদা মাছ, গলদা মাছ মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে।	> অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চিংড়ীর চাষ করার কারণে। > লবণ পানি ইচ্ছাকৃতভাবে বদ্ধ করে রাখাঁর কারণে। > মাটিতে অতিরিক্ত লবনের কারণে। > মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারনে।	> নদী ও খালের পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। > নদী ও খালগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমানে স্লুইসগেট না থাকার কারণে। > স্লুইচগেটের মুখগুলো পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। > সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে।	> মৎস্য অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র না থাকার কারণে। > স্বার্থলোভী মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারণে। > এনজিও ও দাতা গোষ্টির সু-দৃষ্টি না থাকায়।
লবণাক্ততার কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি: লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৭৫০ ফলদ গাছ ১০২৫ বনজ গাছ এবং ৮০৫ ঔষধি গাছ সহ ৭ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৫৫০০ ফলদ গাছ ৫০০০ বনজ গাছ এবং ২৫০০ ঔষধি গাছ সহ চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৬৬৫০ ফলদ গাছ ২৬২৫ বনজ গাছ এবং ১০০০ ঔষধি গাছ ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১২০০০ ফলদ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ৩৫০০ ঔষধি গাছ সহ ১০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> অপরিকল্পিত ভবে ঘের করার কারণে। > নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারেণ। > নদীতে স্লুইসগেট না থাকার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > লবণ পানি প্রবেশ বন্ধ না করায়	> গাছের গোড়ায় লবণ পানি জমে থাকার কারণে। > এলাকায় ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। > জলোচ্ছাসের লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। > নদীতে জোয়ারের পানি বেশি হওয়ার কারণে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়।
লবণাক্ততার কারনে পশুসম্পদে সম্ভাব্য ক্ষতি: লবণাক্ততার ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। লবণাক্ততারকারণে	> লবণ সহিষ্ণু চারণভুমি না থাকার কারনে।	> এলাকায় ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকার কারণে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩২৫ গরু, ৫৫০ ছাগল, ১৭০ ভেড়া, ৯৩ মহিষের এবং খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ১০০ গরু, ১০০০ ছাগলের, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৯০০ গরু, ২২৭৫ ছাগল, ১২০ মহিষ এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৭৫০ গরু, ৩৭৫০ ছাগল, ১০০ মহিষরে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে।	> অপরিকল্পিত ভবে লবণ পানির ঘের করার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	> জলোচ্ছাসের লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করে বদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। > স্লুইসগেট ও মেইনগেট না থাকার কারণে। > নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়া	> দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকায়।
লবণাক্ততার কারনে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি: লবণাক্ততার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% লোক ডায়রিয়া, ১৩% লোক আমাশয় এবং ১৬% চর্মরোগে আক্রান্ত, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ১০% চর্মরোগে আক্রান্ত, সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% লোক ডায়রিয়া, ২০% লোক এবং ২০% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে।	> অসচেতনতার কারনে। > লবণ পানির আধিক্য এবং খাবার পানির সংকটের কারণে। > অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার করনে।	> নদীতে ভেড়িবাঁধ না থাকা > নদীর লবণ পানি এলাকায় প্রবেশ করার কারণে। > এলাকায় লবণ পানির ঘের করা > পানি নিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে। >বসতি এলাকা নিম্ন ভূমিতে হওয়ার কারণে।	> স্বার্থপর ও লোভী মৎস্য চাষীদের অসচেতনতার কারণে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক পদক্ষেপ না থাকায়। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতা না থাকার কারণে। > সরকারী ডাক্তারদের সুদৃষ্টির অভাব।
লবণাক্ততার কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ধানসাগর ইউনিয়নের মোট ৩ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৫ টি পাকা পায়খানা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নের মোট ৮টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৪ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২২৫ টি কাঁচা, ১৫ আধাপাকা, ৪২ পাকা পায়খানা, রায়েন্দা ইউনিয়নের মোট ৫ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৬৭ টি কাঁচা, ৩ আধাপাকা, ৮ পাকা পায়খানা, সাউথখালী ইউনিয়নের মোট ৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৯৬৬ টি কাঁচা, ৩৭ পাকা পায়খানা, সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। ফলে ইউনিয়নগুলোর প্রতিটি পরিবারের লোকই পানিবাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।	> সুপেয় পানির উৎসের অভাব। >এলাকায় সর্বদা লবণ বিরাজ করায়। > এলাকা নিচু এবং লবণ পানি বদ্ধ থাকার কারণে। > স্থানীয় জনগনের অসচেতনতার কারনে।	> নদীর পাশে ভেড়িবাঁধ না থাকায়। > স্লুইচগেটের ব্যবস্থা না থাকায়। > লবণ পানি নিষ্কাশনের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে লবণ পানির ঘের করার কারণে।	> সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।
বন্যার কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৮৪ হেঃ জমির আমন,২৫ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৯ হেঃ জমির পেঁপে, ১৪ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৯৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ১২০৫ হেঃ জমির আমন, ২৫৪ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৮০ হেঃ জমির আঁখ, ২৮ হেঃ জমির পেঁপে, ২১ হেঃ জমির পান ও ৫২ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩১০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও	> দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারনে। > বন্যার সতর্কবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে। > হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে ফসলের জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মাছ চাষ করার কারণে।	> সরকারিভাবে খালগুলো ইজারা দেওয়ার কারণে। > খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। > বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা না থাকা। > পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে।	> সরকারিভাবে খাল ও নদী পুনঃ খননের কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। > ভারতের সাথে ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায়।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮০২ হেঃ জমির আমন, ১৫২ হেঃ জমির খরিপশস্য, ২১ হেঃ জমির আঁখ, ১০ হেঃ জমির পেঁপে, ৮ হেঃ জমির পান ও ৩০ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ২৪০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ১২৫৫ হেঃ জমির আমন, ১৪২ জমির খরিপশস্য, ১৮ হেঃ জমির আঁখ, ৯ হেঃ জমির পেঁপে, ১৭ হেঃ জমির পান ও ৫ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৩৭২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	>আপদ সহিষ্ণু কৃষি ব্যবস্থা না থাকার কারনে।	> গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে।	
বন্যার কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ৮০ হেঃ জমির সাদা মাছ, ৯০ হেঃ জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৭০ হেঃ জমির মধ্যে ৮১ হেঃ জমির সাদা ও গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২১০ হেঃ জমির মধ্যে ৬০ হেঃ জমির সাদা ও গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছ বিলুপ্ত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৭৫ হেঃ জমির মধ্যে ৩৫ হেঃ জমির সাদা মাছ, গলদা মাছ মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছ বিলুপ্ত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।	> ঘেরের পাড় উচু এবং মজবুত না থাকার কারনে। >বন্যার সময় মাছ রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তি না থাকার করেন। > বন্যার সতর্কবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে। >এলাকা নীচু হওয়ার কারণে। > নদীভরাট হয়ে যাবার কারনে।	> ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > স্লুইসগেট অকার্যকর হওয়ায়। >মৎস্য সমিতি সক্রিয় না থাকার কারনে।	> নদীভরাট হওয়ার কারণে। > মৎস্য এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সুদৃষ্টির অভাব।
বন্যার কারনে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি: শরণখোলা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% ডায়রিয়া, ৮% আমাশয়, ৩% টাইফয়েড, ৩% জন্ডিস, ১০% ভাইরাসজনিত এবং ১০% চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২% লোক	> স্বাস্থ্য বিষয়ে অসচেতনতার কারনে। >পর্যাপ্ত ঔষধ না থাকার কারনে। > অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার	> বাধ্যতামুলক লবণ পানি পান করার কারণে। > নদীতে ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে।	> সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের কোন তদারকি না থাকার কারণে। > উন্নতমানের কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
অকালে মারা যেতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ১% লোক অকালে মারা যেতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৭% লোক ডায়রিয়া, ৯% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ২০% লোক ভাইরাসজনিত এবং ১৮% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২% লোক অকালে মারা যেতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ৬% লোক ডায়রিয়া, ৩% লোক আমাশয়, ৫% লোক টাইফয়েড, ২% লোক ভাইরাসজনিত এবং ১০% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২৬% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২% লোক অকালে মারা যেতে পারে। এতে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	কারণে। > এলাকা লবণ পানিতে আবদ্ধ থাকার কারণে।	> পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > নদী ও খালগুলোতে স্লুইসগেট না থাকার কারণে। > পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা না পাওয়ার কারণে।	না থাকার কারণে।
বন্যার কারনে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি :বন্যার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১৪২৫ গরু, ২০৫০ ছাগল, ৪৫০ ভেড়া, ৩৩০ মহিষ, ২৭২৫ হাঁস, ৭৩০০ মুরগি, ৩৫১৭ বন্য পশুপাখি, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৬৫০ গরু, ১০০০ ছাগল, ৫০ মহিষ, ৫০০০ হাঁস, ৬৫০০ মুরগি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৮৭৫ গরু, ১৭২৫ ছাগল, ১৮৭৫০ হাঁস, ২৫০০০ মুরগি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৭৫০ গরু, ২৯২৫ ছাগল, ৭০ মহিষ, ১১৫০০ হাঁস ও ১৪৬৬৬ মুরগি বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	> বসত বাড়ীতে পশু আশ্রয় ঘির নিচু হওয়ার কারনে। > পশুপাখিদের জন্য বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র না থাকার কারনে। > পর্যাপ্ত পশু চিকিৎসক ওঔষধ না থাকার কারনে। > বন্যার পানি অপসারনের সুব্যবস্থা না থাকার কারনে।	> অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার কারণে। > খালখনন না করার কারণে। > নদী ও খালের গভীরতা না থাকার কারণে। > সরকারি খালগুলোতে বে-আইনীভাবে বাঁধ দেওয়ার কারণে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > ফারাক্কা বাঁধ দেওয়ার করনে। > নদীর স্রোত না থাকায়। > সরকারিভাবে পদক্ষেপ না নেওয়ায়। >পশুসম্পত অফিসের সুদৃষ্টির অভাব।
বন্যার কারনে অবকাঠামোর (ঘরবাড়ি) উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: শরনখোলা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৫০০ টি ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ১৫০০ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ২৫ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ২০ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২২০০টি কাঁচা ঘরবাড়ির মধ্যে প্রায় ১৮০০ টি ঘরবাড়ি, ৬ কিঃমিঃ পাকা রাস্তা, ৪০ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ২০ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৮২৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ির মধ্যে ২৩০০ টি ঘরবাড়ি, ২৬ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা, ৬ কিঃমিঃ আধাপাকা রাস্তা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ২৭০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ির মধ্যে ২৪০০ টি ঘরবাড়ি, ১৩ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	> ঘরবাড়ী বন্যা সহনশিল না থাকার কারনে। > এলাকা নিচু এবং জলাবদ্ধ হওয়ার কারনে। > মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকার কারনে। > মানুষের সচেতনতার অভাব।	> খালের গভীরতা কম থাকার কারণে। > নদীতে পলি জমার কারণে। >খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায়। > স্লুইসগেট না থাকায়।	> সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। > ইউনিয়ন পরিষদের সুদৃষ্টির অভাব।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
বন্যার কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: বন্যার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ১০ টি শ্যালো টিউবওয়েল, ৬ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৪০০টি কাঁচা, পায়খানা, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৫ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৬০০টি কাঁচা, ৪০০ আধাপাকা, ৫০ পাঁকা পায়খানা, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ১২টি সংরক্ষিত পুকুর, ১২০০টি কাঁচা, ১২০০ আধাপাকা, ১০০ পাঁকা পায়খানা এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩৮ টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৯৫০টি কাঁচা, ৫০ আধাপাকা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বিনষ্ট হতে পারে। এর ফলে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকই পানিবাহিত রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।	> সুপেয় পানির অভাব। > বেশিরভাগ পায়খানা কাঁচা এবং নিচু > জনসচেতনতার অভাব	> নদীতে পলি জমার কারণে। > খালের গভীরতা কম থাকার কারণে। >খাল খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায়। >কালভার্ট ও স্লুইসগেট না থাকার কারণে। > পর্যাপ্ত ভেড়িবাঁধ না থাকার কারনে।	> সরকারিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
চিংড়ীতে ভাইরাসের কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: চিংড়ী ভাইরাসের কারণে শরণখোলা উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নের ছোট-বড় ৫২০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৩৮৫ হেঃ জমির মধ্যে ৯০ হেঃ একর জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ৩০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নের ছোট-বড় ৩১৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৮১ হেঃ জমির বাগদা ও ১২০ হেঃ জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্ত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৭০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রায়েন্দা ইউনিয়নের ছোট-বড় ২৬৫ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ৬০ হেঃ জমির বাগদা ও ৯০ হেঃ জমির গলদা মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২৫০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সাউথখালী ইউনিয়নের ছোট-বড় ১৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ২৫ হেঃ জমির বাগদা মাছ ও ৪০ হেঃ জমির গলদা মাছ মাছ চাষ ব্যাহত হতে পারে। যার ফলে ইউনিয়নের ২০০ টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা রয়েছে।	> ভাইরাস সম্পর্কে সাধারণ মানুষ সচেতন নয়। > ভাইরাস লাগার সাথে সাথে সনাক্ত করতে না পারা। > অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে। > পানি দূষিত হওয়ার কারণে। > লবণ পানি দীর্ঘ সময় বদ্ধ করে রাখাঁর কারণে। > অপরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষ করার কারণে।	> মাটি দূষিত হওয়ার কারণে। > রেনু পোনার ভাইরাস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করার কারণে। > মাটির খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > ঘেরের পানি শুকানোর ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	> খাদ্য অধিদপ্তরের সঠিক পদক্ষেপ না থাকায়। > এলাকায় ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র না থাকায়। > মাছের অপরিপক্ক ডিম থেকে পোনা উৎপাদন করে বাজারজাত করার কারণে। > সরকারি সহযোগীতার অভাব।
নদীভাঙ্গানের কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: নদীভাঙ্গানের কারণে শরণখোলা উপজেলার খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩২ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৩৫০ হেঃ জমির আমন, ৪১ হেঃ জমির খরিপশস্য, ২০ হেঃ জমির আঁখ, ১০ হেঃ জমির পেঁপে ও ২ হেঃ জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে	> নদীর পাশে পর্যাপ্ত ভেড়িবাঁধ না থাকার কারনে। >ভেড়িবাঁধগুলো দুর্বল হওয়ায়। > নদীতে পানির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায়।	> নদীর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায়। > পলী পড়ে নদীর গভীরতা কমে যাওয়ায়। > কৃষকদের সচেতনতার অভাব।	> পানি উন্নয়ন বোর্ড ও দাতা গোষ্টির সহযোগীতার অভাব। > নদীভাঙ্গন রোধে সরকারিভাবে কোন উদ্যোগ না

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
পারে। যার ফলে ১৩০০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৬১৮ হেঃ জমির আমন, ২০২ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৩০ হেঃ জমির আঁখ, ৮ হেঃ জমির পেঁপে, ৮০ হেঃ মসলা জাতীয় ফসল, ১০ হেঃ জমির পান ও ৮ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৬২৫ পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৫১৩ হেঃ জমির আমন, ৮১ হেঃ জমির খরিপশস্য, ১২ হেঃ জমির আঁখ, ৯ হেঃ জমির পেঁপে, ১৩ হেঃ জমির পান ও ৭ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৮৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> নদীর পাশে পর্যাপ্ত পরিমানে গাছপালা না থাকায়।		থাকার কারণে।
অতিবৃষ্টির কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: অতিবৃষ্টির কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ১৬১ হেঃ জমির আমন, ৭ হেঃ জমির পেঁপে, ১৮ হেঃ জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৩৭০ হেঃ জমির আমন, ২৫ হেঃ জমির পেঁপে, ১৮ হেঃ জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১০৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ১৬৫ হেঃ জমির আমন, ১০৮ হেঃ জমির খরিপশস্য, ১৫ হেঃ জমির পেঁপে, ৭ হেঃ জমির পান ও ৭ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৩ হেঃ জমির মধ্যে ১২৪ হেঃ জমির আমন, ২৫০ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৪ হেঃ জমির পেঁপে, ও ১ একর জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৪৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। > অতিবৃষ্টির সতর্কবার্তা সময়মত না পৌঁছানোর কারণে। > হঠাৎ বৃষ্টির পানিতে ফসলের জমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে।	> সরকারিভাবে খালগুলো ইজারা দেওয়ার কারণে। > খালগুলি ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে। > বন্যা পরবর্তী করনীয় সম্পর্কে ধারনা না থাকা। > পলি পড়ে এলাকার নদী ও খালের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে। > গাছপালা কমে যাওয়ার কারণে।	> সরকারিভাবে খাল ও নদী পূনঃখননের কোন উদ্যোগ না থাকার কারণে। > ভারতের সাথে ফারাক্কা পানি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায়।
অতিবৃষ্টির কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৫৭৫ গরু, ৭৫০ ছাগল, ৭০ ভেড়া, ১৩৫ মহিষ, ২ ঘোড়া, ৫৫০০ হাঁস, ২৭৫ মুরগি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৪৩৭ গরু, ৭৮৭ ছাগল, ৩১২৫ হাঁস, ৩৯২৫ মুরগি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩০০গরু, ১২০০ ছাগল, ৫০ মহিষ, ২২৫০ হাঁস ও ৩৮৭৫ মুরগি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	> এলাকার জমি নীচু হওয়ার কারণে। > আপদ সহনশিল পশুর ঘর না থাকার কারনে। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া > অসচেতনতার কারনে।	> ভেড়িবাঁধ না থাকার কারণে। > পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে। > স্লুইসগেট অকার্যকর হওয়ায়। > নদীভরাট হওয়ার কারণে।	> পশুসম্পদ অফিসের সুদৃষ্টির অভাব। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টির অভাব।
অনাবৃষ্টির (খরা) কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি: খরার কারণে শরণখোলা	> আপদ সহনশিল কৃষি ব্যবস্থা না	> গভীর নলকূপ স্থাপন না করার	> বন বিভাগের সু-দৃষ্টি না

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
উপজেলা ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ২৪৯০ হেঃ জমির মধ্যে ১১৬ হেঃ জমির আমন, ৬ হেঃ জমির পাট, ৬২ হেঃ জমির খরিপশস্য, ১ হেঃ জমির আঁখ, ২০ হেঃ জমির পেঁপে, ২ হেঃ জমির পান ও ১ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১২৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭৩৩ হেঃ জমির মধ্যে ৪৯৫ হেঃ জমির আমন, ৫১ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৮ হেঃ জমির আঁখ, ৫ হেঃ জমির পান চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১৫৫০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৪৭০ হেঃ জমির মধ্যে ২৩০ হেঃ জমির আমন, ৬৯ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৮ হেঃ জমির আঁখ, ২ হেঃ জমির পেঁপে, ৮ হেঃ জমির পান ও ২ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ৭৮০ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ১৯৪৪ হেঃ জমির মধ্যে ২৬০ হেঃ জমির আমন, ৪০ হেঃ জমির খরিপশস্য, ৪ হেঃ জমির আঁখ, ১ হেঃ জমির পেঁপে, ১ হেঃ জমির পান ও ২ হেঃ জমির পেয়ারা চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে ১১৭৫ পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	থাকার কারনে। > পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থা না থাকার কারনে। > আবহাওয়া পরিবর্তণ হওয়ার কারণে। > সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে।	কারণে। > পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকার কারণে। > নদী এবয় খাল ভরাট হয়ে যাবার কারনে। > লবণ পানি বৃদ্ধির কারনে।	থাকার কারণে। > স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।
খরার কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি: খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৫৩০০ ফলদ গাছ ৪০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৩০০০ ফলদ গাছ ও ৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ২৫০০ ফলদ গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে ২০০০ ফলদ গাছ, ৩০০০ বনজ গাছ, ১৫০০ ঔষধি গাছের ক্ষতি হতে পারে। এতে করে উপজেলার প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	> আবহাওয়া পরিবর্তণ হওয়ার কারণে। > সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে। > পর্যাপ্ত খরা সহিষ্ণু গাছপালা না থাকার কারণে।	> গভীর নলকূপ স্থাপন না করার কারণে। > নদী এবং খাল ভরাট হয়ে যাবার কারনে। > লবণ পানি বৃদ্ধির কারনে।	> বন বিভাগের সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে।
অনাবৃষ্টিখরার/ কারনে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি: খরার কারণে শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৩৫৪৬৭ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ৫% লোক টাইফয়েড, ৫% লোক জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ২৭০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৪% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ১% লোক জন্ডিস এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক অকালে মারা যেতে পারে। রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৫৫৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয়,	> আবহাওয়া পরিবর্তণ হওয়ার কারণে। > সময়মত বৃষ্টি না হওয়ার কারণে। > পর্যাপ্ত গাছপালা না থাকার কারণে। > সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব।	> স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন না হওয়ার কারণে। > সুপেয় পানির অভাব। > গভীর নলকূপ স্থাপন না করার কারণে। > পর্যাপ্ত সংখ্যক হাসপাতাল এবং ঔষধ না থাকার কারনে।	> স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশলীর সু-দৃষ্টি না থাকার কারণে। > উন্নতমানের হাসপাতাল না থাকার কারনে।

ঝুঁকির বিবরণ	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মধ্যবর্তী	চূড়ান্ত
১% লোক টাইফয়েড, ১০% লোক জন্ডিস, ৩% চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৩১৫৫০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% লোক ডায়রিয়া, ২০% লোক জন্ডিস আক্রান্ত হতে পারে। যার ফলে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩৫% লোক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২% লোক অকালে মারা যেতে পারে। এতে উপজেলার প্রায় প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।			
অনাবৃষ্টি / খরার পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি: খরার কারণে ধানসাগর ইউনিয়নে মোট ৬৫০ গরু, ৮০০ ছাগল, ২৬০ ভেড়া, ৫৮ মহিষ, খোন্তাকাটা ইউনিয়নে মোট ৬৫০ গরু, ১০০০ ছাগল, ৫০ মহিষ, ৫০০০ হাঁস, ৬৫০০ মুরগি, রায়েন্দা ইউনিয়নে মোট ৩৩৭ গরু, ৫৮৭ ছাগল, ২১২৫ হাঁস, ২৯২৫ মুরগি এবং সাউথখালী ইউনিয়নে মোট ৪০০ গরু, ১০০০ ছাগল, ৫০ মহিষ, ২২৫০ হাঁস ও ৩৮৭৫ মুরগির খাদ্যাভাব ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।	> অধিক পরিমানে গাছপালা না থাকায়। > প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণে। > মানুষের অসচেতনতার কারনে	> সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে। > পর্যাপ্ত সংখ্যক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার কারনে।	> জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। > উন্নত মানের পশু চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকার কারনে।

৩.২ ঝুঁকির নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> সঠিক সময়ে আবহাওয়া বার্তা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে হবে। > ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত পাওয়া মাত্র ফসল কেটে ও মাড়াই করে ফেলতে হবে। > আবহাওয়া বার্তার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। > বীজ ধান নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করে ফেলতে হবে। > আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জী দেখে আবাদ করতে হবে।	> জনসংখ্যা অনুপাতে বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে > আবহাওয়া বার্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন রেডিও-টেলিভিশনে প্রচার ব্যবস্থা সচল রাখতে হবে এবং এর পাশাপাশি এলাকায় মাইকিং এর আয়োজন করে প্রচারমূলক ব্যবস্থা চালু করতে হবে। >বাড়ির সামনে বড় দুর্বল গাছপালা কেটে ফেলতে হবে।	> বন বিভাগের গাছপালা বৃদ্ধির জন্য সরকারি উদ্যোগে বন বিভাগের গাছপারা লাগাতে হবে। > সরকারিভাবে বনায়ন কর্মসূচি চালু করতে হবে। < ইউজেডডিএমসি এবং ইউডিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> সময়মত আবহাওয়া বার্তা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে হবে। > ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের পরবর্তী মুহূর্তে পানি নিষ্কাশনের জন্য সু-ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। > আবহাওয়া বার্তা পাওয়া মাত্র মাছ ধরে ফেলতে হবে। > ঘের গুলোর ভেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুতভাবে করতে হবে। > গরীব জেলেদের জন্য নৌকা ও মাছমারা জাল সরবরাহ করতে হবে।	> ঘেরগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে। > খাল গুলো খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। > “বলেশ্বর” নদীর বাঁধটি উঁচু ও চওড়াভাবে করতে হবে। > বলেশ্বর নদীর চরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গাছপালা লাগাতে হবে। > মৎস্য চাষীদের জন্য বিনা সুদে ঋনের ব্যবস্থা করতে হবে।	> বাঁধ নির্মানে সরকার ও দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টি- থাকতে হবে। > মৎস্য চাষীদের জন্য সরকারিভাবে বিনাসুদে ঋনের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউজেডডিএমসি এবং < ইউডিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> বাগানের বড় বড় গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে। > গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে গোড়া বেধে দিতে হবে। > পর্যাপ্ত পরিমানে স্থানীয় বনায়ন ব্যবস্থা করতে হবে।	> বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগাতে হবে। > গাছপালার গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। > সুন্দরবন রক্ষার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে হবে।	> সরকারি উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। > সরকারিভাবে নার্সারী স্থাপন করতে হবে। > সরকারি উদ্যোগে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল গাছপালা লাগাতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি	> দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ সামুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। > নলকুপের মুখ ভাল ভাবে কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে। >ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমান ঔষুধ সংরক্ষণ করতে হবে। > প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	> প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪ টি করে সংরক্ষিত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। > সরকারি পুকুর গুলো লিজ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলোতে কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। > ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩ টি করে পিএসএফ স্থাপন করতে হবে এবং ৫০ টি বাড়ি	> দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ সামুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
	> শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধিদের সব ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইউনিয়ন ভিত্তিক <সরকারিভাবে কবরস্থান নির্মাণ করা	অন্তর ১ টি করে আর.ডব্লিউ.এইচ (RWH) ব্যবস্থা করতে হবে। > দুর্যোগের সময় স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে ভাল প্রশিক্ষক কে দিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।	
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> কাঁচা পায়খানা পাকা করতে হবে। > এলাকার গরীব সাধারণ মানুষদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে।	> বাড়িগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে। > বসতবাড়ির পাশে পরিকল্পিতভাবে গাছপালা লাগাতে হবে। > ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘরবাড়ি সাথে পায়খানা তৈরি করতে হবে। > জনগোষ্টি ভিত্তিক পায়খানা স্থাপন করতে হবে। > আবহাওয়া বার্তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	> স্বেচ্ছাসেবক কর্মীদের তাদের দায়ীত্ব সম্পর্কে সচেতনতা দৃদ্ধি করতে হবে। > সরকারি ভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ টি করে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল ঘর তৈরি করতে হবে যা দেখে ঐ এলাকার মানুষ ঐ মডেলের ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে অবকাঠামোর উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> সাইক্লোন সহনশীল বাড়ি নির্মাণ করতে হবে। > ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ করার লক্ষে বাড়ির চার পাশে মধ্যম সাইজের বনায়ন নির্মাণ করতে হবে। > প্রতিষ্ঠানগুলো পাকা করতে হবে। > প্রতিষ্ঠান গুলির মাঠ ভরাট করতে হবে > ঘুর্নিঝড় ও জলোচ্ছাসের পরবর্তী মুহূর্তে পানি নিষ্কাশনের জন্য সু-ব্যবস্থা করতে হবে > প্রতিষ্ঠানের পাশের গাছপালা কেটে ফেলতে হবে। > মন্দির ও মসজিদের মাঠ ভরাট করতে হবে > রাস্তাগুলো পাকা, ভরাট ও উঁচু করতে হবে-	> বলেশ্বর নদীর তীরে বাঁধ দিতে হবে। > প্রতিষ্ঠানের পাশে পরিকল্পিতভাবে গাছপালা লাগাতে হবে। > কালভার্ট নির্মাণ করতে হবে > খালগুলো খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। > এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করতে হবে। > ওয়ার্ড ভিত্তিক ১৫০০ জনের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩ টি করে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে। > আশ্রয়কেন্দ্রে প্রতিবন্দিদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে।	> প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণর ব্যাপারে সরকারের সুদৃষ্টি-থাকতে হবে। > অবকাঠামো তৈরির বিধীমালা বাস্তবায়নে সরকারকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। > সরকারিভাবে খালগুলো খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। > সরকার ও দাতা গোষ্টি সু-দৃষ্টি স্থাপন করতে হবে। ইউজেডডিএমসি এবং < ইউডিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
ঘূর্ণিঝড়ের কারনে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> সময়মত আবহাওয়া বার্তা গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছাতে হবে। > পশুদের আবাসস্থল পাকা ও মজবুত করতে হবে। > ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে গোয়াল ঘরের দরজা খুলে দিতে হবে এবং গলার দড়ি খুলে দিয়ে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। >বিকল্প জীবিকায়ন (হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) সৃষ্টি করা।	> গোয়াল ঘরগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি করতে হবে। > গোয়াল ঘরের পাশে পরিকল্পিতভাবে গাছপালা লাগাতে হবে। > স্বেচ্ছাসেবক কার্মীদের সঠিকভাবে দায়ীত্ব পালনে সচেতন হতে হবে।	> ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে পশুদের নিরাপদ স্থানে রাখাঁর জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ করতে হবে। > পশু পালনের জন্য সরকারি উদ্যোগে ঋনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
লবণাক্ততার কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> লবণাক্ততা সহনশীল ফসল উৎপাদন করতে হবে। >কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। > কৃষি জমিতে লবণ পানি প্রবেশ না করার জন্য নদীতে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > লবণ সহনশীল ফলদ গাছের বাগান নির্মাণ করতে হবে। > স্থানীয় ফলদ গাছের চারার সাথে উন্নত জাতের ফলের গ্রাফটিং করা।	> স্লুইচগেট নির্মাণ করতে হবে। > রায়েন্দা ইউনিয়ন ও সাউথখালী ইউনিয়নের মাঝামাঝি বলেশ্বর নদীর তীরে ২০ ফুট উঁচু ও ৬০/৩০ ফুট চওড়া করে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > মাটির গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য মাটিতে লবণ পানি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। > খাল গুলোতে মিষ্টি পানি ধরে রাখাঁর জন্য খালগুলো খনন করতে হবে। >পরিকল্পনা অনুযায়ী চিংড়ী ও মাছের ঘের নির্মাণ করা।	> কৃষি জমিতে লবণ পানি প্রবেশ না করার জন্য নদীর তীরে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ইউজেডডিএমসি এবং < ইউডিএমসির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
লবণাক্ততার কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> এলাকায় লবণ পানি প্রবেশ বন্ধ করতে হবে এবং লবণ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থা করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল গাছপালা লাগাতে হবে। >কলমের মাধ্যমে স্থানীয় ফলদ গাছের উন্নতজাত বৃদ্ধি করতে হবে।	> খালগুলোতে স্লুইসগেট স্থাপন করতে হবে। > বলেশ্বর নদীতে ভেড়িবাঁধটি উঁচু ও মজবুতভাবে নির্মাণ করতে হবে। > মাটির গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।	> প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে বন বিভাগের গাছপালা বৃদ্ধি করনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হাতে নিতে হবে। > সরকার ও দাতা গোষ্টির সু-দৃষ্টি থাকতে হবে।
লবণাক্ততার কারনে পশুসম্পদে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পশু পালনকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > পশুপালনের উপর চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে। > খাস জমিতে গবাদিপশুর ঘাস লাগাতে হবে। >আপদ সহনশীল গবাদিপশু পালন করতে হবে।	> পরিকল্পিতভাবে সাদা মাছের চাষ করতে হবে। > ইউনিয়নের ভেড়িবাঁধ শক্ত, মজবুত ও উঁচু করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল ঘাসের সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। > নদী ও খালগুলো পুন খনন করতে হবে।	> উপজেরা পশুসম্পদ অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি- দিতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচেতন হতে হবে। > সরকারিভাবে লবণাক্ততা সহনশীল ঘাসের উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে।
লবণাক্ততার কারনে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি	> দূষিত পানি পান না করার ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > গভীর নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। > পি এস এফ এবং রেইন ওয়াটার হারভেষ্টার প্লান্ট স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রতিটি ওয়ার্ডে ৪ টি করে সংরক্ষিত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলো পরিকল্পিতভাবে উঁচু জায়গায় স্থাপন করতে হবে।	> সংরক্ষিত পুকুরগুলো যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারি পুকুরগুলো লিজ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলোতে কোন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। > ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩ টি করে রেইন ওয়াটার হারভেষ্টার প্লান্ট স্থাপন করতে হবে এবং ৫০টি বাড়ি অন্তর ১ টি করে পিএসএফ এর ব্যবস্থা করতে হবে।	> সরকারিভাবে সংরক্ষিত পুকুরগুলো যথাযথ ভাবে রক্ষনারেক্ষনের ব্যবস্থা কতে হবে। > উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি- থাকতে হবে। > দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
লবণাক্ততার কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> জমিতে লবণ পানি প্রবেশ না করার জন্য ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল মাছ উৎপাদন করতে হবে। >মৎস্য চাষীদের সচেনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > মৎস্য চাষের উপর চাষীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। > মাছ চাষের সাথে শস্য চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।	> অত্র ইউনিয়নের ভেড়িবাঁধ শক্ত, মজবুত ও উঁচু করা। > রায়েন্দা ইউনিয়ন ও সাউথখালী ইউনিয়নের মাঝামাঝি বলেশ্বর নদীর তীরে ২০ ফুট উঁচু ও ৬০/৩০ ফুট চওড়া করে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > স্লুইচগেট নির্মাণে এবং মেরামত করতে হবে। > খাল গুলোতে মিষ্টি পানি ধরে রাখাঁর জন্য খালগুলো খনন করতে হবে। > লবণাক্ততা সহনশীল মাছের পোনা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।	> ভেড়িবাঁধ ও স্লুইসগেট স্থাপনে সরকারের সুদৃষ্টি- থাকতে হবে। > মৎস্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি- থাকতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচেতন হতে হবে। > সরকারিভাবে লবণাক্ততা সহনশীল মাছের পোনা উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে। > স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।
লবণাক্ততার কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> এলাকায় মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করতে হবে। > রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টর (ঘরের ছাদের সাথে পাইপ সংযুক্ত প্লাসটিক ট্যাংক) ব্যবহার করা। > পি এসিএফ স্থাপন করতে হবে এবং খাবার পানির পুকুর খনন করতে হবে। >গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে।	> সরকারিভাবে স্লুইসগেট ও মেইনগেট নির্মাণ করতে হবে। > আলোচনা সাপেক্ষে মৎস্য চাষীদের ঘেরের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারিভাবে মিষ্টি পানির ব্যবস্থা করতে হবে। > নদীর পাশে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।	> ঘেরের মালিকদের সচেতন করতে হবে। > উন্নতমানের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ও নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা করতে হবে।
চিংড়ীতে ভাইরাসের কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সনাক্ত করতে হবে। > ঘেরগুলো থেকে পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা- করতে হবে। > ভাইরাস চিহ্নিকরণ সম্পর্কে মৎস্য চাষীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। > ভাইরাস মুক্ত পোনা সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। > মৎস্য চাষীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	> বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করতে হবে। > পানি নিষ্কাশনের জন্য সুব্যবস্থা- করতে হবে > পরিকল্পিতভাবে ঘের হলো নির্মাণ করতে হবে। > মৎস্য চাষীদের জন্য বিনা সূদে ঋনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। > পরিকল্পিত ভাবে চিংড়ী চাষ করতে হবে। > স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিগুন সম্পন্ন মাছের খাদ্যের কারখানা নির্মাণ করতে হবে।	> উপজেলা মৎস্য দপ্তরের সু-দৃষ্টি থাকতে হবে। > মৎস্য চাষীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। > ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যে মৎস্য চাষীদের মাঝে ঔষধ সরবরাহ করতে হবে। > স্থানীয় পর্যায়ে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।
বন্যার কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> আবহাওয়ার পূর্বাভাস সঠিক সময়ে গ্রাম থেকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। > বন্যা পরর্তী মুহূর্তে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা- করতে হবে। > বন্যা সহনশীল কৃষি। > কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	> বলেশ্বর নদীর তীরে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। > ভেড়িবাঁধ গুলো মেরামত করতে হবে এবং দুই পাশ দিয়ে লম্বা শিকড় বহুল গাছ লাগাতে হবে। > খাল গুলোর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। >স্লুইচগেট নির্মাণ ও মেরামত করতে	> সংশ্লিষ্ট কৃষি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কাজ করার জন্য সহায্যের হাত বাড়াতে হবে। > পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে পানি বন্টন চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। > দাতা গোষ্টির সুদৃষ্টি- থাকতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
	> বন্যা সতর্ক সংকেত পাওয়া মাত্র ৮০% পাকা ফসল কেটে ফেলতে হবে। > বন্যা এবং লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি তেরী করতে হবে। > ঝুঁকির দিনপঞ্জি দেখে ফসল চাষ করতে হবে।	হবে। > নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য নদী খনন করতে হবে।	
বন্যার কারনে পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> সময়মত আবহাওয়া বার্তা পৌঁছাতে হবে। > পশুদের আবাস স্থল পাকা ও উঁচু করতে হবে। > বন্যার পরবর্তী মুহূর্তে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা- করতে হবে। >বিকল্প জীবিকা (হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী) সৃষ্টি করা।	> D.M.C ও C.P.P কার্মীদের দায়ীত্ব পালনে সচেতন হতে হবে। > বলেশ্বর নদীর ভেড়িবাঁধ শক্ত ও মজবুতভাবে তৈরি করতে হবে। > পশুর আবাসস্থল পরিকল্পিতভাবে তৈরি করতে হবে। > পশুপাখিদের টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে > প্রতিটি বাড়ির সাথে গবাদিপশু রাখাঁর ঘর নির্মাণ করতে হবে।	> পশুসম্পদ অধিদপ্তরের সু-দৃষ্টির প্রয়োজন। > সরকারিভাবে পশু পালনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে ঋনের ব্যবস্থা করতে হবে।
বন্যার কারনে মৎস্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ঘেরগুলোতে সঠিক মাত্রায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। > খাল গুলোতে পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করতে হবে। > ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর মাঝের চর অপসারণ করে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করতে হবে। > বন্যার পূর্বে জাল দিয়ে মাছের ঘের ঘিরে দিতে হবে। > প্রতিটি বাড়ির সাথে গবাদিপশু রাখাঁর ঘর নির্মাণ করতে হবে।	> খালগুলো খনন করতে হবে। > নদীতে স্রোত বৃদ্ধির জন্য নদী খনন করতে হবে। > খাল গুলোতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে। > ঘেরগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং ঘেরগুলোতে স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। > ক্ষতিগ্রস্থ কুষকদের সহায়তা প্রদান করতে হবে। > ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করতে হবে।	> নদী খনন করার ব্যাপারে সরকার ও দাতা গোষ্টি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
বন্যার কারনে মানুষের স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য ক্ষতি	> দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ সামুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। > বন্যা লেভেলের উপরে গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলো ভাল ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুর গুলো পরিকল্পিতভাবে ঘিরে রাখতে হবে যেন কোন দূষিত পানি ঢুকতে না পারে। > বন্যার পরে পুকুরের দূষিত পানি ভালো ভাবে পরিষ্কার করা।	> প্রতিটি ওয়ার্ডে বন্যা লেভেলের উপরে কমপক্ষে ২ টি করে সংরক্ষিত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারি পুকুর গুলো লিজ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। > সংরক্ষিত পুকুরগুলোতে কোন প্রকার রাসায়নিত পদার্থ প্রয়োগ করা বন্ধ করতে হবে। > ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩ টি করে পিএসএফ স্থাপন করতে হবে এবং ৫০টি বাড়ি অন্তর ১ টি করে আরডব্লিউএ ইচ ব্যবস্থা করতে হবে। > পেশাদার প্রশিক্ষক দিয়ে স্বাস্থ্য ও	> সরকারিভাবে সংরক্ষিত পুকুরগুলো যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে। > উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি- থাকতে হবে। > দূষিত পানির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
	> প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ঔষধ ইউনিয়নে সংরক্ষণ করা।	আপদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া।	
বন্যার কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> সরকারিভাবে খাল খননের ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রশাসনের সাহায্য নিতে হবে। > অপরিকল্পিত চিংড়ীর ঘের বন্ধ করতে হবে।	> নদী ও খালগুলোতে স্লুইসগেট স্থাপন করতে হবে। > পানি সরবরাহের জন্য কালভার্টের সুব্যবস্থা করতে হবে > সরকারিভাবে স্লুইচগেটের মুখে জমে থাকা পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। > অধিপরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি-রাখতে হবে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
বন্যার কারনে অবকাঠামোর (ঘরবাড়ি) উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> ঘরবাড়ি গুলো পাকা ও উঁচু করতে হবে। > রাস্তাগুলো পাকা ও উঁচু করতে হবে >বাড়িঘর গুলোর উঠান এবং পোতা উঁচু করা। > আশ্রয়কেন্দ্রগুলো মেরামত করা।	> ঘরবাড়ি গুলো পরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ করতে হবে। > শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে। > প্রতিষ্ঠানগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করতে হবে।	> সরকার ও এনজিওদের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করা। > স্থানীয় জনগনকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল বাড়ি নির্মানের জন্য সচেতন করা।
নদীভাঙ্গানের কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ভাঙ্গন কুলে পায়লিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। > নদীর তীরবর্তী ভেড়িবাঁধের উপর উপযুক্ত বনায়ন (বায়ো-টেকনোলজি) ব্যবস্থা করতে হবে। > বাঁধের পাশে বাঁশ জাতীয় গাছ বা শেকড় বহুল গাছ লাগাতে হবে।	> রায়েন্দা খালের গোড়া হতে কুমারখালী খালের গোড়া পর্যন্ত উঁচু ব্লক সিষ্টেমে তৈরি করতে হবে। > নদী খনন/পূণঃখনন করতে হবে > ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে ফসল চাষ করতে হবে।	> উপযুক্ত ভেড়িবাঁধ নির্মাণে সরকারের গুরুত্ব দিতে হবে। > পানি উন্নয়ন বোর্ডকে যথেষ্ট তদারকি করতে হবে। > সরকারি উদ্যোগে নদীর তীরে বনায়ন ব্যবস্থা করতে হবে।
অতিবৃষ্টির কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। > জলাবদ্ধতা সহনশীল কৃষি চাষ করতে হবে। > আপদ দিনপঞ্জি দেখে ফসল চাষ করতে হবে।	> নদী ও খাল খনন করতে হবে। > খালগুলো থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করতে হবে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি-থাকতে হবে। > খাল খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের ব্যাপারে সরকারিভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।
অনাবৃষ্টির (খরা) কারনে কৃষি ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্ষতি	> ফসলের জমিতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। > সেচ কাজের জন্য ক্ষেতের পাশে ছোট ছোট পুকুর নির্মাণ করতে হবে। > খরা সহনশীল ফসল চাষ করতে হবে। > মালচিং এর মাধ্যমে গাছের গোড়ায় আদ্রতা ধরে রাখতে হবে।	> এই ইউনিয়নের নদী ও খালগুলো পুনঃ খনন করতে হবে। > পরিকল্পিতভাবে মৎস্য ঘের করতে হবে। > পানি সেচের জন্য বিলের মধ্যে পর্যাপ্ত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > এই ইউনিয়নের স্লুইসগেটগুলো পূণঃসংস্কার করতে হবে।	> সরকারিভাবে ফসলের জমিতে সেচের জন্য স্যালো ব্যবস্থা করতে হবে। > উপজেলা কৃষি দপ্তরকে সু-দৃষ্টি দিতে হবে।

ঝুঁকির বিবরণ	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী(২ -১)	মধ্যমেয়াদী(৫ -৩)	দীর্ঘমেয়াদী(+৫)
খরার কারনে গাছপালাতে সম্ভাব্য ক্ষতি	> পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত গাছপালা লাগাতে হবে। > ফসলের জমিতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। > সেচ কাজের জন্য ক্ষেতের পাশে ছোট ছোট পুকুর নির্মাণ করতে হবে। >প্রতিটি বাড়ির সাথে গবাদিপশু রাখাঁর ঘর নির্মাণ করতে হবে।	> এই ইউনিয়নের নদী ও খালগুলো পুনঃ খনন করতে হবে। > পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগাতে হবে। > পানি সেচের জন্য বিলের মধ্যে পর্যাপ্ত পুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে। > এই ইউনিয়নের স্লুইসগেটগুলো পূণঃসংস্কার করতে হবে।	> সরকারিভাবে ফসলে জমিতে সেচের জন্য স্যালো ব্যবস্থা করতে হবে। > উপজেলা বন ও কৃষি দপ্তরকে সুদৃষ্টি- দিতে হবে।
অনাবৃষ্টিখরার/ কারনে মানুষের স্বাস্থ্যে সম্ভাব্য ক্ষতি	> স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে স্থানীয় জনগনকে সচেতন করা। > প্রতিটি গ্রামে ১ টি করে সংরক্ষিত পুকুর থাকতে হবে। > পুকুর খনন এবং পি এস এফ কাম সোলার সিষ্টেম স্থাপন করতে হবে। > রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টর এর জন্য প্লাষ্টিক ট্যাংক বিতরণ করতে হবে। > রিভার অসমোসিস প্লান্ট স্থাপন করতে হবে।	> গভীর নলকূপ বসাতে হবে। > এলাকায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।	> স্বাস্থ্য বিভাগের সু-দৃষ্টি রাখতে হবে। > ইউনিয়ন পরিষদের সুদৃষ্টি- রাখতে হবে।
অনাবৃষ্টি / খরার পশুসম্পদের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> গবাদিপশুর জন্য আপদ সহনশীল সেল্টার বা বাড়ি নির্মাণ করতে হবে। > আপদ সহনশীল গবাদিপশু সরবরাহ ও লালনপালন করতে হবে। >কৃষকদের ভালো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। >সরকারিভাবে খাল খননের ব্যবস্থা করতে হবে। > প্রশাসনের সাহয্য নিতে হবে।	> গবাদিপশুর যথেষ্ট পরিমান টিকা সরবরাহ করতে হবে। > পানি সরবরাহের জন্য কালভার্টের সুব্যবস্থা করতে হবে > সরকারিভাবে স্লুইচগেটের মুখে জমে থাকা পলি অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। > অধিপরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।	> কৃষি অধিদপ্তরের সুদৃষ্টি- রাখতে হবে। > দাতা গোষ্টির সহযোগীতায় এলাকায় গবাদিপশু গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। > এলজিইডি'র মাধ্যমে স্লুইসগেট স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। > সরকারিভাবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্টির সচেতনতা বৃদ্ধি।
অনাবৃষ্টি / খরার কারনে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য ক্ষতি	> পুকুর খনন ও পূণঃখনন > প্রতিটি গ্রামে কম পক্ষে ১ টি ভালো গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে। > রেইন ওয়াটার হার্ভেষ্টর এবং পিএসএফ স্থাপন	> >প্রতিটি গ্রামে ১ টি করে সংরক্ষিত পুকুর থাকতে হবে। > খাল খনন করা। > এলাকায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।	> পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুদৃষ্টি- রাখতে হবে। >জনস্বাস্থ্য বিভাগের সুদৃষ্টি- রাখতে হবে। > ইউনিয়ন পরিষদের সুদৃষ্টি- রাখা

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা :

ক্র: নং	এনজিওর নাম ও প্রকল্পের কর্মকর্তা	কি কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল
১	রূপান্তর	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও রিলিফ	১৪০০- ১৫০০	১	চলমান
২	কোডেক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও রিলিফ	১৬০০- ১৭০০	২	চলমান
৩	নবলোক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ২৭০০	১	চলমান
৪	মুসলিম এইড	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও রিলিফ	১৭০০- ১৮০০	১	চলমান
৫	জে জে এস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান
৬	প্রদীপন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ৩০০০	১	চলমান
৭	ঢাকা আহসানিয়া মিশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকিহ্রাস ও রিলিফ	২৫০০- ২৭০০	১	চলমান
৮	আশ্রয় ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান
৯	ভোসড	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৫০০- ১৭০০	১	চলমান
১০	উপকুল ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৬০০- ১৭০০	১	চলমান
১১	গণ স্বাস্থ কেন্দ্র	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১০০০- ১৫০০	১	চলমান
১২	এসিডি ভোকা	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২০০০- ২২০০	১	চলমান
১৩	কারিতাস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১	ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান	৩৬ টি দল	১,৮০,০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	-
২	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৬ টি দল	-	ইউপি, ওওয়ার্ড	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	√	√	-
৩	স্থানীয় পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় / ঘটিত আপদের আগাম সংবাদ প্রচারের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৩৬ টি দল	২০,০০০	ইউপি, ও ওয়ার্ড গ্রাম	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	-
৪	আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত	৩৭ টি	১০৮০০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	-	√	-
৫	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	৪ টি	২০০০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	√	√	√	√

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষমা	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
				গ্রাম					
৬	মহড়ার আয়োজন	১২ টি	৬০,০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	-	√	√	√
৮	দুর্যোগ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪ টি	৪০০০০	ইউপি	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	-	-	√	√
৯	শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	শুকনা-৪ টন চাল/ ডাল-৪ টন	৪০০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	√	-	√	√
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১১২ টি স্কুলে	২২৪০০০	স্কুলে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	-	-	-	√
১১	দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	গুরুত্বপুর্ন সংস্থার	-	ইউপি ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	-	-	√	√
১২.	দুর্যোগের পূর্বে সতর্কবার্তা ও জরুরী সতর্ক বার্তা প্রচার, শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা	৩৬ টি	-	ইউনিয়নের সব ওয়ার্ডে	দুর্যোগের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	-	√	√	√

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়: কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১.	নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধির জন্য জরুরীভাবে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়ার ব্যবস্থা করা।	৩৬ টি	-	সকল ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	দুর্যোগ মুহূর্তে	-	√	√	√
২.	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	৮০০ পরিবার	৮০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	-	√	√	√
৩.	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	√

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে			
	সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।								
৪.	বিশুদ্ধ পানি ও পায়খানার ব্যবস্থা করা।	১৬০০০ পরিবার	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	√
৫.	শুকনা খাবার বিতরণ করা	৩৬	১৮০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	√
৬.	আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	-
৭.	আহত ব্যক্তিদের ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	√
৮.	প্রতিদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	-
৯.	উদ্ধার বা আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর				দুর্যোগ মুহূর্তে	-	√	√	√
১০.	খাদ্য সরবরাহ বা ত্রাণ বিতরণ	৩৬	৩৬০,০০০	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	√
১১.	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা বা জরুরী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	-	√	√	-
১২.	প্রয়োজনীয় উদ্ধার উপকরণ বা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	-
১৩.	দ্রুত যোগাযোগ নিশ্চিত করণ ও স্থানান্তরের জন্য উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	-	√	√	√
১৪.	গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আলাদা রুম ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা	৩৬	-	ঐ	দুর্যোগ মুহূর্তে	√	-	√	-

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়-কার্যক্রমগুলো এলাকার দুর্যোগ কালীন সময়ে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ- সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতি ইতিবাচক অবদান রাখবে।

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও
১.	যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	৩৬ টি	১৮০,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	√
২.	আহতদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	৩৬ টি	১৩০০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
৩.	মৃতদেহ দাফন ও	৬০০০	১২০০০০	ইউপি	দুর্যোগের	-	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষমা	সম্ভাব্য	কোথায়	বাস্তবায়নের	কে করবে এবং কতটুকু করবে			
	গবাদিপশু অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা				পরবর্তী সময়ে				
৪.	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ও চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৩৬ টি	- - -	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
৫.	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৬০০০ টি	১২০,০০,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
৬.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৩৬ টি	২,৮৫,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	-
৭.	প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৩৬ টি	-	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
৮.	জরুরী পুনর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	৩৬ টি	-	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
৯.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	৪০০০ পরিবার	-	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
১০.	যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	৩৬ টি	১৮০,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	√
১১.	আহতদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	৩৬ টি	১৩০০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
১২.	মৃতদেহ দাফন ও গবাদিপশু অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	৬০০০	১২০০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	-	√	√	√
১৩	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ ও চাহিদা নিরূপণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	৩৬ টি	- - -	ইউপি,	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
১৪.	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	৬০০০ টি	১২০,০০,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√
১৫.	ধবংসাবশেষ পরিষ্কার করা	৩৬ টি	২,৮৫,০০০	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	√	√	-
১৬	প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৩৬ টি	-	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
১৭.	জরুরী পুনর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা	৩৬ টি	-	ইউপি	দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	-
১৮.	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	৪০০০ পরিবার	-		দুর্যোগের পরবর্তী সময়ে	√	-	√	√

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়িত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুনর্বাসন জীবিকায় সহায়তা করা হলে ক্ষয় ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে।

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	**ভেড়িবাঁধ নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৪৪ টি; সম্ভাব্য বাজেট-২২ লক্ষ টাকা/কিলোমিটার; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	**<u>খোন্তাকাটা ইউনিয়ন</u>** ● ৭ নং ওয়ার্ডে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভেড়িবাঁধ সংলগ্ন মারকাজ মসজিদ হতে বান্দাঘাটা উপজেলা পর্যন্ত ভেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রায় ২ কিঃমিঃ **<u>ধানসাগর ইউনিয়ন</u>** ● রায়েন্দা ও সাউথখালী ইউনিয়নের পাশ্ববর্তী নদীতে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে, ৩ কিঃমিঃ। **<u>রায়েন্দা ইউনিয়ন</u>** ● ২ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ রাজাপুর দাসের বাড়ির খাল হতে উত্তর রাজাপুর আব্দুল মালেক হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত বেলা নদীর পাড় ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ১০ কিঃমিঃ। ● ৫ নং ওয়ার্ডে রায়েন্দা বাজার স-মিল হতে দক্ষিণে সুনীল শিকারীর বাড়ি হয়ে জলবুনিয়া স্লুইসগেট পর্যন্ত ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ১.৫ কিঃমিঃ। ● ৯ নং ওয়ার্ডে রাজেশ্বর খাঁন বাড়ি হতে জিলবুনিয়া উত্তরের স্লুইচগেট পর্যন্ত ভেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রায় ১ কিঃমিঃ **<u>সাউথখালী ইউনিয়ন</u>** ● সাউথখালী ইউনিয়নে ১২ কিঃমিঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ● ১ নং ওয়ার্ডে উত্তর সোনাতলা বটতলা হতে সোলাইমান মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ● ৯ নং ওয়ার্ডে শরনখোলা বাজার হতে তেরাবেকা বাজার পর্যন্ত প্রায় ১ কিঃমিঃ ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ● ৭ নং ওয়ার্ডে রশিদ খানের বাড়ি হতে শফিকুলের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১ কিঃমিঃ ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করতে হবে। ● তাফাল বাড়ি বান্ধাঘাটা হতে বগী বন্দর হয়ে শরণখোলা ভোলা নদীর মুখ পর্যন্ত ভেড়িবাঁধ নির্মাণ, উচ্চতা ৩০ ফুট, প্রস্থ ১০০ ফুট, দৈর্ঘ্য ১২ কিঃমিঃ। ● সাউথখালী ইউনিয়নের ৪ নং রায়েন্দা ওয়ার্ডের বলেশ্বর নদীর পাশ হতে শুরু করে ৭ নং বগী ওয়ার্ড হয়ে ৯ নং ওয়ার্ডের দাসের বাড়ালী পর্যন্ত ২২ কিঃমিঃ।	√	√	√	√
২	**ভেড়িবাঁধ মেরামত** (লক্ষমাত্রা-১৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট-১০ লক্ষ টাকা/কিলোমিটার; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	**খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** ● ৫ নং ওয়ার্ডে খোন্তাকাটা খালের গোড়ার থেকে কুমার খালী খালের গোড়া পযর্ন্ত পুরাতন ভেড়িবাঁধটি সংস্কার করতে হবে। **সাউথখালী ইউনিয়ন** ● সাউথখালী ইউনিয়নে ৮ কিঃমিঃ সংস্কার, উচ্চতা ৬ ফুট এবং প্রস্থ ৫০ ফুট।	√	√	√	√
৩	**স্লুইচগেট নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-১৫ টি; সম্ভাব্য বাজেট-৫৫ লক্ষ টাকা/ স্লুইচগেট ;	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● ২ নং ওয়ার্ডে গোপীখালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। ● ২ নং ওয়ার্ডে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঘোপের খালের উপর স্লুইসগেট	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	নির্মাণ করতে হবে। ● ১ নং ওয়ার্ডে রতিয়ার খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ করতে হবে। ● ৬ নং ওয়ার্ডে ওয়াপদার খালের উপর স্লুইচগেট নির্মাণ করতে হবে। **রায়েন্দা ইউনিয়ন** ● ৯ নং ওয়ার্ডে কালিকুয়ার খালে ১ টি স্লুইসগেট। ● ২ নং ওয়ার্ডের দাসের ভারানীর খালে- ১ টি। ● ২ নং ওয়ার্ডের রসুল বাজার খালে- ১ টি। ● ২ নং ওয়ার্ডের চরগাছিয়া খালে- ১ টি। ● ২ নং ওয়ার্ডের মাঝের চর খালে- ১ টি। ● ৫ নং ওয়ার্ডের হারেজ খানের বাড়ির সামনে খালে- ১ টি। ● ৭ নং ওয়ার্ডের জনির খালে- ১ টি। ● ৭ নং ওয়ার্ডের মমিন মীরের বাড়ির সামনে খালে- ১ টি। **সাউথখালী ইউনিয়ন** ● ২ নং ওয়ার্ডের শাহজান হালদার ও আশরাফ আলীর বাড়ি সংলগ্ন। ● ৯ নং ওয়ার্ডের আব্দুর রব এর বাড়ির সামনে ১ টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** ● ৮ নং ওয়ার্ডে গোলবুনিয়া খালের উপর বান্দা ঘাটা সংলগ্ন নতুন স্লুইচগেট নির্মাণ করতে হবে।				
	স্লুইচগেট মেরামত (লক্ষমাত্রা-৯ টি; সম্ভাব্য বাজেট-১৫ লক্ষ টাকা/ স্লুইচগেট ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল মাস)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● ২ নং ওয়ার্ডে খেজুরবাড়িয়া খালের পানি উন্নয়ন বোর্ড স্লুইসগেট ● রাজাপুর ওয়াপদা সংলগ্ন স্লুইসগেট **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** ● ৪ নং ওয়ার্ডে কুমার খালী খালের উপরের সুইচ গেট মেরামত করতে হবে। ● ৭ নং ওয়ার্ডে রাজৈর ওয়াপদা সংলগ্ন স্লুইসগেট ● ৫ নং ওয়ার্ডে খোন্তাকাটা খালের ওয়াপদা সংলগ্ন স্লুইসগেট **সাউথখালী ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডের সোনাতলা গ্রামের বরইতলায় ১ টি স্লুইসগেট ● ৮ নং ওয়ার্ডের খালের মাঝির বাড়ি সংলগ্ন স্লুইসগেট মেরামত। ● ৬নং ওয়ার্ডের দঃ সাউথখালী গাবতলা বাজার সংলগ্ন খালের স্লুইসগেট মেরামত করতে হবে।	√	√	√	-
৩	**রাস্তা নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-২৬৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১০ লক্ষ টাকা/ কিলোমিটার ইট সলিং রাস্তা ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর-এপ্রিল)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ড সুলতান সরদারের বাড়ি হতে রশিদ সরদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ১ নং ওয়ার্ড রশিদ তালুকদারের বাড়ি হতে রশিদ হওলাদার সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ ● ১ নং ওয়ার্ড জয়নাল মাষ্টারের বাড়ি হতে আলেপ খাঁর বাড়ির সাইক্লোন পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ ● ২ নং ওয়ার্ড হাইদারের বাড়ি হতে ইউনাইটেড সাইক্লোন পর্যন্ত ইট	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		সলিং করণ প্রায় ২ কিঃমিঃ ● ২ নং ওয়ার্ড ধীরেন জমাদ্দার বাড়ি হতে মাতৃভাষা কলেজ পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ১কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ড আজাহারের বাড়ি হতে নলবুনিয়া সাইক্লোন পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ২ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ড ডালিমের বাড়ি হতে নলবুনিয়া সাইক্লোন পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ড হেমায়েত হাওলাদারের বাড়ি হতে রব মৃধার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৩ নং ওয়ার্ড হাবিবের বাড়ি হতে খেজুরবাড়িয়া লতিফ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ৪ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ বাধাল ছালেহিয়া সাইক্লোন সেল্টার হয়ে চৌরাস্তা রুস্তুম ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৪ নং ওয়ার্ড হাওলাদার পাড়া হতে ডি এন কারিগরী কলেজ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৫ নং ওয়ার্ড শিং বাড়ি সাইক্লোন সেল্টার হতে সিরাজুল মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৫ নং ওয়ার্ড শিংবাড়ি সাইক্লোন সেল্টার হতে মনিন্দ্র ফুলুর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ, ● ৬ নং ওয়ার্ড বেদ্দি বাড়ি হতে রাজাপুর পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ, ● ৬ নং ওয়ার্ডের অরেজ হাওলাদার বাড়ি হতে ছত্তার হাওলাদার এর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৬ নং ওয়ার্ডের সিপাইবাড়ির পুল হতে কানা গোনির বাড়ি হয়ে জব্বার মাতুব্বরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৬ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর অফদা হয়ে মান্নান ব্যাপারীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ০.৫ কিঃমিঃ, ● ৬ নং ওয়ার্ডের বিরের বৈরাগীর বাড়ি হতে আউয়াল খাঁর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ। ● ৭ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর বাজারের সাইক্লোন সেল্টার হতে রাজাপুর মাধ্যমিক বিঃ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের দেলোয়ার হাওলাদারের বাড়ি হতে হাবিব মাওলানার মাদ্রাসা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর বাজারের কালভার্ট হতে ছগির হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর রফিক হাওলাদারের বাড়ি হতে ওয়াপদা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে নুরুল ইসলাম মৃধার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের দুলাল কুন্ডুর বাড়ি হতে মজিদ আঁকনের বাড়ি হয়ে				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		কামাল হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের নুরু মাষ্টারের বাড়ি হতে ঢালী বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের আজিজ কারীর বাড়ি হতে বাওর হয়ে বাদল মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কি .মি, ● ৭ নং ওয়ার্ডের মতির বাড়ি হতে নির্মল হালদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৭ নং ওয়ার্ডের সরোয়ার জমাদ্দারের বাড়ি হতে রাজাপুর হাবিব জোয়াদ্দারের নতুন বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ। ● ৮ নং ওয়ার্ডের বাওরের প্রাঃ বিঃ হইতে ইব্রাহিম শিকদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৮ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর ছালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা হতে বিমল সাধুর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, ● ৮ নং ওয়ার্ডের হানিফ খাঁর বাড়ি হতে বাওড় হয়ে নুরুলইলাম মৃধার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ৮ নং ওয়ার্ডের সাকায়েত মুন্সির বাড়ি হতে আয়শার স্কুল পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ ● ৮ নং ওয়ার্ডের সাভারের নাছির ফকিরের বাড়ি হইতে আনোয়ার খলিফার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৮ নং ওয়ার্ডের নূর মোহাম্মদের বাড়ি হতে বাওর জামালের বাড়ি হয়ে ছিদ্দির আকঁনের মসজিদ হয়ে রাজ্জাক ছুফির বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ। ● ৯ নং ওয়ার্ডের আমড়াগাছিয়া হাইস্কুল হতে ছালামত আলীর বাড়ি হয়ে ফরিদ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ৩ কিঃমিঃ। ● ৯ নং ওয়ার্ডের আমড়াগাছিয়া ইউনিয়ন পরিষদ হতে শাহাজান মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ১.৫ কিঃমিঃ। ● ৯ নং ওয়ার্ডের বাবুল চাকলাদারের বাড়ি হতে মকবুল মীরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ প্রায় ১ কিঃমিঃ। ● ৯ নং ওয়ার্ডের হোসেন ফরাজীর বাড়ি হতে মন্ডল বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৯ নং ওয়ার্ডের ছবদার ফরাজীর বাড়ি হতে বাদশা হালদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, ● ৯ নং ওয়ার্ডের ছালাম মোল্যার বাড়ি হতে ছিদ্দিক হালদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ৯ নং ওয়ার্ডের মোশারেফ ফরাজীল বাড়ি হতে মোসলেম হালদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ, ১ কিঃমিঃ ● ৯ নং ওয়ার্ডের জব্বার হালদরের বাড়ি হতে কাদের শরীফের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ ● ৯ নং ওয়ার্ডের রহমান বয়াতির বাড়ি হতে ইট সলিং পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		খোন্তাকাটা ইউনিয়ন ● ১ নং ওয়ার্ডের আকুববার বাড়ি হতে ফকির বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ কাঁচা রাস্তা মজবুত করণ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ● ১ নং ওয়ার্ডের আকুববার বাড়ি হতে ফকির বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ১ নং ওয়ার্ডের ইসাহক মীর বাড়ি হতে রহমান হাওলাদার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ১ নং ওয়ার্ডের ওমর আলীর বাড়ি হতে সঃপ্রাঃবিঃ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ২নং ওয়ার্ডের জানের পাড় ইয়াকুব খাঁর বাড়ি হতে চাঁনমিঞা সরকার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ ● ২ নং ওয়ার্ডের নলবুনিয়া হাতেম তালুকদারের বাড়ি হতে ইয়াছিন হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ২ নং ওয়ার্ডের জানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়া মহারাজ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ডের উত্তর খোন্তাকাটা গোফ্ফার আঁকনের বাড়ি হতে আব্দুল হাই হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ডের আশরাফুল মহিলা দাখিল মাদ্রাসা হতে মতিউর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ডের চৌমুহনা থেকে আশরাফুল কালাম মাদ্রাসা হইয়া চেয়ারম্যান বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -২ কিঃমিঃ ● ৩ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম খোন্তাকাটা ইশারাত খাঁর বাড়ি হতে চৌমুহনী পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১.৫ কিঃমিঃ ● ৪ নং ওয়ার্ডের জব্বারের হাট থেকে পূর্ব খোন্তাকাটা সেন্টার হাউজ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ ● ৪ নং ওয়ার্ডের পূর্ব খোন্তাকাটা জিমতলা হতে দেলোয়ার খানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ ● ৪ নং ওয়ার্ডের ইব্রাহিম ফরাজীর বাড়ি হতে জব্বারের হাট হয়ে কালাম মাওলানার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ ● ৫ নং ওয়ার্ডের বেপারী বাড়ি হতে দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ ● ৫ নং ওয়ার্ডের খোন্তাকাটা ফকির বাড়ি হতে জাকির খানের বাড়ি পর্যন্ত পর্যন্ত ইট সলিং করণ ও মাটি দ্বারা মেরামত করণ ১.৫ কিঃমিঃ ● ৫ নং ওয়ার্ডের আঃ রহমান আঁকনের বাড়ি হতে হেমায়েত মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১.৫ কিঃমিঃ ● ৬ নং ওয়ার্ডের খলিল তালুকদার বাড়ি হতে আকন্দ পাড়া মাদ্রাসা পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ ● ৬ নং ওয়ার্ডের সুলতান খানের বাড়ি হতে চান খানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ- ০.৫ কিঃমিঃ				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৭নং ওয়ার্ডের রাজৈর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ • ৭ নং ওয়ার্ডের মতি ডিলারের বাড়ি হতে বান্দাঘাটা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ • ৭ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম রাজৈর হতে আজিজ বয়াতীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ • ৮ নং ওয়ার্ডের গোলবুনিয়ার তালতলীর রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং করণ - ১ কিঃমিঃ • ৮ নং ওয়ার্ডের তালতলীর উল্লাসী সঃপ্রাঃবিঃ হতে দেলোয়ার মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • ৮ নং ওয়ার্ডের সি এম বি ব্রীজ হতে হাবিবের দোকান পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • ৮ নং ওয়ার্ডের গোলবুনিয়া মন্টু ফরাজীর বাড়ি হতে শাহজালালের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের কবির খানের বাড়ি হতে হাচান আলীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের লাল আঁকনের বাড়ি হতে সুলতান আঁকনের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ০.৫ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের আমড়াগাছিয়া তালুকদার বাড়ি হতে দিপচর পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১.৫ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের গাজীর বাড়ি হতে হারুন হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের সুলতান আঁকনের বাড়ি হতে জালাল উদ্দিন হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • ৯ নং ওয়ার্ডের ছামাদ কারীর বাড়ি হতে জাকির মেম্বার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ -১ কিঃমিঃ • চৌমুহনী থেকে খোন্তাকাটা বাজার হয়ে পূর্ব খোন্তাকাটা রাস্তা থেকে গাজী বাড়ি হয়ে ওয়াপদা পর্যন্ত ইট সলিং করণ -২ কিঃমিঃ **সাউথখালী ইউনিয়ন** • ১ নং ওয়ার্ডের ইসমাইল খানের বাড়ি হতে লতিফ খানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ১ নং ওয়ার্ডের জব্বার মুন্সির বাড়ি হতে কাছেম আলী জোয়াদ্দার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, • ১ নং ওয়ার্ডের মডেল বাজার হতে সোনাতলা প্রাঃ বিঃ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, • ১ নং ওয়ার্ডের মালিয়া রাজাপুর রফিক মিস্ত্রীর বাড়ি হতে কল্যানের বাড়ির ব্রীজ হয়ে রাজাপুর বাজার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১০ কিঃমিঃ, • ২ নং ওয়ার্ডের আফসার মীরের বাড়ি হতে তাজেম মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ০.৫ কিঃমিঃ,				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ২ নং ওয়ার্ডের রুস্তুম আলী খানের বাড়ি হতে আজিম মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ২ নং ওয়ার্ডের গনি গাজীর বাড়ি হতে সেকান্দার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ২ নং ওয়ার্ডের রসুলপুর বাজার হতে ইসলামইল খাঁর বাড়ি হয়ে মৃধা বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৮ কিঃমিঃ, • ৩ নং ওয়ার্ডের জালাল মীরের বাড়ি হতে আনছার মীরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ০.৫ কিঃমিঃ, • ৩ নং ওয়ার্ডের দঃ তাফাল বাড়ি মন্দির হতে ইসমাইল গার্ড এর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৩ নং ওয়ার্ডের মাছের খাল আব্দুল হক এর বাড়ি হতে কালাম এর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৫ কিঃমিঃ, • ৩ নং ওয়ার্ডের ভোলার পার নুরুল ইসলাম হালদারের বাড়ি হতে সুলতার মৃধার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৩ কিঃমিঃ, • ৪ নং ওয়ার্ডের রায়েন্দা বাজার শেরেবাংলা স্কুল থেকে তাফালবাড়ি স্লুইসগেট পর্যন্ত ইট সলিং করণ • পানি উন্নয়ন বোর্ড রাস্তা পুনঃনির্মাণ করা (উচ্চতা ২০ ফুট), • ৪ নং ওয়ার্ডের কদমতলা খালে রব মেম্বরের বাড়ির পাশে লক গেট নির্মাণ করা, কদমতলা মৌলভী বাড়ি হতে রসুলপুর বাজার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৮ কিঃমিঃ, • ৫ নং ওয়ার্ডের সিটিসেল টাওয়ার হতে নুরো মৃধার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ, • ৬ নং ওয়ার্ডের মোক্তারের বাড়ি হতে ইউনুস কবিরাজের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৬ নং ওয়ার্ডের জাকির মেম্বারের বাড়ি হতে কমান্ডারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৬ নং ওয়ার্ডের ব্রীজ হতে খাজা চৌরাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ, • ৭ নং ওয়ার্ডের সুন্দরবন মাদ্রাসা বাড়ি হতে নতুন স্লুইচগেট পর্যন্ত ইট সলিং করণ ০.৫ কিঃমিঃ, • ৭ নং ওয়ার্ডের লাল খানের বাড়ি হতে মান্নান ফারাজীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৭ নং ওয়ার্ডের চাঁনমিয়ার বাড়ি হতে মজিদ খাঁনের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ • ৭ নং ওয়ার্ডের আব্দুল হামিদ আঁকনের বাড়ি হতে নান্না মিঞ্জার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, • ৭ নং ওয়ার্ডের কামাল তালুকদারের বাড়ির ব্রীজ হতে মঞ্জুর পহলানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ, • ৮ নং ওয়ার্ডের গনিবালীর বাড়ি হতে মনির তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ,				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৮ নং ওয়ার্ডের মোজাম্মেল মেম্বরের বাড়ি হতে ফকির বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৮ নং ওয়ার্ডের ছেবামেদ তালুকদারের বাড়ি হতে জাহাঙ্গীর আঁকনের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৩ কিঃমিঃ, • ৮নং ওয়ার্ডের হাফেজ খাঁর বাড়ি হতে ৪ নং সাউথখালী ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, • ৯ নং ওয়ার্ডের হাবিব হাওলাদারের বাড়ি হতে ইউনুস মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১ কিঃমিঃ, • ৯ নং ওয়ার্ডের মুন্সি বাড়ি মসজিদ হতে তাজেম তাছেন বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১কিঃমিঃ, • ৯ নং ওয়ার্ডের উত্তর তাফালবাড়ি পশ্চিম পাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে তায়জুল পহলানের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ, • ৯ নং ওয়ার্ডের সেকেন্দার শিকদারের বাড়ি হতে ভোলার ভেড়িবাঁধ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ, • ৯ নং ওয়ার্ডের লাকুড়তলা মসজিদ হতে আব্দুছ ছত্তার মেম্বরের বাড়ি হয়ে বিধান মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ১.৫ কিঃমিঃ **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • তাফলবাড়ি মিরা বাড়ি সেল্টার থেকে তুলাতলা পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ, • হাতেমপুর গ্রাম থেকে রুহুলের ঘের পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ • মেলে সেল্টার থেকে জগদিস মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৩ কিঃমিঃ • গাভী হারেজের বাড়ি থেকে কুদ্দুস মেম্বরের ব্রীজ পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ • জমাদ্দার বাড়ির পুকুর থেকে খাদার ভোট সেন্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ • চার রাস্তা থেকে পোলের হাট হয়ে দেওয়ার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ • উত্তর রাজাপুর থেকে মেলে সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৬ কিঃমিঃ • কুদ্দুস মেম্বরের বাড়ি থেকে উত্তর রাজাপুর সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৫ কিঃমিঃ • রসুলপুর বাজার থেকে চরের সাইক্লেন সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ • মধ্য কদমতলা থেকে উলা সাইক্লান সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৬ কিঃমিঃ • গনি মাষ্টারের বাড়ির সাইক্লোন সেল্টার থেকে গাজী বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৫ কিঃমিঃ • জীবন্ত বাড়ি থেকে মফেজ মোল্লার বাড়ির সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৪ কিঃমিঃ				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ছাদ্দার চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে রশিদ তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ২ কিঃমিঃ • কামাল তালুকদারের বাড়ি থেকে মৌরশি বাজার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৫ কিঃমিঃ • ছোট তাফালবাড়ি থেকে মীরা বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৩ কিঃমিঃ • কওছার মেম্বরের বাড়ি থেকে লাকুড়তলা বাজার পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৫ কিঃমিঃ • বাস ষ্ট্যান্ড থেকে রাজেশ্বর কল্যাণবাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং করণ ৩ কিঃমিঃ				
৪	**মাটির কিল্লা নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৭ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৬০ লক্ষ টাকা/ মাটিরকিল্লা; বাস্তবায়নের মাস- নভেম্বর – এপ্রিল)	**ধানসাগর ইউনিয়ন:** ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি **রায়েন্দা ইউনিয়ন:** ১ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ২ নং ওয়ার্ডে ১টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন:** ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি, **সাউথখালী ইউনিয়ন:** ৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি ও ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি	√	√	√	√
৫	**নদী/ খাল পুনঃখনন** (লক্ষমাত্রা-৩১ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১৫ লক্ষ টাকা/ কিলোমিটার; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – জানুয়ারী)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** • ধানসাগর ডাক্তারের খাল পুনঃখনন৫.১ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২), • ধানসাগর ঘোপের খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২), • মালসার খাল পুনঃখনন ৫.১ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪), • ধানসাগর ভারানীর খাল পুনঃখনন, ২৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২), • রাজাপুর বাজার খাল পুনঃখনন ২ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৭), • নলবুনিয়া খাল পুনঃখনন ১ ৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৩), • শিংবাড়ি খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৫), • কালীবাড়ি খাল পুনঃখনন, ২ ৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৯), • আমড়াগাছিয়া খাল পুনঃখনন, ৩ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৫), • নলবুনিয়া গাজী খাল পুনঃখনন ২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৩), • পল্লানবাড়ি খাল পুনঃখনন, ২ ৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৩), • জালিয়ার চুটা খাল পুনঃখনন, ১ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২), • ছলিয়াবুনিয়া খাল পুনঃখনন, ১ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৯), • বান্ধাঘাটা খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২) • দক্ষিণ বাদাল খাল পুনঃখনন, ২ ৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪) **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • কুমারখালী খাল পুনঃখনন ২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪,৩, ১), • নলবুনিয়া খাল পুনঃখনন ৫.২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২, ৮, ১) • খোন্তাকাটা খাল পুনঃখনন ৩ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৫)। **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • খাদার খাল পুনঃখনন ৫.২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪) • ডাক্তার বাড়ির খাল পুনঃখনন ৫.১ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৬),	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• কাজীর খাল পুনঃখনন ২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪), • পোলের হাট খাল পুনঃখনন ২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৭), • বাংলা বাজার খাল পুনঃখনন, ২ ৫.কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪), • মন্ডল বাড়ির খাল পুনঃখনন, ১ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৩), • খাদা চার ঘাটার খাল পুনঃখনন, ২ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪), • খাদা জমাদ্দার বাড়ির খাল পুনঃখনন, ২কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৪), • তাফাল বাড়ির খাল পুনঃখনন ৫.২ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ৮) • ভারানীর খাল পুনঃখনন ৩ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ২)। **সাউথখালী ইউনিয়ন** • তাফালবাড়ি খাল পুনঃখনন, ৮ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড-১ থেকে ৯), • চালতেবুনিয়ার খাল পুনঃখনন ৬ ,কিঃমিঃ (ওয়ার্ড-১ থেকে ৯) • উত্তর তাফালবাড়ির খাল পুনঃখনন, ৭ কিঃমিঃ (ওয়ার্ড- ১ থেকে ৯)।				
৬	**আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৪৪ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা/ আশ্রয়কেন্দ্র; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-অক্টোবর – মে)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** • ১ নং ওয়ার্ডে টগরাবাড়ি সঃপ্রাঃবিঃ- ১ টি • ১ নং ডি এন মাধ্যমিক বিঃ- ১ টি • ৪ নং ওয়ার্ডে আউয়াল আঁকনের বাড়ির সামনে- ১ টি • ৫ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ বাধাল সঃপ্রাঃবিঃ- ১ টি • ৬ নং ওয়ার্ডে পুলিশ ফাড়ীর সামনে- ১ টি • ৭ নং হাবিব মাওলানা মাদ্রাসার সাথে- ১ টি • ৮ নং ওয়ার্ডে নেছারিয়া সঃপ্রাঃবিঃ- ১ টি • ৯ নং ওয়ার্ডে হোগল পাতি সঃপ্রাঃবিঃ- ১ টি • ৯ নং ওয়ার্ডে আমড়াগাছিয়া হাইস্কুলে- ১ টি **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • ১ নং ওয়ার্ডে ভোলার পার স্কুলে- ১ টি • ১ নং ওয়ার্ডে ভোট সেন্টার স্কুলে- ১ টি • ১ নং ওয়ার্ডে পাংগাশিয়া স্কুলে- ১ টি • ২ নং ওয়ার্ডে রসুলপুর পল্লী প্রাঃ বিঃ- ১ টি • ২ নং ওয়ার্ডে উত্তর সোনাইতলা প্রাঃ বিঃ- ১ টি • ২ নং ওয়ার্ডে খানার বাজার সংলগ্ন ১ টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে • ০৫ নং ওয়ার্ডে রায়েন্দা মহিলা মাদ্রাসা চত্তরে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। • ০৫নং উত্তর কদমতলা ফকির বাড়ির সামনে নির্মাণ • ০৭ নং উত্তর তাফালবাড়ি ভোট সেন্টার স্কুল চত্তরে নির্মাণ করতে হবে। • ০৭ নং খালেক কমান্ডারের বাড়ির সামনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ • ০৭ নং মৌরশী বাজারে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ • ০৭ নং উত্তর তাফালবাড়ি হামিদ আঁকনের বাড়ির সামনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ • ০৯ নং কবির খানের বাড়ির সামনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	√	-	-	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ০৯ নং মোস্তফা মোল্লার বাড়ির সামনে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ • ০ ৯ নং খাঁন বাড়ির মসজিদের পাশে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • ৩নং ওয়ার্ডে খোন্তাকাটা মালেক চৌকিদারের বাড়ির সামনে- ১টি • ৩ নং ওয়ার্ডে খোন্তাকাটা সঃপ্রাঃবিঃ- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে মধ্য খোন্তাকাটা আলী হোসেন হাওলাদার বাড়ির সামনে বিঃ- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে মধ্য খোন্তাকাটা হাকিম হাওলাদারের বাড়ির সামনে- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে লতিফিয়া দাখিল মাদ্রাসার সাথে- ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে দ্বিপচর সঃপ্রাঃবিঃ- ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে তালতলী সঃপ্রাঃবিঃ- ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে জব্বারের বাড়ির সামনে- ১টি **সাউথখালী ইউনিয়ন** • ২ নং ওয়ার্ডে পূর্ব বকুলতলা মীর বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ২ নং ওয়ার্ডে উত্তর বকুলতলা মৃধা বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৬ নং ওয়ার্ডে জব্বার হাং বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৬ নং ওয়ার্ডে গাবতলা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ১ নং ওয়ার্ডে পূর্ব সোনাতলা নেছার দরবেশের বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৮ নং ওয়ার্ডে মোতালেব খানের বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৯ নং ওয়ার্ডে কাছেম ঘাচের বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৭ নং ওয়ার্ডে মতি মল্লিকের বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে। • ৩ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ বরইতলায় সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ করতে হবে।				
	আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত (লক্ষমাত্রা-৪০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১০ লক্ষ টাকা/ আশ্রয়কেন্দ্র; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-অক্টোবর – মে)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** • ৭ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর বাজার সঃপ্রাঃবিঃ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৩ নং ওয়ার্ডের ইয়াছিন মেমোরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৫ নং ওয়ার্ডের পূর্ব আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৩ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত	√	-	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ২ নং ওয়ার্ডের রাধালক্ষী বালিকা বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ২ নং ওয়ার্ডের মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ১ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ২ নং ওয়ার্ডের মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ২ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৮ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর বাজারের সালেহিয়া মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • ০৯ নং ওয়ার্ডের রাজৈর সরকারি স্কুলের সাইক্লোন সেল্টার মেরামত। • ৮ নং ওয়ার্ডের চাল রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ১ নং ওয়ার্ডের পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ২ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৩ নং ওয়ার্ডের ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৪ নং ওয়ার্ডের পূর্ব খাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৫ নং ওয়ার্ডের রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৬ নং ওয়ার্ডের উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৪ নং ওয়ার্ডের জনতা সরকারি প্রাথমিক বদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৬ নং ওয়ার্ডের কদমতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৮ নং ওয়ার্ডের লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৬ নং ওয়ার্ডের লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • ৫ নং ওয়ার্ডের কোন্তাকাটা বাজার কাছে আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করতে হবে। • ৬ নং ওয়ার্ডের মঠের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ২ নং ওয়ার্ডের বিজানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ১ নং ওয়ার্ডের বিধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৫ নং ওয়ার্ডের খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৬ নং ওয়ার্ডের মঠের পাড় সরকারি বালিকা বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৭ নং ওয়ার্ডের রাজৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৮ নং ওয়ার্ডের গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৮ নং ওয়ার্ডের টি টি এন্ড সি ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৩ নং ওয়ার্ডের বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৪ নং ওয়ার্ডের খোন্তাকাটা ইউনাইটেড সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত। **সাউথখালী ইউনিয়ন** • ২ নং ওয়ার্ডের বকুলতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ সংলগ্ন সাইক্লোন সেল্টার মেরামত • ৭ নং ওয়ার্ডের লালন খানের বাড়ির সামনে সাইক্লোন সেল্টার মেরামত করতে হবে। • ৪ নং ওয়ার্ডের তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৬ নং ওয়ার্ডের সাইথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৭ নং ওয়ার্ডের বগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৩ নং ওয়ার্ডের এসবি তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ১ নং ওয়ার্ডের সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৮ নং ওয়ার্ডের চালতেবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত • ৯ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত।				
৭	**সরকারি কবরস্থান নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৫ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৫ লক্ষ টাকা/ প্রতিটি; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – এপ্রিল)	উপজেলা পরিষদে ৩০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি ধানসাগর ইউনিয়নে ৩০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি রায়েন্দা ইউনিয়নে ৩০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি খোন্তাকাটা ইউনিয়নে ৩০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি সাউথখালী ইউনিয়নে ৩০০ জনের ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ১ টি	√	-	√	√
৮	**আপদ সহনশীল পায়খানা**	**ধানসাগর ইউনিয়নঃ** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০০ টি	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
	(লক্ষমাত্রা-৩৬০০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ২৫০০০ টাকা / পায়খানা নির্মান; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – এপ্রিল)	**রায়েন্দা ইউনিয়নঃ** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০০ টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০০ টি **সাউথখালী ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০০ টি				
৯	**খাবার পানি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং প্লান্ট স্থাপন,** সাথে পাইপ সেটিং সহ (লক্ষমাত্রা-৩৬০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৭৫০০০ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর – মে)	**ধানসাগর ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে (প্রতিটি ১০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি **রায়েন্দা ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে (প্রতিটি ১০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে (প্রতিটি ১০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি **সাউথখালী ইউনিয়ন:** প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে (প্রতিটি ১০ হাজার লিটার ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি	√	√	√	√
১০	**সংরক্ষীত পুকুর পুনঃখনন /সোলার সিষ্টেম সহ পি এস এফ** (খাবার পানি) (লক্ষমাত্রা-৯৮ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৫ লক্ষ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর – এপ্রিল)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডের হাচান উদ্দীন হাওলাদার বাড়ির সামনে নতুন পুকুর খনন, ● ২ নং ওয়ার্ডের সরদার বাড়ির সামনে নতুন পুকুর খনন, ● ৩ নং ওয়ার্ডের সোহেল আঁকনের বাড়ির সামনে নতুন পুকুর খনন, ● ৩ নং ওয়ার্ডের নলবুনিয়া সাইক্লোন সেল্টারের পুকুর খনন, ● ৪ নং ওয়ার্ডের ছিদ্দিকুর রহমানের বাড়ির সামনে সরকারি পুকুর, ● ৪ নং ওয়ার্ডের দিজেন রায়ের বাড়ির পুকুর, ● ৫ নং ওয়ার্ডের রাজাপুর জমাদ্দার বাড়ির জামে মসজিদের পুকুর, ● ৫ নং ওয়ার্ডের সরোয়ার হোসেনের বাড়ির পুকুর, ● ৬ নং ওয়ার্ডের সালাম খাঁর বাড়ির পুকুর, ● ৬ নং ওয়ার্ডের হাজি আমীর আলী আকঁনের বাড়ির মসজিদ সংলগ্ন পুকুর, ● ৬ নং ওয়ার্ডের আউয়াল মুন্সীর বাড়ির জামে মসজিদ সংলগ্ন পুকুর পুনঃখনন ● ৭ নং ওয়ার্ডের মীর হাবিবের বাড়ির পুকুর ● ৭নং ওয়ার্ডের শুকরঞ্জন ঠাকুর বাড়ির পুকুর ● ৭ নং ওয়ার্ডের মন্নান আঁকন বাড়ির পুকুর ● ৮ নং ওয়ার্ডের প্রফেসর ফারুক বাড়ির পুকুর ● ৮ নং ওয়ার্ডের রশিদ কেরানীর বাড়ির পুকুর ● ৮ নং ওয়ার্ডের জালাল হাওলাদারের বাড়ির পুকুর ● ৮ নং ওয়ার্ডের তোজাম্বর আলীর বাড়ির পুকুর ● ৯ নং ওয়ার্ডের বাধাল কুলু বাড়ির পুকুর ● ৯ নং ওয়ার্ডের নুরুলহক ফকির বাড়ির পুকুর ● ৯ নং ওয়ার্ডের দেলোয়ার হোসেনের বাড়ির পুকুর	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৯ নং ওয়ার্ডের আব্দুছ ছত্তার আঁকনের বাড়ির পুকুর **খোন্তাকাটা ইউনিয়নে** • ১ নং ওয়ার্ডের আব্দুর রাজ্জাক ফকির এর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন। • ১ নং ওয়ার্ডের মোতালেব এর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন। • ১ নং ওয়ার্ডের বেলায়েত এর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন দরকার। • ২ নং ওয়ার্ডের ৫ টি পুকুর পুনঃখনন • ৩ নং ওয়ার্ডের মোস্তফা মুন্সি বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৩ নং ওয়ার্ডের আব্দুল হক বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৩ নং ওয়ার্ডের ওহাব বয়াতী বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৪ নং ওয়ার্ডের হাজী ছেকান্দার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৪ নং ওয়ার্ডের আঃ রশিদ হাওলাদারের বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের আঃ আজিজ মাষ্টার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের মোসলেম আঁকনের বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের বাদশা চেয়ারম্যান বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৬ নং ওয়ার্ডের শাহীন তালুকদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৬ নং ওয়ার্ডের রতিফ তালুকদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৬ নং ওয়ার্ডের রহিম হাওলাদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৭ নং ওয়ার্ডের মহসিন তালুকদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৭ নং ওয়ার্ডের আঃ আউয়াল আঁকন বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৮ নং ওয়ার্ডের মুক্তিযাদ্ধা আয়শা বেগম বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৮ নং ওয়ার্ডের আলতাব হাওলাদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের বালাম হাওলাদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের জোমাদ্দার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের হাবিব হাওলাদার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন **রায়েন্দা ইউনিয়নে** • ১ নং ওয়ার্ডের ৫ টি পুকুর পুনঃখনন • ২ নং ওয়ার্ডের ইমমিখাঁন বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ২ নং ওয়ার্ডের বড় বাশর পুকুর পুনঃখনন • ২ নং ওয়ার্ডের ফরাজী বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৩ নং ওয়ার্ডের ৪ টি পুকুর পুনঃখনন • ৪ নং ওয়ার্ডের ৫ টি পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের অগ্রদুত ক্লাবের পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের মোসলেম ডাঃ বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের তৈয়ব আলী তালুকদারের বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৫ নং ওয়ার্ডের রায়েন্দা উপজেলা পরিষদের পুকুর পুনঃখনন • ৬ নং ওয়ার্ডের ৬ টি পুকুর পুনঃখনন • ৭ নং ওয়ার্ডের উঃ তাফালবাড়ি আঃ গনি আঁকনের বাড়ির পুকুর পুনঃখনন				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৭ নং ওয়ার্ডের নজীর গবাসীর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৭ নং ওয়ার্ডের কার্তিক মাষ্টারের বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৮ নং ওয়ার্ডের ৩ টি পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের রাজেশ্বর জলিল জমাদ্দার বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের আব্দুল লতিব গাজী বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের ঝিলবুনিয়া মোতালেব মুন্সি বাড়ির পুকুর পুনঃখনন **সাউথখালী ইউনিয়নে** • ১ নং ওয়ার্ডের সোনাতলা গ্রামে ৪ টি পুকুর পুনঃখনন • ২ নং ওয়ার্ডের উত্তর বকুলতলা ছগীর মৃধার বাড়ির সামনে ১ টি পুকুর পুনঃখনন। • ২ নং ওয়ার্ডের আলহাজ আব্দুল মজিদ হাওলাদার এর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন। • ২ নং ওয়ার্ডের আব্দুর মান্নান ফরাজীর বাড়ির পুকুর পুনঃখনন • ৩ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ তাফালবাড়ি গ্রামে ৪ টি পুকুর পুনঃখনন। • ৪ নং ওয়ার্ডের তাফালবাড়ি তহশীল অফিস সংলগ্ন পুকুর, • ৪ নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম খানের বাড়ির পুকুর, • ৪ নং ওয়ার্ডের সেকেন্দার আলী হাওলাদারের বাড়িল পুকুর, • ৫ নং ওয়ার্ডের শরিফা বাড়ির জামে মসজিদ সংলগ্ন পুকুর, • ৫ নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম মোল্যার বাড়ির পুকুর, • ৫ নং ওয়ার্ডের সুলতান শিকদারের বাড়ির পুকুর, • ৫ নং ওয়ার্ডের আনিসুর রহমানের বাড়ির পুকুর, • ৬ নং ওয়ার্ডের নুরুল ইসলাম খানের বসাড়ীর পুকুর, • ৬ নং ওয়ার্ডের শাহজাহান হাওলাদারের বাড়ির পুকুর, • ৬ নং ওয়ার্ডের আবু হানিফ ফকিরের বাড়ির পুকুর, • ৭ নং ওয়ার্ডের বগী গ্রামে গাউছ ফারুকী পঞ্চায়েতের বাড়ি, • ৭ নং ওয়ার্ডের আনোয়ার খলিফার বাড়ি, • ৭ নং ওয়ার্ডের হেমায়েত পঞ্চায়েত এর বাড়ি, • ৭ নং ওয়ার্ডের সেইজ উদ্দিন হালদারের বাড়ি, • ৮ নং ওয়ার্ডের চালতেবুনিয়া গ্রামের শেখ ওবায়দুল বাড়ির পুকুর • ৮ নং ওয়ার্ডের নুরুলহক ফকির বাড়ির পুকুর • ৮ নং ওয়ার্ডের জাকির হোসেন পান্না বাড়ির পুকুর • ৮ নং ওয়ার্ডের মোফাজ্জেল হোসেন পঞ্চবায়েত বাড়ির পুকুর • ৮ নং ওয়ার্ডের রাবেয়া মেম্বারের বাড়ির পুকুর খনন ও পুনঃখনন • ৯ নং ওয়ার্ডের গুড়িয়াখালী গ্রামের আব্দুর রশিদ জমাদ্দার মেম্বরবাড়ির পুকুর • ৯ নং ওয়ার্ডের কাবাজ উদ্দিন বাড়ির পুকুর • ৯ নং ওয়ার্ডের মজিবর হালদার বাড়ির পুকুর				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		● ৯ নং ওয়ার্ডের সেকেন্দার সওদাগর এর বাড়ির পুকুর খনন।				
১০	**কালভার্ট নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৬৯ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৩ লক্ষ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-নভেম্বর – এপ্রিল)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে রশিদ তালুকদারের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ১ নং ওয়ার্ডে সুলতান আমিনের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ২ নং ওয়ার্ডে রশিদ সরদারের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৩নং ওয়ার্ডে রশিদ ফকিরের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৩ নং ওয়ার্ডে হাজী আছাম আলীর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৪ নং ওয়ার্ডে মালসা মোসারেফ ফরাজীর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৪ নং ওয়ার্ডে ছালাম হালদারের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৫ নং ওয়ার্ডে শিংবাড়ি নয় কুড়া খালের উপর- ১টি ● ৫ নং ওয়ার্ডে আমড়াগাছিয়া জামাল হালদারের বাড়ির সামনে খালের উপর- ১টি ● ৬ নং ওয়ার্ডে বেদ্দি বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৬ নং ওয়ার্ডে হাবিব হাওলাদারের মাদ্রাসার পাশে খালের উপর- ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে রাজাপুর বাজার মাছের টল সেটের পাশে খালের উপর- ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে আজিজ কারীর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৮ নং ওয়ার্ডে কুদ্দুস খানের বাড়ির সামনে খালের উপর- ১টি ● ৮ নং ওয়ার্ডে ছুট্টু খাঁর পুকুর সংলগ্ন খালের উপর- ১টি ● ৯ নং ওয়ার্ডে হোগল পাতি হামিদ গং এর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৯নং ওয়ার্ডে হেলাবুনিয়া গগণ বাবুর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি **রায়েন্দা ইউনিয়ন** ● ১ নং ওয়ার্ডে আজিজ তরফদার এর বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ১ নং ওয়ার্ডে হালিম খাঁন বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ২ নং ওয়ার্ডে মহিদ মিস্ত্রি বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ২নং ওয়ার্ডে হাতিম ফরাজীর বাড়ির সামনে খালের উপর- ১টি ● ২ নং ওয়ার্ডে মুক্ত মেম্বার বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি ● ৫ নং ওয়ার্ডে টি এন টি অফিসের সামনে ১টি ● ৫নং ওয়ার্ডে উত্তর কদমতলা সাইক্লোন সেল্টার এর সামনে ১টি ● ৫ নং ওয়ার্ডে নজরুল খাঁর বাড়ির সামনে খালের উপর- ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে খলিল মোল্লার বাড়ির সামনে ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে হাকিম পলানের বাড়ির সামনে ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে রশিদ খানের বাড়ির সামনে ১টি ● ৭ নং ওয়ার্ডে ফজলু হাওলাদারের বাড়ির সামনে ১টি ● ৯ নং ওয়ার্ডে রাজেশ্বর জলিল মাষ্টারের বাড়ির সামনে ১টি	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ৯ নং ওয়ার্ডে রুহুল আমিন খানের বাড়ির সামনে ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে কালু জমাদারের বাড়ির সামনে ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে ইউনুস হালদারের বাড়ির সামনে ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে হাতেম পুরের আনসারের বাড়ির সামনে ১ট • ৪ নং ওয়ার্ডে আমির হোসেনের বাড়ির সামনে ১টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • ৯ নং ওয়ার্ডে মোসারফ আঁকনের বাড়ির পাশে- ১টি • ৯ নং ওয়ার্ডে জিলবুনিয়া তুজাম্বর আঁকনের বাড়ির পাশে কদমতলা খালের উপর- ১টি • ৯ নং ওয়ার্ডে আবু জাফরের বাড়ির সামনে ১টি • ৯ নং ওয়ার্ডে ফরাজী বাড়ির সামনে খালের উপর ১টি • ৯ নং ওয়ার্ডে সরদার বাড়ির সামনে খালের উপর ১টি • ৯ নং ওয়ার্ডে মোজাফফর এর বাড়ির সামনে খালের উপর ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে মুকুল বিদ্যালয়ের পাশে খালের উপর- ১টি • ৪ নং ওয়ার্ডে আইযুব আলী হাওলাদার বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে নলবুনিয়া আই পি এস ক্লাবের ড্রেনের উপরে- ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে আবুল ফরাজীর বাড়ির সামনে রাস্তার উপর- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে মধ্য খোন্তাকাটা দেলোয়ারের বাড়ির পাশে খালের উপর- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে হেমায়েত মুন্সির বাড়ির পাশে- খালের উপর- ১টি • ৫ নং ওয়ার্ডে ইসাহাক ফরাজীর বাড়ির সামনে খালের উপর- ১টি • ৩ নং ওয়ার্ডে পুলিন বিহারের খালের উপর- ১টি • ৩ নং ওয়ার্ডে রোকমান জমাদ্দারের খালের উপর- ১টি • ২ নং ওয়ার্ডে মোসারফ আঁকনের বাড়ির পাশে- ১টি • ২ নং ওয়ার্ডে মোসারফ বয়াতীর বাড়ির সামনে • ৬ নং ওয়ার্ডে আকন্দপাড়া মাদ্রাসার সম্মুখে ১টি • ৬ নং ওয়ার্ডে মাঠের পাড় বালিকা বিঃ সম্মুখে ১টি • ৬ নং ওয়ার্ডে আলী গাজীর বাড়ির সাথে খালের উপর ১টি ও • ৭ নং ওয়ার্ডে আঃ আজিজ মোল্লার বাড়ির পাশে খালের উপর ১টি • ১ নং ওয়ার্ডে ইসাহাক মাষ্টারের বাড়ির পাশে ১টি ও • ১ নং ওয়ার্ডে বানিয়াখালী খালের উপর ১টি **সাউথখালী ইউনিয়ন** • ২ নং ওয়ার্ডে সামসুল হক হাওলাদারের বাড়ির সামনে ১টি • ২ নং ওয়ার্ডে উত্তর বকুল তলা রেকডী খালের উপর ১টি • ৬ নং ওয়ার্ডে জলিল মাতুব্বারের বাড়ির সামনে ১টি • ৬ নং ওয়ার্ডে নজীর আহম্মেদের বাড়ির সামনে ১টি • ৬ নং ওয়ার্ডে বাহাদুর খাঁন বাড়ির সামনে ১টি				

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
		• ১ নং ওয়ার্ডে মান্নানের বাড়ির সামনে ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে মোতালেব খানের বাড়ির পিছনে ১টি • ৮ নং ওয়ার্ডে কালী বাড়ির সামনে ১টি • ৭ নং ওয়ার্ডে মান্নান খলিফার বাড়ির সামনে ১টি • ৭ নং ওয়ার্ডে শামশের গাজীর বাড়ির সামনে ১টি।				
১১	**শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ উঁচুকরণ** (লক্ষমাত্রা-১৭ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ৩ লক্ষ টাকা / প্রতিটি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-ডিসেম্বর – এপ্রিল)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** • নলবুনিয়া সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৩) • আমড়াগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৯) • ইউনাইটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ২) ও • রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৭)। **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • রায়েন্দা পাইলট স্কুল (ওয়ার্ড- ৫) • জনতা মাদ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৪) ও • লাকুড়তলা স্কুল মাঠ (ওয়ার্ড- ৮) **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • বানিয়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৩) • শরণখোলা ডিগ্রি কলেজ মাঠ (ওয়ার্ড- ৭) ও • আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড- ৭)। **সাউথখালী ইউনিয়ন** • তাফালবাড়ি কলিজিয়েট স্কুল মাঠ (ওয়ার্ড- ৪) • সুন্দরবন সরকারি বিদ্যালয় মাঠ (ওয়ার্ড- ৮) • সুন্দরবন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা মাঠ (ওয়ার্ড- ৭) • বগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড- ৭) • সোনাতলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা (ওয়ার্ড- ১) • খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (ওয়ার্ড- ৯) ও • সাউথখালী বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠ (ওয়ার্ড- ৩)।	√	√	√	√
১২	**বৃক্ষ রোপন** (লক্ষমাত্রা-২২৩ কিলোমিটার ; সম্ভাব্য বাজেট- ১১ হাজার টাকা / কি:মি ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য মাস-মে – জুলাই)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** • ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড এর সকল রাস্তার দুই পাশ দিয়ে আনুমানিক ৫৭ কিঃমিঃ **রায়েন্দা ইউনিয়ন** • ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড এর সকল রাস্তার দুই পাশ দিয়ে আনুমানিক ৫৫ কিঃমিঃ **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** • ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড এর সকল রাস্তার দুই পাশ দিয়ে আনুমানিক ৬১ কিঃমিঃ **সাউথখালী ইউনিয়ন** • ১ হতে ৯ নং ওয়ার্ড এর সকল রাস্তার দুই পাশ দিয়ে আনুমানিক ৬০ কিঃমিঃ	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
১৩	**আপদ সহনশীল বাড়ি নির্মাণ** (লক্ষমাত্রা-৮১০ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ১.৫ লক্ষ টাকা / প্রতিটি)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ১৮০ টি **রায়েন্দা ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ১৮০ টি **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ১৮০ টি **সাউথখালী ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৩০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ২৭০ টি	√	√	-	√
১৪	**দুস্থ্য মহিলাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা** (গাভি পালন, ছাগল পালন, হস্তশিল্প ইত্যাদি) -লক্ষমাত্রা)৩৬০ জন ; -সম্ভাব্য বাজেট২৫ হাজার টাকা(প্রতি /	**ধানসাগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ১০ জন করে) **রায়েন্দা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ১০ জন করে) **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ১০ জন করে) **সাউথখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৯০ জন (ওয়ার্ড ভিত্তিক ১০ জন করে)	√	√	√	√
১৫	**আপদ সহনশীল কৃষি প্রদর্শনী প্লট তৈরি করা** -লক্ষমাত্রা)১২০টি ; প্রতিটি-সম্ভাব্য বাজেট ২০ হাজার টাকা ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য -মাসরবিও ১ খরিপ , ২ খরিপ)	**ধানসাগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রদর্শনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রায়েন্দা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রদর্শনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রদর্শনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **সাউথখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩০ টি আপদ সহনশীল কৃষি প্রদর্শনী প্লট (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	√	-	√
১৬	**প্রতিবন্ধি বান্ধব দুর্যোগসহনশীল বাড়ি নির্মাণ** -লক্ষমাত্রা)১৪৪ টি ; -সম্ভাব্য বাজেটপ্রতিটি ২.৫ লক্ষ টাকা ; বাস্তবায়নের সম্ভাব্য ডিসেম্বর-মাস– এপ্রিল(	**ধানসাগর ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩৬ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **রায়েন্দা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩৬ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩৬ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক) **সাউথখালী ইউনিয়ন** > সমগ্র ইউনিয়নে ৩৬ টি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	√	√	-	√
১৭	**জীবিকার জন্য গরীব জেলেদের সহায়তা প্রদান** (মাছ ধরা নৌকা ও মাছ ধরা জাল) (লক্ষমাত্রা-২৯৭ জন; সম্ভাব্য বাজেট-	**ধানসাগর ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৮ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৭২ টি পরিবারে। **রায়েন্দা ইউনিয়ন** ● প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি পরিবারে। **খোন্তাকাটা ইউনিয়ন**	√	√	√	√

ক্রমিক	কার্যক্রম	কোথায় করবে	কে করবে			
			উপ জেলা	কমিউ নিটি	ইউ পি	এন জিও
	২৫০০০টাকা / জন)	• প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৫ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৪৫ টি পরিবারে। **সাউথখালী ইউনিয়ন** • প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ টি করে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯০ টি পরিবারে।				
১৮	**চিংড়ী ভাইরাস ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা** (লক্ষমাত্রা-৯০০ জন; সম্ভাব্য বাজেট- ৪.৫ লক্ষ টাকা)	• উপজেলার সকল মৎস্যজীবিদের নিয়ে চিংড়ী ভাইরাস ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা	√	-	-	√
১৯	**দুর্যোগ সহনশীল কৃষি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি** (লক্ষমাত্রা-৫০০০জন; সম্ভাব্য বাজেট- ২৫ লক্ষ টাকা)	• উপজেলার সকল কৃষকদের নিয়ে দুর্যোগ সহনশীল কৃষি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	√	-	-	√
২০	**স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি** (লক্ষমাত্রা-১৮০০ জন; সম্ভাব্য বাজেট- ৯ লক্ষ টাকা)	• সকল ইউনিয়নের বিপদাপন্ন গ্রাম গুলোতে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	√	-	-	√
২১	**অধিপরামর্শ গ্রহণ** (কৃষি, মৎস্য, ভূমি) (লক্ষমাত্রা-৩ টি ; সম্ভাব্য বাজেট- ১.৫ লক্ষ টাকা)	• উপজেলা পরিষদ, সুশীলসমাজ, এনজিও নিয়ে অধিপরামর্শ গ্রহণ (কৃষি, মৎস্য, ভূমি)	-	√	-	√
২২	**দুর্যোগ ও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ** (স্বেচ্ছাসেবক) (লক্ষমাত্রা-৩৬০ জন; সম্ভাব্য বাজেট- ১.৮ লক্ষ টাকা)	• প্রতিটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবদের দুর্যোগ ও আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	-	-	-	√
২৩	**মহড়ার আয়োজন করা** (দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) (লক্ষমাত্রা-৪ টি; সম্ভাব্য বাজেট- ২ লক্ষ টাকা)	• প্রতিটি ইউনিয়নে মহড়ার আয়োজন করা (দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	-	-	-	√

চতুর্থ অধ্যায়:
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC):

শরণখোলা উপজেলায় দুর্যোগকালে একটি জরুরী অপারেশন সেন্টার গঠিত হয়। উক্ত সেন্টার দুর্যোগ কালে সাড়া প্রদানের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ও সাথে সাথে সমন্বয় প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, জরুরী অপারেশন সেন্টার ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। উক্ত সময়ে ঐ সেন্টার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পরীক্ষণ, পরিদর্শণ ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

জরুরী অপারেশন সেন্টার টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর রুমে খোলা হয়। ঐ সেন্টারে দুইটি মোবাইল ব্যবহার করা হয় যার নম্বর ০১৯১৪- ৮৮৩৮২৫ ও ০১৭২৫- ৮৮৯৮৬৩। এই সেন্টার দুর্যোগে ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, প্রদর্শণ করে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১ টি অপারেশন রুম, ১ টি কন্ট্রোল রুম ও ১ টি যোগাযোগের রুম থাকে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরের তালিকা প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০-০০৯৯৯১
২	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
৩	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৪	সৌমিত্র সরকার	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০১৯
৫	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২
৬	মোঃ ফেরদৌস আনসারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০৪৭
৭	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১৮- ৬০৬৬২৭
৮	আলমগীর হোসেন	সিপিপি প্রতিনিধি	০১৭২৮-৮৩৭৮৬৯

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর পরই জেলা/উপজেলা পর্যায়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- জেলা/উপজেলার দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ/জেলা সদরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কে কোন সময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্ব কালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা/উপজেলার ম্যাপ, বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামের যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাঁধ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়ীত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাচাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছা সেবকদের প্রস্তুত রাখা	জন	৪ টি ইউনিয়নে মোট ৩০০	ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ইউপি চেয়ারম্যান	UzDMC ও বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	প্রশিক্ষণ প্রদান, সরঞ্জাম সরবরাহ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ	ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
২	সতর্কবার্তা প্রচার	জনসংখ্যা	৪ টি ইউনিয়নে ১০০%	সতর্কবার্তা পাওয়ার সাথে সাথে	দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক	গ্রামপুলিশ	মাইক্রোফোন, মেগাফোন, সাইরেন ও ড্রাম বাজিয়ে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৩	নৌকা/ গাড়ী/ ভ্যান প্রস্তুত রাখা	সংখ্যা	৪ টি ইউনিয়নে ৪০ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভাব্য ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	UP সদস্য	নৌকা, গাড়ী ও ভ্যান চালকের সাথে আলোচনা করে ও তাদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	ঐ
৪	উদ্ধার কাজ ব্যবস্থাপনা	জনসংখ্যা	১৮০	ঐ	ঐ	বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	উদ্ধার কাজ করতে পারে এমন কিছু স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ করে ওরিয়েন্টেশন প্রদান এবং জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ প্রদান	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা / স্বাস্থ্য	সংখ্যা	৪ টি ইউনিয়নে ৪ টি	ঐ	ঐ	ঐ	নিকটের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যোগাযোগ ও ফোন নং সংরক্ষণ করা	উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ
৬	সৎকার/ মাটিতে পোতা	সংখ্যা	৪০০ জন	ঐ	ঐ	কমিউনিটির জনগণ	নির্দিষ্ট স্থানে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
৭	শুকনা খাবার, ডাল/চাল গৃহ নির্মাণ উপকরণ ও জীবন	শুকনা খাবার	১২ টন	দুর্যোগের পূর্বে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।	স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	কমিউনিটি ও সংস্থা যারা খাবার ও ঔষধ দিতে পারে তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা ও ফোন নং সংগ্রহ করে	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ
		ডাল/চাল	৮ টন					

ক্র. নং	কাজ	একক	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	ঔষধ	২০০ জন					
৮	গবাদীপশুর চিকিৎসা /টিকা	ঔষধ	৬০০ টি	দুর্যোগের পূর্বে ও পরে	ইউনিয়ন কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি	কমিউনিটির জনগণ	ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে	UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির এবং উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ
৯	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	সংখ্যা	৭৬ টি	দুর্যোগের পূর্বে / সম্ভাব্য ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ঐ	সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং কমিউনিটির জনগণ	সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিদর্শণ করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধান করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১০	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	দল	১২ টি	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব প্রতিষ্ঠান / ব্যক্তি ত্রাণ দিবে তাদের সাথে যোগাযোগ করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
১১	মহড়ার আয়োজন করা	সংখ্যা মোট	১৬	ঐ	ঐ	ঐ	যে সব এলাকায় বেশি দুর্যোগ প্রবন সে সব এলাকায় সরাসরি স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিটির জনগণকে সাথে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বিভিন্ন আপদের উপর মহড়া করা	UzDMC ও UDMC দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ।
		সতর্কবার্তা	৪					
		অপসারণ	৪					
		উদ্ধার	৪					
		প্রা. চিকিৎসা	৪					
১২	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	অপারেশন সেন্টার	১ রুম	দুর্যোগের পূর্বে	উপজেলা ও ইউপি	উপজেলা ও ইউপি দুর্যোগ ব্যস্থাপনা সদস্যদের	কন্ট্রোল রুমের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ করা	জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে যোগাযোগ
		কন্ট্রোল রুম	১ রুম					
		যোগাযোগ রুম	১ রুম					

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে দল গঠন করা।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার, অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়ীত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ঘন্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহা বিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল মাদ্রাসার ঘন্টা বিপদ সংকেত হিসাবে একটানা ভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগনকে অপসারনের ব্যবস্থাদী

- রেডিও, টেলিভিশন মারফত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারনের কাজ শুরু করার বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারনের কাজ শুরু করবেন।
- ৮ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দল বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দেবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যাস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য জেলা/উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- অস্থায়ী স্বাস্থ ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ্য ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃত দেহ সৎকার ও মৃত গবাদিপশু মাটি দেবার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ড ভিত্তিক দায়ীত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবণ মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানের বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিত করণ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবা সমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরুরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তা করণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলি ইঞ্জিন চালিত নৌকা রয়েছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহার হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকার মালিকগণ তাদের এ কাজে সহায়তা করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নাম্বার সংরক্ষীত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতি, চাহিদা নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ:

- দুর্যোগ অব্যহতির পর পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে "এসওএস ফরম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড" ফরমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ড প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণ কারী দল আসলে তারা কি পরিমান ত্রাণ সামগ্রী, পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুঃস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের পরিমান ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমান/সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগনের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিক ভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরণ ও গৃহ নির্মানের উপকরণ যেমন ঢেউ টিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রের তালিকা নির্মাণ ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করবে।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সি ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদিপশুর চিকিৎসা / টিকা

- উপজেলা প্রানীসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঐষধ সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ভবন অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রানী চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রানী চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্ত করানোর ব্যবস্থা করতে হবে

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রান কার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্টিকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের সময় অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে করতে হবে।

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়ীত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়ীত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে বিদা-রাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়ীত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বক্ষনিক ভাবে তত্তাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দুরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ জেলা / উপজেলার নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম/ ওয়ার্ড	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	রাজাপুর মাটির কিল্লা	ধানসাগর ইউ: ওয়ার্ড- ৬	**৪০০০**	প্রায় সবগুলো আশ্রয় কেন্দ্রে পানি ও আলোর ব্যবস্থা নাই। এগুলোর ব্যবস্থা করা খুবই জরুরী। এছাড়া কিছু কিছু আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা খুবই প্রয়োজন।
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	চর মেহের আলী আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	৪৫০	
	আলোর কোল আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	৫৫০	
	সুন্দরবন অফিস কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	৪৫০	
	মাঝের কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	৫৫০	
	শাওলার চর	সুন্দরবন রেঞ্জ	৪৫০	
	জলের ঘাট আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/১	৫৫০	
	শরণখোলা আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/৯	৫৫০	
	রসুলপুর ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	রায়েন্দা/২	৪৫০	
	উত্তর তাফালবাড়ি আশ্রয়কেন্দ্র	রায়েন্দা/৭	৫৫০	
	চাল রায়েন্দা আশ্রয়কেন্দ্র	রায়েন্দা/৮	৪৫০	
স্কুল কাম সেল্টার	তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৪	৫৫০	
	সাইথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৬	৪৫০	
	বগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৭	৫৫০	
	বকুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/২	৪৫০	
	এসবি তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৩	৫৫০	
	সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/১	৫৫০	
	চালতেবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৮	৪৫০	
	দক্ষিণ খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৯	৫৫০	
	সাউথখালী সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন- ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/৫	৫৫০	
	সিএসবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সাউথখালী/৬	৪৫০	
	চাল রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/৮	৪৫০	
	পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/১	৫৫০	
	দক্ষিণ রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/২	৫৫০	
	ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/৩	৪৫০	
	পূর্ব খাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/৪	৫৫০	
	রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রায়েন্দা/৫	৪৫০	
	উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক	রায়েন্দা/৬	৫৫০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম/ ওয়ার্ড	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
	জনতা সরকারি প্রাথমিক	রায়েন্দা/৪	৫৫০	
	রাজেস্বর সরকারি প্রাথমিক	রায়েন্দা/৯	৫৫০	
	কদমতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ	রায়েন্দা/৬	৪৫০	
	লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	রায়েন্দা/৮	৫৫০	
	লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন	রায়েন্দা/৬	৫৫০	
	৮ নং আমড়াগাছীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানসাগর/৫	৫৫০	
	৯ নং দক্ষিণ নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানসাগর/৩	৫৫০	
	১০ নং মঠের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৬	৪৫০	
	১১ নং বিজানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/২	৫৫০	
	১২ নং বিধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/১	৫৫০	
	১৩ নং খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৫	৫৫০	
	১৪ নং মঠের পাড় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৬	৫৫০	
	১৫ নং রাজৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৭	৪৫০	
	১৬ নং গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৮	৫৫০	
	৩১ নং টি টি এন্ড সি ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৮	৫৫০	
	৩৩ নং বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৩	৪৫০	
	খোন্তাকাটা ইউনাইটেড সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৪	৫৫০	
	৬৫ নং দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খোন্তাকাটা/৫	৫৫০	
	১ নং খেজুর বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানসাগর/১	৫৫০	
	ধানসাগর ইউনাইটেড সঃপ্রাঃবিঃ	ধানসাগর/২	৫৫০	
	রাজাপুর বাজার সঃপ্রাঃবিঃ	ধানসাগর/৭	৫৫০	
	ইয়াছিন মেমোরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ	ধানসাগর/৩	৫৫০	
	৪ নং পূর্ব আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানসাগর/৫	৭৫০	
	৬ নং পশ্চিম নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধানসাগর/৩	৪৫০	
সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	সাউথখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/৪	৪৫০	দুর্যোগকালীন সময়ে চাহিদার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়।
	আশার আলো মসজিদ কাম সাইক্লোন সেল্টার	সাউথখালী/৬	৪৫০	
	চালতাবুনিয়া সুন্দরবন হাইস্কুল- আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/৮	৪৫০	
	সুন্দরবন দাখিল মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র	সাউথখালী/৭	৪৫০	
	রায়েন্দা বাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	রায়েন্দা/৫	৪৫০	
	খাদা গগন মেমোরিয়াল মাদ্রাসা সংলগ্ন আশ্রয়কেন্দ্র	রায়েন্দা/৪	৪৫০	
	আশার আলো মসজিদ কাম সাইক্লোন সেল্টার	রায়েন্দা/৩	৪৫০	
	চাল রায়েন্দা দরুল হেদায়েত মাদ্রাসা	রায়েন্দা/৩	৪৫০	
	খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	খোন্তাকাটা/৭	৫৫০	
	রাধালক্ষী বালিকা বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র	ধানসাগর/২	৪৫০	
	মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ১	ধানসাগর/২	৫৫০	
	মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ২	ধানসাগর/২	২০০	
	রাজাপুর বাজারের সালেহিয়া মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র	ধানসাগর/৮	৫৫০	
ইউনিয়ন পরিষদ	ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	ধানসাগর/৯	৫৫০	
	খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	খোন্তাকাটা	৫০০	

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম/ ওয়ার্ড	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
ভবন	সাউতখালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	সাউথখালী	৬০০	
	রায়েন্দা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	রায়েন্দা	৬৫০	
উঁচু রাস্তা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করার মত কোন উঁচু রাস্তা নাই।			

এই সকল আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং স্কুল কাম সেল্টার গুলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। আশ্রয়কেন্দ্রে ও স্কুল কাম সেল্টার গুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নাই। আশ্রয়কেন্দ্রগুলি ব্যবহার উপযোগী করার জন্য সংস্কার/ মেরামতের প্রয়োজন। বেশির ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রের সাথে বসতির সংযোগ রাস্তা ব্যবহার অনুপোযোগী বিধায় রাস্তাগুলো পুণ:সংস্কার ও উঁচু করার প্রয়োজন। এছাড়া বেশির ভাগ আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে আলো ও খাবার পানির কোন ব্যবস্থা নাই।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন :

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি :

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতি সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসির সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়ীত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায় (আশ্রয়কেন্দ্র বিষয়ে) দায়িত্বসম্পন্ন ধারনা দেয়া-
- এলাকাবাসির সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে এবং সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করেবন :

- নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- উচু রাস্তা

আশ্রয় কেন্দ্রে কি কি লক্ষ্য রাখতে হবে :

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরি/কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল ইত্যাদি)/পিানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- খাবার পানি ফুটানোর ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা রাখা
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্না সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরী ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাবার সময় তা ঠিকমত ফেরত দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবস্থাপনার জন্য নিকটবর্তী স্বেচ্ছাসেবকের দায়ীত্ব গ্রহণ করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রে ব্যবহার :

- আশ্রয়কেন্দ্র মূলত: দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্ক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও স্কুল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়ারলেস ষ্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ :

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র শুষ্ঠু ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা-জানালা বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করে স্থানীয় ভাবে উদ্দোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিত ভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইডলাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসাবে থাকবে।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
মাটির কিল্লা	রাজাপুর মাটির কিল্লা (ধানসাগর ইউনিয়নে ওয়ার্ড- ৬)	মোঃ শাহাজান দুলাল ও মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	০১৭১৫- ১৬৭০২৭ ০১৭১৯- ৪৮৭০৫৮	
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	জলের ঘাট আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ করিম হোসেন	০১৭৭৪০১৭০০১	
	শরণখোলা আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	
	রসুলপুর ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	আব্দুল মালেক	০১১৯৭২৪৯৩৩০	
	উত্তর তাফালবাড়ি আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭২১৮৩৫৫১৬	
	চাল রায়েন্দা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ রফিক	০১৭৭০২০০২১০	
	চর মেহের আলী আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
	আলোর কোল আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
	সুন্দরবন অফিস কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
	মাঝের কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
	শাওলার চর	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
	তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনতোষচন্দ্র তরুয়া	০১৭২৪৩৯৫০২২	
	সাইথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৌরাঙ্গ লাল মিস্ত্রী	০১৭১৭২৪৯০৭১	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
স্কুল কাম সেল্টার	বগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোতালেব হোসেন	০১৭১৪৪৮২১৩৪	
	বকুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ শাহ আলম	০১৭১০৪৭৫০২৬	
	এসবি তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেলায়েত হোসাইন	০১৭১৫৪৪৮৪৪৩	
	সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রুস্তম আলী	০১৭১৬৫০২৪৫৮	
	চালতেবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তহমিনা আক্তার	০১৭৭৭১৫৫৮৯৮	
	দক্ষিণ খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিঃ	আব্দুল মজিদ	০১৭২১১১৬৬৯০	
	সাউথখালী সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন- ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ রহিম হালদার**	০১৭৭১৬৮৪৯০১	
	সিএসবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিলকিচ জাহান	০১৭৩৫৬৮৬৮৮১	
	চাল রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃ আজিজ হাওলাদার	০১৭৩৫৬৮৬৯২০	
	পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন হালদার	০১৭২১৩৯৫৪৬৩	
	দক্ষিণ রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নাজমুল হক	০১৭১৬৪৪৯০০৯	
	ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ লুৎফর রহমান	০১৭১৬৬০৪১২৭	
	পূর্ব খাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আলমগীর	০১৭১৪৬৬২৮০৫	
	রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ছাউয়েদুল হক	০১৯১৪৭৭৫৭৪৬	
	উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক	আঃ খালেক হাওলাদার	০১৯১২৩০২১৬৪	
	জনতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবদুর রব হাওলাদার	০১৭৭০০১৭০০১	
	রাজেস্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুনীল কুমার মল্লিক	০১৭৪৫৩৯৮৫৬৫	
	কদমতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ	আব্দুল আওয়াল	০১৭৩১৫০৩২৭৪	
	লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ সাইদুর	০১৯৪৯৮৫১৭০১৮	
	লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন	রেশমা আক্তার	০১৭১৯৮৯৯৬৪২	
	আমড়াগাছীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ছাউয়েদুর রহমান	০১৭১৯৮৩৮০৭১	
	দক্ষিণ নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিপুল বিহারী রায়	০১৭১১১৯০১৩৬	
	মঠের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আঃ আউয়াল	০১৭৩১৩৫৭৯০২	
	বিজানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ সরওয়ার আলম	০১৭১৬৭২৫১১১	
	বিধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অরবিন্দ মজুমদার	০১৭১৯৬৯০৮৭১	
	খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হারুন অর রশিদ	০১৭২৯৫৪৯০৪৭	
	মঠের পাড় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়	কামরুন্নাহার	০১৭৪৯৭২১৮৫৩	
	রাজৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাকিয়া খাঁনম	০১৭৩৬০০০০১১	
	গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ জহুরুল হক গাজী	০১৯১৪৬১৭৩৪৮	
	টি টি এন্ড সি ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেলিমা আকতার	০১৭১৮৭৭৪৫০৭	
	বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আঃ লতিফ খাঁন	০১৭১২৫৫০০৯৬	
	খোন্তাকাটা ইউনাইটেড সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হারুন আর রশিদ	০১৭২৯৫৪৯০৪৭	
	দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৯৮২১২২৬০৬	
	খেজুর বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তরুন কান্তি হালদার	০১৭১৫৪৩৫৬৬৭	
	ধানসাগর ইউনাইটেড সঃপ্রাঃবিঃ	রানী হালদার	০১৭৩১০৭৮৬৬৪	
	রাজাপুর বাজার সঃপ্রাঃবিঃ	মোঃ সরোয়ার হোসেন	০১৭২২১৯২২৫৯	
	ইয়াছিন মেমোরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ	কেশব চন্দ্র রায়	০১৭১৩৯২২৪৩৩	
	পূর্ব আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খুশী রানী সুতার	০১৭১০৭৭৭৬৮২	
	পশ্চিম নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হারুন হালদার	০১৭৮০৩০৩৮১০	
	সাউথখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	**আরিফ হোসেন**	০১৯১২২১১৭০১	

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপাপ্ত ব্যক্তির নাম	মোবাইল নং	মন্তব্য
	আশার আলো মসজিদ কাম সাইক্লোন সেল্টার	মোঃকাদের হালদার	০১৮২৫১৭৭০১২	
	সুন্দরবন দাখিল মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র	মোসা: রাহেলা বেগম	০১৯২০৭৭০০১০	
সরকারি / বেসরকারি প্রতিষ্ঠান				
	খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ বেলাল হোসেন	০১৯২০০১৭০০১	
	রাধালক্ষী বালিকা বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ খুশি বেগম	০১৭১১০০০১৯২	
	মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ১	-	-	
	মাতৃভাষা কলেজ আশ্রয়কেন্দ্র- ২	-	--	
	রাজাপুর বাজারের সালেহিয়া মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র	-	-	
ইউপি ভবন	ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শাহজাহান দুলাল	০১৭১৫- ১৬৭০২৭	
	খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩	
	রায়েন্দা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	০১৭১৬- ৩২১৭৮০	
	সাউথখালী ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	০১৭১৮- ০৬০৭৮০	

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
আশ্রয়কেন্দ্র	৭৬ টি	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষক	আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রতিটি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়েছে এবং অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। টিউবওয়েল, ল্যাট্রিনসহ সংস্কার করা প্রয়োজন।
বড় মেগাফোন (মাইক)	৮	চেয়ারম্যান	
ছোট মেগাফোন (হ্যান্ড মাইক)	২০	মেম্বার	
লাইফ জ্যাকট	৫০০	-	
গামবুট	১০	-	
সাইরেন	১	-	অধিকাংশ ইউনিয়নে লাইফ জ্যাকেট, গামবুট, রেইন কোর্ট, রেডিওসহ প্রায় সব জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে।
হেলমেট	২০	-	
টর্চ লাইট	১০	-	
ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড (পতাকাসহ)	৪	-	
স্ট্রেচার	৫	-	
রেডিও	৫	-	দীর্ঘদিন বড় কোন দুর্যোগ না হওয়া কিছু সম্পদ ইউনিয়ন সিপিপি অফিসে রয়েছে আর কিছু ইউনিট টিম লিডার, ইউনিট সদস্যদের কাছে রয়েছে।
ফাস্ট এইড বক্স	৫০	-	
টেবিল	২	-	
চেয়ার	১০	-	
আলমিরা	২	-	

৪.৬ অর্থায়ন:

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার, ইজারা, খাল-বিল ইজারার মাধ্যমে এবং কিছু ব্যবসা বানিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানিং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারার ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই। যাতে আয় এর মূল উৎস করে গেছে। তবে সরকার বর্মানে ভূমি রেজিষ্ট্রেশনের থেকে ১% আয় ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন। পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই আয় দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকি টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানিং সরকার বাৎসরিক ভাবে ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

উৎস / ধরণ	বাৎসরিক আয়				
	সাউথখালী	রায়েন্দা	খোন্তাকাটা	ধানসাগর	মোট
বসত বাড়ির বাৎসরিক ট্যাক্স	৩৫০০০০	৬১২৫৫	৬৯৪০৫	৭৯০৪০	৫৫৯৭০০
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু ও লাইসেন্স পারমিট ফি	৩০০০০	৫৭৩০০	৫৭০০	৫৫৫০	৯৮৫৫০
ইজারা বাবদ (হাট, বাজার, ঘাট, পুকুর, খোয়াড় ইজারা ইত্যাদি)	৩৬০০০০	১৫২০৯৪	১৬৭৪০৯	২৭২২৭৩	৯৫১৭৭৬
সম্পত্তি হতে আয়	-	-	১০০০০	৬৮৪০০	৭৮৪০০
ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল	২৭০০০০	-	১২৫১	১১৪৭২	২৮২৭২৩
অন্যান্য	৫০০০	-	-	১১৩৫০	১৬৩৫০

(খ) সরকারি সূত্রে অনুদান

উন্নয়ন খাত:

খাতের ধরণ	বাৎসরিক অনুদান				
	সাউথখালী	রায়েন্দা	খোন্তাকাটা	ধানসাগর	৪ টি ইউনিয়নে মোট
কৃষি, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, রাস্তা মেরামত	-	-	-	-	
উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এল.জি.এস.পি)	১৫১০০০০	১৪৭০১৭৩	১৪৪৬৫০৭	১০৭৬৩০৪	৫৫০২৯৮৪
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৬০৪১০০	২৬১০০০	১৬৫২১৪	৫২৭৭০	১০৮৩০৮৪
ভূমি হস্তান্তর কর ১%	৩০০০০	৪৮৬৭৬৪	৫৫৯৮৬৪	৪১৯৬৬৯	১৪৯৬২৯৭

সংস্থাপন:

ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা:

চেয়ারম্যান (৪ জন) প্রতি: সরকারি: ১৪৭৫ এবং পরিষদ থেকে: ১৫২৫ টাকা

এম ইউ পি (৪৮ জন) প্রতি: সরকারি: ৯৫০ এবং পরিষদ থেকে: ১২০০ টাকা

সচিব (স্কেল) ৪ জন: ৪৮০৪২ টাকা

দফাদার (৪ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ২১০০ টাকা

গ্রাম পুলিশ (৪ টি ইউনিয়ন) প্রতি জন: ১৯০০ টাকা

গ) স্থানীয় সরকার:

স্থানীয় সরকার	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা				
	সাউথখালী	রায়েন্দা	খোন্তাকাটা	ধানসাগর	
উপজেলা পরিষদ	২০০০০০০		১৫০০০	-	
জেলা পরিষদ					-

(ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম	বাৎসরিক প্রদেয় টাকা				
	সাউথখালী	রায়েন্দা	খোন্তাকাটা	ধানসাগর	
সিডিএমপি	-		-	-	-
এডিপি	-		১০০০০০০	২৩০০০০০	-

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের স্বক্ষমতা, স্বচ্ছতা সর্বপরি সু-শ্বাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গুলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে বিবেচনা করে প্রকল্প নির্মাণ, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি-
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি

- **পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি-** ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি (চেয়ারম্যান, সচিব, এনজিও প্রতিনিধি, সাধারণ কমিটি থেকে ২ জন সদস্য)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১
২.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৩.	সৌমিত্র সরকার	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০১৯
৪.	মোঃ ফেরদৌস আনসারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০৪৭
৫	আ: খালেক	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭১২-৯৯৫৩৫৯

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বিষয় ভিত্তিক পরিকল্পনার কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেওয়া।
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তব সম্মত অর্থাৎ সু-নির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি - ৭ সদস্য কিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি (চেয়ারম্যান, সচিব, মহিলা সদস্য, সরকারি প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, সাধারণ কমিটি থেকে ২ জন সদস্য)

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
২.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৩.	মোঃ হাসি বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	০১৭২৪৫৩৬৩১৬
৪.	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২
৫.	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১৭- ৮৮৬১১৬
৬.	আলমগীর হোসেন	উপজেলা টিম লিডার সিপিপি	০১৭২৮- ৮৩৭৮৬৯
৭.	আ: খালেক	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭১২-৯৯৫৩৫৯

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির কাজ

১. প্রতি বৎসর এপ্রিল / মে মাসে বর্তমান পরিকল্পনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করে নতুন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
২. প্রত্যক্ষ দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
৩. প্রতি বৎসর এপ্রিল/ মে মাসে জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত কমপক্ষে একবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন করতে হবে।
৫. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করতে হবে।
৬. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়:
উদ্ধার ও পুন:র্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ণ

শরণখোলা উপজেলার প্রধান প্রধান আপদগুলো হচ্ছে ঘূর্নিঝড়, জলোচ্ছাস, লবণাক্ততা ও বন্যা যা মানুষের সামাজিক উপাদান সমূহ যেমন ফসল, মৎস্য, পশুসম্পদ, গাছপালা, সম্পদ, রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদ ভিত্তিক সামাজিক খাতের ক্ষয়ক্ষতির চিত্র দেখানো হলো:

খাতসমূহ	বর্ণনা
কৃষি	• শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ৬৯৬৫ হেঃ জমির (আমনধান, রবিশস্য, কুল, পেয়ারা, শাক- সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ৬৯৬৫ হেঃ জমির (আমন ধান, রবি শস্য, কুল, পেয়ারা, শাক-সবজী) ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৯৯৫১ হেঃ ফসলি জমির মধ্যে ৩৪৮২ হেঃ জমির ফসল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
মৎস্য	• শরনখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক ১৫১২ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়ার চাষ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মোট ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৫১২ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে মোট ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৫১২ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে চিংড়ী ভাইরাসের কারণে মোট ৯৯৫১ হেঃ জমির মধ্যে ছোট-বড় ১২৫০ টি মৎস্য ঘেরে আনুমানিক মোট ১৫১২ হেঃ জমির সাদা মাছ, বাগদা, গলদা ও কাঁকড়া চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক মাছ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মাছের বিস্তার রোধ হতে পারে।
পশুসম্পদ	• শরনখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে মোট ৪০০০ গরু, ৫৪০০ ছাগল, ৮০০ ভেড়া, ৬০০ মহিষ ও ৪০০ টি শুকরের খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ফলে গো-খাদ্য সঙ্কটের কারণে এলাকার পশুপালন ব্যাহত হতে পারে। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়ে প্রতিটি পরিবার পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলায় মোট ৮০০০ গরু, ১০৮০০ ছাগল, ১৬০০ ভেড়া, ১২০০ মহিষ, ৪৫০০ হাঁস, ৮০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ৮০০ শুকর ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাস হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ৬০০০ গরু, ৯০০০ ছাগল, ১০০০ ভেড়া, ৪০০ মহিষ, ৫৪০০ হাঁস, ৬০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ৮০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। • শরনখোলা উপজেলাতে বন্যা হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত পানির চাপ বাড়লে উপজেলায় মোট ৩১০০ গরু, ২২০০ ছাগল, ১১০০ ভেড়া, ৪০ মহিষ, ৩৫০০ হাঁস, ৫০০০ মুরগি, ৫০০ বন্য পশুপাখি, ২০০ শুকর পানির স্রোতে ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

খাতসমূহ	বর্ণনা
স্বাস্থ্য	• শরনখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততা কারণে মোট ১১৯০৮৪ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে, আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ১১৯০৮৪ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% লোক ডায়রিয়া, ২% লোক আমাশয় রোগে, ২% লোক জন্ডিস, ৮% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৪% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে মোট ১১৯০৮৪ জন জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% লোক জন্ডিস ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৮% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।
জীবিকা	শরনখোলা উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক রয়েছে। যার মধ্যে মৎস্যচাষী ২২৬৬৪ জন **ও** মৎস্যজীবি ৬০০০ জন, কৃষিজীবি ৫৫২৪৯ জন, চাকুরিজীবী ১০০২৫ জন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ১০৬১৮ জন এবং কর্মক্ষম বেকার যুবশ্রেণীর জনগোষ্ঠী রয়েছে ৮৮০৭ জন। • ঘূর্নিঝড়: ঘূর্ণিঝড়ের কারণে শরনখোলা উপজেলার ২২৬৬৪ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ১০০০০ জন মৎস্যচাষী, ৬০০০ জন মৎস্যজীবির মধ্যে ১০০০ জন মৎস্যজীবি, ৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ২৫০০০ জন কৃষিজীবি, ১০৬১৮ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ৫০০০ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • লবনাক্তোতা: ৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১১৩৯৮ জন কৃষিজীবি তীব্র ক্ষতির সম্মুখিন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র লবনের কারণে ২২৬৬৪ জন মৎস্যজীবির মধ্যে প্রায় ৫৩৯৬ জন মৎস্যজীবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • জলোচ্ছাসঃ জ্বলোচ্ছাসের কারণে ২২৬৬৪ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ১২৩২২ জন মৎস্যচাষীর, ৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১৫২৪৩ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ ও ১০৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে। • জলাবদ্ধতা: ৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১৪৬২১ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • নদী ভাঙন: নদী ভাঙনের কারণে শরনখোলা উপজেলার ৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৫% কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। যার ফলে ১১৫৫ জন কৃষিজীবি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • বন্যা: বন্যার কারণে শরনখোলা উপজেলার ২২৬৬৪ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে ১০০৫৮ জন মৎস্যচাষী, ২৫৫২৪৯ জন কৃষিজীবির মধ্যে ১০৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ১০৬১৮ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মধ্যে ১৪৫৭ জন ব্যবসায়ী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। • চিংড়ী ভাইরাসঃ চিংড়ী ভাইরাসের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় শরনখোলা উপজেলার ২২৬৬৪ জন মৎস্যচাষীর মধ্যে প্রায় ১০০৫৮ জন মৎস্যচাষী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
গাছপালা	• শরনখোলা উপজেলাতে লবণাক্ততার কারণে উপজেলার মোট ২৬৯০০ ফলদ গাছ, ৩০০০০ বনজ গাছ এবং ১২০০০ ঔষধি গাছসহ ২৫০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে উপজেলার মোট ২০০০০০ ফলদ গাছ, ২৫০০০০ বনজ গাছ এবং ২৬০০০ ঔষধি গাছসহ ৬০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাসের কারণে উপজেলার মোট ৫৫০০০ ফলদ গাছ, ২০০০০ বনজ গাছ এবং ২০০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ৬০০০ ফলদ গাছ, ৩০০০ বনজ গাছ এবং ১৮০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের ক্ষতি হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ণনা
অবকাঠামো	• শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ১২০৫০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৭৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০২২৫ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ১০৫ টি পাকা ঘর, ৮১৪ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে মোট ১৫০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ২৫ টি পাকা ঘরবাড়ি, ৫০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে মোট ৫০০০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৪০ টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। • ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে (অবকাঠামো) শরণখোলা উপজেলায় মোট ১৫ কিঃমিঃ টেলিযোগাযোগ, ৮ টি মোবাইল টাওয়ার নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যার ফলে টেলিফোন এবং মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে জন যোগাযোগে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
স্যানিটেশন	• শরনখোলা উপজেলাতে ঘূর্ণিঝড় হলে কিংবা ২০০৭ সালে সিডরের মত আঘাত হানলে মোট ১২০৫০ টি কাঁচা, ১২০ টি আধাপাকা পায়খানা ২৫ টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে • শরনখোলা উপজেলাতে জলোচ্ছাস বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৮১ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৯৮৫০ টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। • শরনখোলা উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ৩০ টি সংরক্ষিত পুকুর, ৫০০০ টি কাঁচা পায়খানা, ৫০ টি রেইন ওয়াটার প্লান্ট ও ১০ টি পি এস এফ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।

৫.২ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১
২.	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
৩.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৪.	মোঃ আজিজুল হক	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	০১৭১৩- ৩৭৪১২৮
৫.	মোঃ শাহজাহান দুলাল	চেয়ারম্যান- ১ নং ধানসাগর	০১৭১৫- ১৬৭০২৭
৬.	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	চেয়ারম্যান- ২ নং খোন্তাকাটা	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩
৭.	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	চেয়ারম্যান- ৩ নং রায়েন্দা	০১৭১৬- ৩২১৭৮০
৮.	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	চেয়ারম্যান- ৪ নং সাউথখালী	০১৭১৮- ০৬০৭৮০

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
২.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৩.	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২
৪	মোঃ শাহজাহান দুলাল	চেয়ারম্যান- ১ নং ধানসাগর	০১৭১৫- ১৬৭০২৭
৫	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	চেয়ারম্যান- ২ নং খোন্তাকাটা	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩
৬	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	চেয়ারম্যান- ৩ নং রায়েন্দা	০১৭১৬- ৩২১৭৮০
৭	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	চেয়ারম্যান- ৪ নং সাউথখালী	০১৭১৮- ০৬০৭৮০

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১
২.	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
৩.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬১০৮
৪.	মোঃ মঞ্জুরুল হাসান	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭১৮- ২৬৫৫৪৫
৫.	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২
৪	মোঃ শাহজাহান দুলাল	চেয়ারম্যান- ১ নং ধানসাগর	০১৭১৫- ১৬৭০২৭
৫	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	চেয়ারম্যান- ২ নং খোন্তাকাটা	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩
৬	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	চেয়ারম্যান- ৩ নং রায়েন্দা	০১৭১৬- ৩২১৭৮০
৭	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	চেয়ারম্যান- ৪ নং সাউথখালী	০১৭১৮- ০৬০৭৮০

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১
২.	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০৪৬৫৯৫৬০০৪
৩.	মোঃ নাসির উদ্দীন	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭২৫- ৮৮৯৮৬৩
৪.	আফরোজা আকতার	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭২৬- ৩৯১৭৬৩
৫.	মোঃ ফেরদৌস আনসারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০৪৭
৬.	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা	০১৭১৮- ৬০৬৬২৭
৭.	সৌমিত্র সরকার	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	০৪৬৫৯৫৬০১৯
৮.	মোঃ শাহজাহান দুলাল	চেয়ারম্যান- ১ নং ধানসাগর	০১৭১৫- ১৬৭০২৭
৯.	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	চেয়ারম্যান- ২ নং খোন্তাকাটা	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩
১০.	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	চেয়ারম্যান- ৩ নং রায়েন্দা	০১৭১৬- ৩২১৭৮০
১১.	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	চেয়ারম্যান- ৪ নং সাউথখালী	০১৭১৮- ০৬০৭৮০

সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও ও টিভি মারফত আপদ/ দুর্যোগের বিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রঃ নং-	বিষয়	হ্যাঁ /না
১.	সতর্ক বার্তা প্রচারে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দল ঠিক করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৩.	২/৩ দিনের জন্য শুকনা খাবার ও নিরাপদ পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখাঁর জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ সার্বক্ষনিক চালু রাখাঁর জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্যগুদাম/ ত্রাণ গুদাম এর প্রয়োজনীয় নিরপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	-

চেক লিষ্ট

প্রতি বছর এপ্রিল মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নলিখিত ছক পুরণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেলা প্রশাসনে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	প্রতিটি ইউনিয়নের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ রয়েছে	না
২.	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	হ্যাঁ
৩.	১- ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	হ্যাঁ
৪.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	হ্যাঁ
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে	হ্যাঁ
৬.	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ওরস্যালাইন মজুদ রয়েছে	না
৭.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধ রয়েছে	না
৮.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত রয়েছেন	হ্যা
৯.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী নলকূপ রয়েছে	না
১০.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার উপযোগী ল্যাট্রিন রয়েছে	না
১১.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ঠিক রয়েছে	হ্যা
১২.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা নিরাপদ ব্যবস্থা রয়েছে	না
১৩.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ার টেকার উপস্থিত রয়েছে	না
১৪.	প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের দেখা-শোনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী রয়েছে	না
১৫.	গরু-ছাগল, হাস-মুরগী, পাখীর জন্য উঁচু স্থান কিংবা কিল্লা নির্ধারণ করা হয়েছে	না
১৬.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু রয়েছে	হ্যাঁ
১৭.	কমপক্ষে ২/ ৩ দিনের জন্য শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে	হ্যাঁ
১৮.	প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে	না

সংযুক্তি ২ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি:

ক্র: নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৭১০- ০০৯৯৯১
২	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ-সভাপতি	০১৯১৪- ৮৮৩৮২৫ ০৪৬৫৯৫৬০০৪
৩	মোঃ নাসির উদ্দিন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব	০১৭২৫- ৮৮৯৮৬৩ ০৪৬৫৯৫৬১০৮
৪	জনাব পারভেজ হোসেন	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৩- ৮৬৫৮০৫
৫	মোঃ হাসি বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭২৪- ৫৩৬৩১৬
৬	মোঃ শাহজাহান দুলাল	চেয়ারম্যান- ১ নং ধানসাগর	সদস্য	০১৭১৫- ১৬৭০২৭
৭	মোঃ মতিয়ার রহমান খাঁন	চেয়ারম্যান- ২ নং খোন্তাকাটা	সদস্য	০১৭১৬- ৯৫২৩০৩
৮	মোঃ আসাদুজ্জামান (মিলন)	চেয়ারম্যান- ৩ নং রায়েন্দা	সদস্য	০১৭১৬- ৩২১৭৮০
৯	মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	চেয়ারম্যান- ৪ নং সাউথখালী	সদস্য	০১৭১৮- ০৬০৭৮০
১০	সৌমিত্র সরকার	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য	০৪৬৫৯৫৬০১৯
১১	ডা: সুব্রত কুমার সাহা	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭৩৬- ৬৬৬৮৯৭
১২	কে, এম, মামুন উজ্জামান	সহ: কমিশনার ভূমি (অতি)	সদস্য	০১৭১৫-৮৩৮৫২৮
১৩	মোঃ ফেরদৌস আনসারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য	০৪৬৫৯৫৬০৪৭
১৪	মো: আক্তরুজ্জান (মিলন)	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৯২৩-১৮৯৬১১
১৫	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২
১৬	মোঃ মঞ্জুরুল হাসান	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮- ২৬৫৫৪৫
১৭	রেবেকা বেগম	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১- ৭৮১৬৭৮
১৮	মো: মোশারফ হোসেন হাওঃ	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য	০১৭৭৪-৯৭৩৩৭১
১৯	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	উপজেলা প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৮- ৬০৬৬২৭
২০	মোঃ আজিজুল হক	থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৩- ৩৭৪১২৮
২১	মোঃ মিজানুর রহমান	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭১১- ৪৭৯৩১৯
২২	ছিদ্দিকুর রহমান	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২- ২২০৩২৯
২৩	মোঃ তৌহিদুল ইসলাম	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১৭- ৮৮৬১১৬
২৪	মধু সুবর্ণ সাহা	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১২- ৮২৯৪৮২
২৫	মোঃ আব্দুল ওহাব	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য	০১৮১৯- ০৪৭৪০৯
২৬	আফরোজা আকতার	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭২৬- ৩৯১৭৬৩
২৭	মোঃ হাজার আলী	ফা:সা:ও সি:ডি: প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৯- ১৫১৫৮০
২৮	রাহেলা বেগম	ইউপি সদস্য সাউথখালী	সদস্য	০১৭১৫- ৭৪৩৭৭৮
২৯	আকলিমা বেগম	ইউপি সদস্য রায়েন্দা	সদস্য	০১৯১৮- ৭৬৭৭৩৯
৩০	মমতাজ বেগম	ইউপি সদস্য খোন্তাকাটা	সদস্য	০১৯৩৯- ৪১১৯৩৬
৩১	আলমগীর হোসেন	সিপিপি	সদস্য	০১৭২৮-৮৩৭৮৬৯
৩২	আফরোজা বেগম	রেডক্রিসেন্ট প্রতিনিধি	সদস্য	০১৯৩২-২৬২৯৪৪
৩৩	মো: আউব আলী	নির্বাহী পরিচালক (অগ্রদুধ ফাউন্ডেশন)	সদস্য	০১৭১১-৪৮১৮০৯
৩৫	শাহীনুর রহমান	আশ্রয় ফাউন্ডেশন	সদস্য	০১৭১২- ৫৬২৪৯৯
৩৬	আলমগীর হোসেন (মিরু)	মনোনীত	সদস্য	০১৭১৬- ২৭৭০৪৪
৩৭	বিশ্বতোষ হালদার	ঐ	সদস্য	০১৭৩৯- ৩২১৫৩৯
৩৮	প্রভাষক মালেক রেজা	ঐ	সদস্য	০১৭২৪- ১৭৫৮৫৮
৩৯	মো: আসাদুজ্জামান (মিলন)	সভাপতি (বনিক সমিতি)	সদস্য	০১৯৪৮-১৩৫২৪৮
৪০	আ: খালেক	এন জি ও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১২-৯৯৫৩৫৯
৪১	আব্দুল খালেক খাঁন	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭১৮- ০৪৮৫৮৭
৪২	আ: সালাম আকন	সভাপতি বিআরডিবি	সদস্য	০১৭৪-৭৮৭৮৫৯৪

সংযুক্তি ৩: ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ধানসাগর ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ নাছির হাওলাদার	মোঃ মোসলেম আলি হাওলাদার	১	নাই	০১৭১৮৬৫৬৯২০
০২	মাছুম বিল্লাহ	মোঃ মালেক হাঃ	১	-	০১৭৩৯০০৯৭৪৩
০৩	মনোয়ারা বেগম	মোতালেব হাঃ	১	-	০১৯১৩৭২৫৬১৩
০৪	মোঃ আবুল কালাম খাঁন	মোঃ মকবুল আলী খাঁন	২	-	০১৭১০৮৮৬২৭২
০৫	মনিকা সমাদ্দার	আশুতোষ হাওলাদার	২	-	০১৭১৮৯৭৬২৭৫
০৬	শাজাহান	রহমান	২	-	০১৯১৪৭২৮৬৯৫
০৭	মোঃ নাছির উদ্দিন তালুকদার	মোঃ সামাদ	৩	-	০১৯৬০০৫৬০৯৫
০৮	মোসাঃ হাসি বেগম	মৃতঃ আলতাফ হোসেন	৩	-	০১৯৩৭১৬২০৯৬
০৯	স্বপন হাঃ	খালেক জমাদ্দার	৩	-	০১৯২১৮০৮৫৭৮
১০	মোঃ রেজাউল করিম	-	৪	-	০১৭১২৮৭৯০৩৫
১২	মিস সুমি আক্তার	মোঃ জয়নাল	৪	-	০১৯৩৪৫০৭১৭২
১৩	মোঃ শামীম মুন্সী	মোঃ সাইদুর রহমান	৫	-	০১৭১৩৯২৭৭৮৬
১৪	বিশ্বজিত হাওলাদার	বিশ্বেশ্বর হাওলাদার	৫	-	০১৭১৯০৯৩০৮৩
১৫	অরুপ কুমার	অবনি হাওলাদার	৫	-	০১৯৪৯২৩২০৯০
১৬	মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	মোবারক আলী বেপারী	৬	-	০১৭২৯৪৮৭০৫৮
১৭	মোঃ ইয়াদুল আঁকন	নুরুল ইসলাম	৬	-	০১৭৪১০৪৬০৪০
১৮	মোঃ মেহেদী হাসান	হাবিবুর রহমান	৬	-	০১৭৫৭২৮৫৬৮৯
১৯	মোঃ আমিনুল ইসলাম	আব্দুল লতিফ হাওলাদার	৭	-	০১৭১৭৩১৩৯৯২
২০	গোপাল কর্মকার	সুনীল কর্মকার	৭	-	০১৭৫৩৫১০২৫০
২১	আরিফ সিপাই	মোঃ সালাম সিপাই	৭	-	০১৭৫৭০৪৮৮৯৬
২২	মোঃ নান্না মিঞা আঁকন	মৃতঃ চাঁন মিঞা আঁকন	৮	-	০১৭৩২৭৭৮১০৮
২৩	মোঃ জাফর ইকবাল	মোঃ জালাল হোসেন	৮	-	০১৭২০০১৩২৬২
২৪	মোঃ জাকির মুন্সী	মৃতঃ সালাম মুন্সী	৮	-	০১৯২৪৪১৬৪৫৮
২৫	মোঃ আলী আহমদ হাওলাদার	আব্দুল হাকীম হাওলাদার	৯	-	০১৭২০৫৭৪২১১
২৬	নুপুর রানী	অজিত হাওলাদার	৯	-	০১৭৫৭১৬৪৩৯৯
২৭	মোঃ বেল্লাল হোসেন	মোঃ সুলতান আহমেদ	৯	-	০১৯২৫৩৬৫৪৪৩

রায়েন্দা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ কুদ্দুস সরদার	আব্দুল জব্বার সরদার	১	নাই	০১৭৫৩৫১০৫০৭
০২	মোঃ আলতাফ সরদার	মোঃ সোরাব হোসেন	১	-	০১৯৪২৪৯০২২১
০৩	মোসাঃ পিয়ারা বেগম	স্বামী তোফাজ্জল হোসেন	১	-	০১৭১৮২০৭৮৮২
০৪	মোঃ রুহুল আমিন	আঃ হক	২	-	০১৭১৩৯৬২৫৫৯
০৬	মোসাঃ লাইজু আক্তার	মোঃ লতিফ খাঁন	২	-	০১৭২০৫৭২৬৪৯
০৭	এমদাদুল হক বাবুল	ফুলমিয়া আঁকন	৩	-	০১৯২৩৩২৬৬৮৪
০৮	রোকেয়া বেগম	আলহাজ্ব ইব্রাহিম	৩	-	০১৯১৩৬০৩২০৮
০৯	আঃ জলিল খাঁন	আঃ জব্বার খাঁন	৩	-	০১৯২৪০২৭৬১০
১০	মোঃ বাবুল আঁকন	মোঃ সুলতান আঁকন	৪	-	০১৭৩১৩২৫৩৭৮
১১	সুপ্তি রানী	দেবাশিষ মিস্ত্রী	৪	-	০১৭২৪২১৮৫০৫
১২	মোঃ নিজাম খাঁন	নুর মোহাম্মদ	৪	-	০১৯২২৫৪১৭৬৬
১৩	মোঃ দেদু আঁকন	আঃ আজিজ আঁকন	৫	-	০১৭১৭৪১১৮৮৫
১৪	রাজিয়া সুলতানা	বাবুল জমাদ্দার	৫	-	০১৭২৫০২৩৮২৭
১৫	নারায়ন চন্দ্র	মৃত হরেন্দ্রনাথ বালা	৫	-	০১৭২৬৫৭২৭৩৩

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
১৬	মোঃ সহিদুল মোল্লা	মতিয়ার রহমান	৬	-	০১৭৪০৯৬৭২৮৫
১৭	মোসাঃ হাফিজা আক্তার	রুবেল শিকদার	৬	-	০১৯২৩২৫৪৮৩৯
১৮	মোঃ কুদ্দুস মোল্লা	মৃতঃ মফিজুর	৬	-	০১৯১৬৭০৬৮২৬
১৯	মোঃ জাহাঙ্গির ফকির	মোঃ মকবুল ফকির	৭	-	০১৯৩৮৬৭২৬১৬
২০	পপি বেগম	হারুনার রশিদ	৭	-	০১৭৫১৬৮৩৮০০
২১	মাসুদ রেজা	মোঃ আসাদুজ্জামান	৭	-	০১৯৪৭২৮৪৫৮৯
২২	শাহজাহান বাদল	দেলোয়ার হোসেন জমাদ্দার	৮	-	০১৭১৮৩২১৩১৫
২৩	সিমা রানী	রঞ্জণ সাধক	৮	-	০১৭৪৮২৭৪৪০৯
২৫	মোঃ কওসার আঁকন	মোসলেম আলী আঁকন	৯	-	০১৭১৭৯৬১৫৩২
২৬	সুসমা রানী	সমিরঞ্জণ কুলু	৯	-	০১৭৩২৭৭৮১০৬
২৭	মোঃ জামাল খাঁন	গোলাপ খাঁন	৯	-	০১৭১৯৮৩৮০৯৫
				-	

খোন্তাকাটা ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ মহিউদ্দিন খাঁন	মোহাম্মদ খাঁন	১	নাই	০১৭৩৬- ৩৩০৩৫০
০২	নাসিমা আক্তার	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	১	-	০১৭৩১- ৪৫৫১৬
০৩	মোঃ আফজাল খন্দকার	আব্দুল কাদের খন্দকার	১	-	০১৭২০- ৩৬০৮১৭
০৪	মোঃ মতিউর রহমান	মোঃ মুবারক হাওলাদার	২	-	০১৭৩১- ৫২৭৬৪৫
০৫	আরিফা আক্তার	রাজীব হোসেন	২	-	০১৯৩১- ১৮৪৭৩৪
০৬	মোঃ আব্দুর রহীম	মোঃ চাঁন মিঞা	২	-	০১৭৪৫- ১০৭০৮২
০৭	মোঃ ছগীর হোসেন পাহলান	নুরুল হক পাহলান	৩	-	০১৯১৯- ৪৬৬৬৭৩
০৮	মোসাম্মৎ তাসলিমা বেগম	আব্দুল মালেক চৌকিদার	৩	-	০১৭৪০- ৩৬৮২৮০
০৯	মোঃ দেলোয়ার মুন্সী	আলকাজ মুন্সী	৩	-	০১৭৩৩- ৪৭৩২৯৫
১০	মোঃ জাকীর হোসেন গাজী	আব্দুর রব হোসেন গাজী	৪	-	০১৯৩০- ৬২৪১৪৬
১১	মোসাম্মৎ পারুল বেগম	মোঃ নুরুজ্জামান গাজী	৪	-	০১৭৩৭- ১৯০২৪৬
১২	সাইদুর রহমান তালুকদার	হাতেম তালুকদার	৪	-	০১৯৩৬- ২৪৯৫৯৩
১৩	আব্দুল হক আঁকন	মোজোম্মেল হক	৫	-	০১৯৩৭- ৮৫৯২৪৬
১৪	তুলি আক্তার	মোঃ মিজানুর রহমান	৫	-	০১৭১৭- ১৯৭৭৮৮
১৫	মাওঃ আনিসুর ইসলাম	মোঃ মতিউর রহমান	৫	-	০১৯৩৭- ৮৭৫৯২৩
১৬	মোঃ শহীদ ইসলাম আঁকন	চাঁন মিঞা আঁকন	৬	-	০১৭২৪- ৭৮৮৫৬৯
১৭	মুন্নী আক্তার	আব্দুল মান্নান হাওলাদার	৬	-	০১৭৩৬- ৪৯১১১৪
১৮	মাওঃ সিদ্দিকুর রহমান	আব্দুল লতিফ শাহ	৬	-	০১৭৪৯- ৮০৫১৪১
১৯	মোঃ মজিবুর রহমান তালুকদার	মোঃ ফজলুল হক তালুকদান	৭	-	০১৭১৬- ২১১২৪১
২০	মোসাম্মৎ হাসীনা মমতাজ	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	৭	-	০১৭৪৫- ৭০৫২৫১
২১	ক্বারী আব্দুল হামিদ	আব্দুল আজিজ	৭	-	০১৮১৬- ৬০৪৬০৫
২২	মোঃ নাসিমুল আহসান তালুকদার	আব্দুল আওয়াল তালুকদার	৮	-	০১৯১১- ১৮৮৮১৪
২৩	মোসাম্মৎ সেলিনা বেগম	আব্দুল হালীম	৮	-	০১৯১৫- ৮০৬৬৯৯
২৪	মাওঃ ইলিয়াস	মোঃ মতিউর রহমান	৮	-	০১৯২৭- ৪৮৭৬৬১
২৫	মোঃ পান্না তালুকদার	আব্দুল জব্বার তালুকদার	৯	-	০১৭১৯- ৭৫০২৫৩
২৬	মোঃ শহীদুর আলী হাওলাদার	মোঃ ইয়াসিন আলী হাওলাদার	৯	-	০১৭১৯- ৮৩৮০৭১
২৭	মাওঃ নুরুল ইসলাম	মৃত আব্দুল আজিজ	৯		০১৭২৮- ৬১৯৮২৩

সাউথখালী ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষণ	মোবাইল
০১	মোঃ শফিকুল ইসলাম	মোঃ ইউনুচ আলী হাওলাদার	১	নাই	০১৭৪০- ৬৫০৬৬২
০২	মোঃ ইছারুল কাজী	মোসলেম কাজী	১	-	০১৭৭৫- ৫৪৬২৫৫
০৩	মুর্শিদা আক্তার	আঃ মালেক হাওলাদার	১	-	০১৭৫১- ৫৫০৬৫২
০৪	মোঃ দেলোয়ার হোসেন মীর	আঃ আলী মীর	২	-	০১৭৩৬- ৪৯১১৩৩
০৫	মোঃ শাহজান হাওলাদার	মৃত মোমিনুদ্দিন হাওলাদার	২	-	০১৭৮৩- ৪৮০৭৮৭
০৬	মোঃ মনির শেখ	ইউসুফ শেখ	২	-	০১৭৩২- ৬১৯৫১৫
০৭	মোঃ ফজলুল হক হাওলাদার	আনীচুর রহমান	৩	-	০১৭১২- ৯৭২৩১৩
০৮	মাওঃ জাহিদুর রহমান	মৃতঃ মোমিন উদ্দিন	৩	-	০১৭৪৭- ৪০০৫৩০
০৯	মোঃ তাজাম্মুল খাঁন	ইউনুছ আলী খাঁন	৩	-	০১৮৫০- ৩৩৪৯৭০
১০	মোঃ গিয়াস উদ্দিন হাওলাদার	আনসার আলী হাওলাদার	৪	-	০১৭২২- ১০৫৬৫৫
১১	মোঃ মালেক ইসলাম	মৃত আজহার হাওলাদার	৪	-	০১৭২৫- ৪১৭৩৮৭
১২	মোঃ মিজানুর রহমান	জামেন উদ্দীন হাওলাদার	৪	-	০১৭৩৫- ৩০০৩৭৫
১৩	মোঃ হারুন অর রশিদ	আঃ আজিজ হাওলাদার	৫	-	০১৭১৩৯২৭৭৫৯
১৪	আঃ খালেক ফকির	মৃতঃ আরশেদ	৫	-	০১৭৩১৯৬১৯৯৩
১৫	আঃ খালেক শেখ	মৃতঃ আক্কেল শেখ	৫	-	০১৭২৪৫৩৬৩২৩
১৬	মোঃ জাকির হোসেন হাং	মকবুল হোসেন হাওলাদার	৬	-	০১৭২৯৪৭৫৯৩২
১৭	শিউলী বেগম	মোঃ আলাউদ্দিন	৬	-	০১৭৭৯৬৬২৬৬৫
১৮	মোঃ করিম হাওলাদার	মৃতঃ আঃ কাদের হাওলাদার	৬	-	০১৯৬১৬১১২৩৭
১৯	মোঃ এবাদুল হক	মকবুল হোসেন	৭	-	০১৭১৮৭৪৬৮৭৮
২০	আঃ রাজ্জাক হাঃ	মোঃ সাইদ হাঃ	৭	-	০১৭১৯৫৫৬৫৯৫
২১	ডাঃ বারেক	মোঃ সেকেন্দার	৭	-	০১৭৪৫৩০৭৫৪২
২২	মোঃ আলতাফ হোসেন	এছেলউদ্দিন মুন্সি	৮	-	০১৭২০৯৯৫০৮০
২৩	মোঃ ইউসুফ হাং	মৃতঃ আকুব আলী	৮	-	০১৭২৫৩৫০২৩৬
২৪	ডাঃ নিয়াজ মাহমুদ	মোঃ নেছার উদ্দিন	৮	-	০১৯১২৯৬৮৬৭১
২৫	মোঃ সাইফুল ইসলাম	মোঃ লাল মিয়া	৯	-	০১৭১৮৭৭৬২২৪
২৬	মোঃ ইউসুফ আলী খাঁন	মোঃ সুলতান খাঁন	৯	-	০১৭১৫৮৬৬৮৪৪
২৭	ডাঃ ফুলমিয়া আঁকন	মৃতঃ ফজলুল আঁকন	৯		০১৭৫৩৪৭৮৪৫৬

সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
রাজাপুর মাটির কিল্লা	মোঃ শাহাজান দুলাল ও মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	০১৭১৫- ১৬৭০২৭ ০১৭১৯- ৪৮৭০৫৮	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
জলের ঘাট আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ করিম হোসেন	০১৭৭৪০১৭০০১	
রসুলপুর ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	আব্দুল মালেক	০১১৯৭২৪৯৩৩০	
উত্তর তাফালবাড়ি আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ আনোয়ার হোসেন	০১৭২১৮৩৫৫১৬	
চাল রায়েন্দা আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ রফিক	০১৭৭০২০০২১০	
চর মেহের আলী আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
আলোর কোল আশ্রয়কেন্দ্র	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
সুন্দরবন অফিস কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
মাঝের কিল্লা	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	
শেওলার চর	সুন্দরবন রেঞ্জ	-	

স্কুল কাম সেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মনতোষচন্দ্র তরুয়া	০১৭২৪৩৯৫০২২	
সাইথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	গৌরাঙ্গ লাল মিস্ত্রী	০১৭১৭২৪৯০৭১	
বগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোতালেব হোসেন	০১৭১৪৪৮২১৩৪	
বকুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ শাহ আলম	০১৭১০৪৭৫০২৬	
এসবি তাফালবাড়ি সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	বেলায়েত হোসাইন	০১৭১৫৪৪৮৪৪৩	
সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রুস্তম আলী	০১৭১৬৫০২৪৫৮	
চালতেবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তহমিনা আক্তার	০১৭৭৭১৫৫৮৯৮	
দক্ষিণ খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	আব্দুল মজিদ	০১৭২১১১৬৬৯০	
সাউথখালী সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন- আশ্রয়কেন্দ্র	**মোঃ রহিম হালদার**	০১৭৭১৬৮৪৯০১	
সিএসবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিলকিচ জাহান	০১৭৩৫৬৮৬৮৮১	
চাল রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আঃ আজিজ হাওলাদার	০১৭৩৫৬৮৬৯২০	
পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রতন হালদার	০১৭২১৩৯৫৪৬৩	
দক্ষিণ রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ নাজমুল হক	০১৭১৬৪৪৯০০৯	
ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ লুৎফর রহমান	০১৭১৬৬০৪১২৭	
পূর্ব খাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আলমগীর	০১৭১৪৬৬২৮০৫	
রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ছাউয়েদুল হক	০১৯১৪৭৭৫৭৪৬	
উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক	আঃ খালেক হাওলাদার	০১৯১২৩০২১৬৪	
জনতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আবদুর রব হাওলাদার	০১৭৭০০১৭০০১	
রাজেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সুনীল কুমার মল্লিক	০১৭৪৫৩৯৮৫৬৫	
কদমতলা সরকারি প্রাঃ বিঃ	আব্দুল আওয়াল	০১৭৩১৫০৩২৭৪	
লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন ঘূর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ সাইদুর	০১৯৪৯৮৫১৭০১৮	
লাকুড়তলা কদমতলা সঃপ্রাঃবিঃ সংলগ্ন	রেশমা আক্তার	০১৭১৯৮৯৯৬৪২	
আমড়াগাছীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ ছাউয়েদুর রহমান	০১৭১৯৮৩৮০৭১	
দক্ষিণ নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিপুল বিহারী রায়	০১৭১১১৯০১৩৬	
মঠের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আঃ আউয়াল	০১৭৩১৩৫৭৯০২	

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বিজানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ সরওয়ার আলম	০১৭১৬৭২৫১১১	
বিধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	অরবিন্দ মজুমদার	০১৭১৯৬৯০৮৭১	
খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হারুন অর রশিদ	০১৭২৯৫৪৯০৪৭	
মঠের পাড় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়	কামরুন্নাহার	০১৭৪৯৭২১৮৫৩	
রাজৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাকিয়া খাঁনম	০১৭৩৬০০০০১১	
গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ জহুরুল হক গাজী	০১৯১৪৬১৭৩৪৮	
টি টি এন্ড সি ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সেলিমা আকতার	০১৭১৮৭৭৪৫০৭	
বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ আঃ লতিফ খাঁন	০১৭১২৫৫০০৯৬	
খোন্তাকাটা ইউনাইটেড সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়	মোঃ হারুন আর রশিদ	০১৭২৯৫৪৯০৪৭	
দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৯৮২১২২৬০৬	
খেজুর বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	তরুন কান্তি হালদার	০১৭১৫৪৩৫৬৬৭	
ধানসাগর ইউনাইটেড সঃপ্রাঃবিঃ	রানী হালদার	০১৭৩১০৭৮৬৬৪	
রাজাপুর বাজার সঃপ্রাঃবিঃ	মোঃ সরোয়ার হোসেন	০১৭২২১৯২২৫৯	
ইয়াছিন মেমোরিয়াল সঃপ্রাঃবিঃ	কেশব চন্দ্র রায়	০১৭১৩৯২২৪৩৩	
পূর্ব আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	খুশী রানী সুতার	০১৭১০৭৭৭৬৮২	
পশ্চিম নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	হারুন হালদার	০১৭৮০৩০৩৮১০	

সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সাউথখালী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	আরিফ হোসেন	০১৯১২২১১৭০১	
আশার আলো মসজিদ কাম সাইক্লোন সেল্টার	মোঃ কাদের হালদার	০১৮২৫১৭৭০১২	
খোন্তাকাটা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স কাম আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ বেলাল হোসেন	০১৯২০০১৭০০১	
রাধালক্ষী বালিকা বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্র	মোঃ খুশি বেগম	০১৭১১০০০১৯২	
রাজাপুর বাজারের সালেহিয়া মাদ্রাসা আশ্রয়কেন্দ্র	মোসাঃ রাহেলা বেগম	০১৯২০৭৭০০১০	
ধানসাগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	মোঃ শাহজাহান দুলাল	০১৭১৫১৬৭০২৭	

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১	
	কে এম মামুন উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৯১৪- ৮৮৩৮২৫	
	ডা: সুব্রত কুমার সাহা	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৭৩৬- ৬৬৬৮৯৭	
	রেবেকা বেগম	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৭১১- ৭৮১৬৭৮	
	মোঃ নাসির উদ্দিন	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭২৫- ৮৮৯৮৬৩	

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
উপজেলা ফায়ার স্টেশন	মোঃ কামাল উদ্দীন আঁকন	উপজেলা চেয়ারম্যান	০১৭১০- ০০৯৯৯১
	মোঃ কামরুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৯১৪- ৮৮৩৮২৫
	মোঃ হাজার আলী	ষ্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন	০১৭১৯- ১৫১৫৮০
	মোঃ নাসির উদ্দিন	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭২৫- ৮৮৯৮৬৩
	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭১৫- ৩৯৮৯২২

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের /নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
সাউথখালী/৮	**মনির খাঁন**	০১৭৮৩৯০০২৪১	
রায়েন্দা/৯	বাবুল	০১৯৩৬২৮০৭৪৭	
রায়েন্দা/৯	জামাল	০১৯৬৪৫৮৬৯২৯	
রায়েন্দা/৮	রহিম	০১৭৩৩০৪০২৫৯	
রায়েন্দা/৪	হেলাল	০১৯৬১১২৭০২০	
রায়েন্দা/৮	মাসুদ	০১৮২৮৫৩৫৭৫৬	
রায়েন্দা/৮	বাচ্চু	০১৭৮০০৩৩৫৫৭	
রায়েন্দা/৫	ফিরোজ	০১৭৩০১৯৭০৫৫	
রায়েন্দা/৫	সুলতান	০১৯৭৩৯৬২৫৫৯	
রায়েন্দা/৫	শিপন	০১৯২৪৪২৫২২৩	

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডেরনাম	**স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম**	**মোবাইল**	**মন্তব্য**
রায়েন্দা ইউনিয়ন	মোঃ শিমুল গাজী	০১৭১৩৯২৬৮২২	ফার্মেসী
রায়েন্দা ইউনিয়ন	মোঃ ওয়াহীদ	০১৯১৫৫৬৩৫৩০	ফার্মেসী
রায়েন্দা ইউনিয়ন	মোঃ জলিল উদ্দীন	০১৭৪৪৩৯৬৯৬১	মুদি ব্যবসায়ী
সাউথখালী ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-৪	মোঃ মিলন হোসেন	০১৯২২৩৬০৯৫০	মুড়ি ব্যবসায়ী
রায়েন্দা ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-৯	মোঃ হাসেম	০১৭৩৬৮২৯১৫৮	ক্লথ স্টোর
রায়েন্দা ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-৯	মোঃ নাসির	০১৯১৪৮৩২৭৩৭	মুদি ব্যবসায়ী
রায়েন্দা ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-৯	জয়নাল	০১৭৬৫৫৯৪২১৫	মুদি ব্যবসায়ী
রায়েন্দা ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং-৫	শহিদুল	০১৭২২৫৬৪০৪৫	মুদি ব্যবসায়ী
সাউথখালী ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং	বাবুল	০১৭৫১১৩৯৬৩৮	মুদি ব্যবসায়ী
সাউথখালী ইউনিয়ন ওয়ার্ড নং	বরকত	০১৭১৯৫০৬৯৯৯	মুদি ব্যবসায়ী

সংযুক্তি ৫: এক নজরে উপজেলা/জেলা

আয়তন	৭৫৬.৬০ বঃ কিঃমিঃ		সিমেন্ট ফ্যাক্টরী	নাই
উপজেলা পরিষদ	১ টি		গীর্জা	নাই
ইউনিয়ন পরিষদ	৪ টি		ঈদগাহ্	৬৭ টি
পৌরসভা অফিস	নাই		ভূমি অফিস	৪ টি
মৌজা	১২ টি		ব্যাংক ,সোনালী ,কৃষি)জনতা ,ব্যাংক(	৩ টি
গ্রাম	৫০ টি গ্রাম		পোস্ট অফিস	১৩ টি
পরিবার	২৯৭৩০		ক্লাব	৮ টি
মোট জনসংখ্যা	১১৯০৮৪		হাট বাজার	১৯ টি
পুরুষ	৬২৪০০		এল পি গ্যাস ফ্যাকটরী	-
মহিলা	৫৬৬৮৪		ফায়ার্র সার্ভিস সেন্টার	২ টি
পরিবার	২৮৫৮১		আবহাওয়া অফিস	-
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১২ টি		বিজিবি ঘাটি	-
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭ টি		কোষ্ট গার্ড	১ টি
কলেজ	৫ টি		কবরস্থান	১ টি
মাদ্রাসা (এবতেদায়ী ,ফাজিল ,দাখিল)	৫ টি		শ্মশান ঘাট	১ টি
আবাদী জমি	৯৯৫১ হেঃ,		মুরগির খামার	-
			নেভী ক্যাম্প	নাই
ব্র্যাক স্কুলসহ এনজিও স্কুল	-		মোবাইল টাওয়ার	৪৭
কিন্টার গার্ডেন স্কুল	-		গভীর নলকূপ	৭
শিক্ষার হার	৫৮.৯%		অগভীর নলকূপ	৩২৫০ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	১৬ টি		হস্ত চালিত নলকূপ	নাই
বাঁধ	৪৩ কিঃমিঃ		নদী	৫ টি
স্লুইচ গেট	২২ টি		খাল	৩১ টি
ব্রীজ	৯২ টি		সুন্দরবন আয়তন (কিঃমি)	৫৯৪.৫৮
কালভার্ট	৯০ টি		কাঁচা রাস্তা	২৬৮ কিঃমিঃ
মসজিদ	৩১৭ টি		পাকা রাস্তা	৮৪ কিঃমিঃ
মন্দির	৪৬ টি		আধাপাকা	৫৫ কিঃমিঃ
এতিম খানা	-		খেলার মাঠ	১৭
আন্তর্জাতিক বেসরকরী উন্নয়ন সংস্থা	-		মৎস ঘের	১২৫০ টি
জাতীয় বেসরকরী উন্নয়ন সংগঠন	৩৩ টি		সমুদ্র বন্দর	-
সরকারি হাসপাতাল	১ টি		বরফ মিল	-
সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৪ টি		খাদ্য গুদাম	-
বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম	-		গুদামের ধারন ক্ষমতা	-
থানা	১ টি		অটো রাইচ মিল	-
বিআরডিবি অফিস	-		ময়দা কল	-
			ডাক বাংলো	১ টি

সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫- ৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫- ৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০- ১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬.০৫- ০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০- ০৭.০০	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫- ০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০- ০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০- ০৮.৩০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫- ০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫- ০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫- ০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০- ০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০- ০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫- ০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫- ০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫- ০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫- ০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫- ০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫- ০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭- ০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০- ০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫- ০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫- ০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০- ০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ি	বিকেল ০৩.০৫- ০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার

সংযুক্তি-৭: ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম ও সংখ্যা

ইউনিয়নের নাম	মৌজার সংখ্যা	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
ধানসাগর	৩	ধানসাগর, রাজাপুর, নলবুনিয়া
খোন্তাকাটা	৩	আমড়াগাছীয়া, বানীয়াখালী, মোড়েলাবাদ
সাউতখালী	৩	সোনাতলা, উঃ সাউথখালী, শরনখোলা
রায়েন্দা	৩	রাজাপুর, খাঁদা, রায়েন্দা
মোট	১২	

সংযুক্তি-৮: ইউনিয়ন ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের জনসংখ্যা

ইউনিয়নের নাম	জনসংখ্যা							
	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০- ১৫)	বৃদ্ধ (৬০+)	প্রতিবন্ধি	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/খানা	ভোটার
সাউথখালী	১৩৩০৪	১২০৮৫	৬৯০০	১২০০	১১৩	২৫৩৯০	৬৩০০	১৬২৭১
রায়েন্দা	১৭৭৬৬	১৬১৩৯	৯২১৪	১৬০২	১৭২	৩৩৯০৬	৯৫০০	২০৮৫৩
খোন্তাকাটা	১৮৮০৪	১৭০৮২	৯৭৫২	১৬৯৬	১১০	৩৫৮৮৬	৮৩০০	২০৩৬৪
ধানসাগর	১২৫২৬	১১৩৭৮	৬৪৯৬	১১৩০	১০১	২৩৯০২	৫৬৩০	১৩৭৫৮
মোট	৬২৪০০	৫৬৬৮৪	**৩২৩৬২**	**৫৬২৮**	৪৯৬	১১৯০৮৪	২৯৭৩০	৭১২৪৬

সংযুক্তি-৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক বাঁধের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

বাঁধ							
ইউনিয়নের নাম	**বাঁধের সংখ্যা**	**বাঁধের নাম**	**কত কিঃমিঃ**	**বাঁধের /ওয়ার্ড**	**কোথা হতে কোথা পর্যন্ত**	**প্রস্ত (ফুট)**	**উচ্চতা (ফুট)**
সাউথখালী	১	ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ	২০	১, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯	দাসের ভারানী থেকে তাফালবাড়ি খাল পর্যন্ত	৮	১০
রায়েন্দা	৩	ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ	১	৮, ৫	বলেশ্বর নদীর মুখ হতে তাফালবাড়ি খালে মুখ পর্যন্ত	১৫	৭
		সিমানা রক্ষা বাঁধ	০.৫	৭, ৮	বলেশ্বর নদী হতে উত্তর তাফালবাড়ি পর্যন্ত	১৫	৭
		তাফালবাড়ি খালের বাঁধ	০.৫	৫, ২	ভোলা নদী হতে ভারানী খাল পর্যন্ত	১৫	৭
খোন্তাকাটা	১	ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ	৬	৪,৫,৭	মাজৈর মার্কাস মসজিদ হতে কুমীর খাল পর্যন্ত	১৫	৫
ধানসাগর	১	ওয়াপদা ভেড়িবাঁধ	১৫	১, ২, ৬	রাজাপুর হতে পল্লীমঙ্গল পর্যন্ত	১০	৬
মোট	**৬**		**৪৩**	-	-	-	-

সংযুক্তি-১০: ইউনিয়ন ভিত্তিক স্লুইচগেটের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	**স্লুইচগেট সংখ্যা**	**অবস্থান (ওয়ার্ড)**	**কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে**	**কাজ করে কি না**	**কোন ধরনের**
সাউথখালী	৯	৯	ভোলা নদীর মুখে	করে	কংক্রিট
		৪	তাফালবাড়ি খালে মুখে	করে	কংক্রিট
		৭	শরণখোলা বগী নদীর মুখে	করে	কংক্রিট
		৬	দক্ষিণ সাউথখালী বলেশ্বর নদীর মুখ	করে	কংক্রিট
		৮	বলেশ্বর নদীর মুখে	করে	কংক্রিট
		৮	শরণখোলা ভারানী বগী এর মাঝে	করে	কংক্রিট
		৭	ভারানী বলেশ্বর শরণখোলা নদীর মুখে	করে	কংক্রিট

ইউনিয়নের নাম	স্লুইচগেট সংখ্যা	অবস্থান (ওয়ার্ড)	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
		৪	বলেশ্বর নদীর মুখে রায়েন্দা গ্রামে	করে	কংক্রিট
		১	ভোলা নদীর মুখে	করে	কংক্রিট
রায়েন্দা	৭	১ ও ২	ভোলা নদীর মুখে ৩টি	করে	কংক্রিট
		৮	বলেশ্বর নদীর মুখে	করে	কংক্রিট
		৯	বলেশ্বর নদীর মুখে ২টি	করে	কংক্রিট
		৫	রায়েন্দা খালের মুখে	করে	কংক্রিট
খোন্তাকাটা	৩	৮	রায়েন্দা খালের উপর	করে	কংক্রিট
		৫	দক্ষিণ খোন্তাকাটা বাঁধের সাথে	করে	কংক্রিট
		৪	কুমার খালে উপর	করে	কংক্রিট
ধানসাগর	৩	৬	রাজাপুর ভোলা নদীর সাথে	করে	কংক্রিট
		২	ধানসাগর ঘোপের খালের মুখে	করে	কংক্রিট
		২	ধানসাগর খালে মুখে	করে	কংক্রিট
মোট	**২২**				

সংযুক্তি-১১: ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্রীজের সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ব্রীজ সংখ্যা	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	ওয়ার্ড	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
সাউথখালী	২	বেপারী বাড়ির খালের উপর সিএন্ডবি ব্রীজ	২, ৪	করে	কংক্রিট
		ভারানী খালের উপর সিএসবি ব্রীজ		করে	কংক্রিট
রায়েন্দা	৪৬	খাদার খালের উপর	৪	করে	কংক্রিট
		ডাক্তার খালে উপর	৩	করে	কংক্রিট
		কাজীর খালের উপর	৪	করে	কংক্রিট
		পোলের হাট খালের উপর	৭	করে	কংক্রিট
		বাংলাবাজার খালের উপর	৪	করে	কংক্রিট
		মন্ডলবাড়ির খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		খাঁদা চারঘাটা	৪	করে	লোহা
		খাঁদা জমাদ্দার বাড়ির খালের উপর	৪	করে	লোহা
		বাংলাবাজার খালের উপর	৪	করে	লোহা
		জিলবুনিয়া রাজেশ্বর খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৯	করে	কাঠের
		লাকুড়তলা বাজার খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৮	করে	কাঠের
		উত্তর তাফালবাড়ি খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৭	করে	কাঠের
		দক্ষিণ কদমতলা খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৬	করে	কাঠের
		খাদা খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৪	করে	কাঠের
		মধ্য রাজাপুর খালের উপর কাঠের ব্রীজ	৩	করে	কাঠের
		দক্ষিণ রাজাপুর খালের উপর কাঠের ব্রীজ	২	করে	কাঠের
		উত্তর রাজাপুর খালের উপর কাঠের ব্রীজ	১	করে	কাঠের
খোন্তাকাটা	১৭	নলবুনিয়া খালের উপর	২, ৬	করে	কংক্রিট
		রায়েন্দা খালের উপর	৭	করে	কংক্রিট
		রায়েন্দা খেয়াঘাটে	৭	করে	কংক্রিট
		খোন্তাকাটা খালের উপর	৫	করে	কংক্রিট
		আমতলী খালের উপর	৪	করে	কংক্রিট
		বানিয়া খালের উপর	৩	করে	লোহা
		রাজৈর খালের উপর		করে	স্লাব
		মঠের পাড় খালের উপর		করে	স্লাব
		খোন্তাকাটা খালের উপর	৫	করে	স্লাব

ইউনিয়নের নাম	ব্রীজ সংখ্যা	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	ওয়ার্ড	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
		জানের পাড় খালের উপর		করে	স্লাব
		বিধানসাগর খালের উপর		করে	স্লাব
		নলবুনিয়া খালের উপর	২	করে	স্লাব
		গোলবুনিয়া খালের উপর		করে	কাঠের
		আমড়াগাছীয়া খালের উপর		করে	কাঠের
		জানের পাড় খালের উপর		করে	কাঠের
		খোন্তাকাটা খালের উপর	৫	করে	কাঠের
		বিধানসাগর খালের উপর		করে	কাঠের
ধানসাগর	২৭	জমাদ্দার বাড়ির সামনে খালের উপর	৩, ৫	আংশিক	কাঠের
		রাজাপুর বাজার খালের উপর ২টি	৭	করে	কংক্রিট
		আইশের বাসার খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		নলবুনিয়া খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		আমড়াগাছিয়া খালের উপর	৫	করে	কংক্রিট
		শিংবাড়ি খালের উপর	৫	করে	কংক্রিট
		কালীবাড়ি খালের উপর	৯	করে	কংক্রিট
		নলবুনিয়া গাজী খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		পল্লানবাড়ি খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		জালিয়ার চুটা খালের উপর	২	করে	কংক্রিট
		ছলিয়াবুনিয়া খালের উপর- ২টি	৯	করে	কংক্রিট
		বান্ধাঘাটা খালের উপর	২	করে	কংক্রিট
		দক্ষিণ বাদাল খালের উপর- ২টি	৫	করে	কংক্রিট
		দক্ষিণ বাদাল খালের উপর	৪	করে	কংক্রিট
		ছুট্টু খাঁর বাজার খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
		শিংবাড়ি তহসিল অফিসের সামনে	৫	করে	কংক্রিট
		সুলতান চাপরাসীর বাড়ির সামনে খালের উপর	৩	করে	কংক্রিট
	৯২				

সংযুক্তি-১২: ইউনিয়ন ভিত্তিক কালভার্ট সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	কালভার্ট সংখ্যা	ওয়ার্ড	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
সাউথখালী	১৬	৭	বগী রাস্তায় সর্বমোট ২ টি	করে	কংক্রিট
		৮	চালতাবুনিয়া রাস্তায় সর্বমোট ৭টি	করে	কংক্রিট
		৪	তাফালবাড়ি বাজার হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তায় ৩টি	করে	কংক্রিট
		৪	রায়েন্দা গ্রমের মাঝের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৫	উঃ সাউথখালী নুরইসলাম মোল্যার বাড়ির সামনে ১টি	করে	কংক্রিট
		৫	উঃ সাউথখালী সাফায়েত জমাদ্দারের বাড়ির সামনে ১ টি	করে	কংক্রিট
		৫	উঃ সাউথখালী ছোরাব ফকিরের বাড়ির সামনে রাস্তায় ১টি	করে	কংক্রিট
রায়েন্দা	৪১	১	উত্তর রাজাপুর রাস্তার উপর ৩টি	করে	কংক্রিট
		২	দক্ষিণ রাজাপুর রাস্তার উপর ৬টি	করে	কংক্রিট
		৩	মধ্য রাজাপুর রাস্তার উপর ২টি	করে	কংক্রিট
		৪	খাঁদা-রাজাপুর রাস্তার উপর ১০ টি	করে	কংক্রিট
		৫	উত্তর কদমতলা-রায়েন্দাবাজার রাস্তার উপর ৫টি	করে	কংক্রিট
		৬	দক্ষিণ কদমতলা-রায়েন্দাবাজার রাস্তার উপর ৪টি	করে	কংক্রিট
		৭	উত্তর তাফালবাড়ি-রায়েন্দাবাজার রাস্তার উপর ৬টি	করে	কংক্রিট
		৯	জিলবুনিয়া-রাজেশ্বর রাস্তার উপর ৫টি	করে	কংক্রিট

ইউনিয়নের নাম	কালভার্ট সংখ্যা	ওয়ার্ড	কোন নদী/ খালের সংযোগস্থলে	কাজ করে কি না	কোন ধরনের
খোন্তাকাটা	১০	৭	রাজৈর রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৬	মঠের পাড় রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		২	নলবুনিয়া রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৬	ভারানির পাড় রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৩	চৌমুহনী রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৫	খোন্তাকাটা রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		২	জানের পাড় রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৩	বানিয়াখালী রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		১	জানেরপাড় রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৯	উত্তর পামড়াগাছীয়া রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
ধানসাগর	২৩	২	চেয়ারম্যান বাড়ির সামনের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		২	ধানসাগরের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৩	কল্যাণ বাড়ি রাস্তার উপর	করে	কংক্রিট
		৩	ছোটুখা বাজার সংলগ্ন	করে	কংক্রিট
		৪	উত্তর বাদালের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৪	মালসার রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৫	শিংবাড়ির রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৭	রাজাপুর বাজার সংলগ্ন রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৭	রাজাপুর বাজারের পাশের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৮	সাভারের রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৯	ছহিলাবুনিয়ার রাস্তায়	করে	কংক্রিট
		৯	আমড়াগাছিয়ার রাস্তায়	করে	কংক্রিট
মোট	**৯০**				

সংযুক্তি-১৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক রাস্তা সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কিঃমিঃ)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কিঃমিঃ)	এইচবিবি রাস্তার অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কিঃমিঃ)	কাঁচা রাস্তার অবস্থান
সাউথখালী	২	১৪	১. ইউনিয়ন পরিষদ হতে বেপারী বাড়ি ব্রীজ পর্যন্ত ২. খলীল মৃধার বাড়ি হতে নদীর পাড় পর্যন্ত	৩	৮	১) সি এন্ড বি রাস্তা হতে ফরাজী বাড়ি হয়ে জলেরঘাট ভায়া বয়াতী বাড়ি পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ; ২) ক্যাম্পের রাস্তার মাথা হতে হারেজ মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ; ৩) আলম সীকদারের বাড়ি হতে সোহরাব ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত ২ .৫ কিঃমিঃ;	২২	৪৫.৫	১) হেমায়াত খানের বাড়ির সাইক্লোন থেকে ফরাজী বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ; বগী খলিফা বাড়ি হতে নদীর পাড় পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ; ২) বগী খলিফা বাড়ি হতে নদীর পাড় পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ; ৩) সুন্দরবন দাখীল মাদ্রাসা হতে নদীর পাড় পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ; ৪) সিএসবি রাস্তা হতে ফরাজী বাড়ি হয়ে জলের ঘাট ভায়া বয়াতী বাড়ি ৪ কিঃমিঃ; ৫) ক্যাম্পের রাস্তার মাথা হতে হারেজ মুন্সীর বাড়ি পর্যন্ত .৫ কিঃমিঃ; ৬) আলম সিকদারের বাড়ি হতে সোহরাব ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কিঃমিঃ; ৮) সোনাতলা আলম হাওলাদারের বাড়ি হতে বোর্ড স্কুল পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ; ৯) হারেজ মুন্সীর বাড়ি হতে পান্নার ডরের বাড়ি পর্যন্ত .৫ কিঃমিঃ; ১০) মোফাজ্জেল মেম্বরের বাড়ি হতে তেরাবেকা পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ; ১১) মোফাজ্জেল মেম্বরের বাড়ি হতে খুড়িয়াখালী স্কুল পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; ১২) খুড়িখায়ালী স্কুল হতে ইউনুস ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃ; ১৩) ফজলু মেম্বরের বাড়ি হতে শ্যাম হাওলাদারের বাড়ি হয়ে বয়াতী বাড়ির সামনে দিয়ে মোতালেব ভাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; ১৪) কালাম মেম্বরের বাড়ি হতে হাতিম মিস্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; ১৫) রব চাপরাশীর বাড়ি হইয়া কবিরাজ বাড়ির সামনে পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; ১৬) কালামের বাড়ি হতে মন্নাফ চৌকিদারের বাড়ি হইয়া সামসু হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত ২.৫ কিঃমিঃ; ১৭) ফজলু মৃধার বাড়ি হতে ওবায়দুলের বাড়ির সামনে দিয়ে চাঁন মিঞার বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ; ১৮) নিভভ্যান এর বাড়ি হতে

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কিঃমিঃ)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কিঃমিঃ)	এইচবিবি রাস্তার অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কিঃমিঃ)	কাঁচা রাস্তার অবস্থান
									বরইতলার পশ্চিম দিক হইয়া মৃধা বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; ১৯) ইসমাইল খাঁর বাড়ি হইয়া রশীদ খাঁর বাড়ি থেকে বরইতলা পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; ২০) ক্যাম্প হইতে মুন্সীবাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ; ২১) দক্ষিণ তাফালবাড়ি মন্দীর হইয়া মতিপান্নার বাড়ি থেকে ইসমাইল গার্ডের বাড়ি পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ; ২২) উত্তর তাফালবাড়ি মন্দীর হতে ওপেন সাধু হইয়া সুধাংশুর বাড়ির সামনে পর্যন্ত ১.৫ কিঃমিঃ;
রায়েন্দা	১০	৪৩	১) উত্তর রাজাপুর রাস্তা ওয়ার্ড নং- ১, ৪ কিঃমিঃ; ২) দক্ষীন রাজাপুর রাস্তা ওয়ার্ড নং-২, ২কিঃমিঃ; ৩) মধ্যম রাজাপুর রাস্তা ওয়ার্ড নং-৩, ২কিঃমিঃ; ৪) খাঁদা রাস্তা ওয়ার্ড নং-৪, ৫- কিঃমিঃ; ৫) রায়েন্দা বাজার হতে রসুলপুর ৭ কিঃমিঃ; ৬) পাঁচ রাস্তা হতে উত্তর তাফালবাড়ি বাজার ৬ কিঃমিঃ; ৭) খাঁদার ত্রিমুখী হতে চার রাস্তা পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; ৮) বাংলাবাজার ত্রিমুখ হতে পোলের হাট ২ কিঃমিঃ; ৯) তিন রাস্তা হতে বড় বাসা	৭	১৩	দক্ষীন রাজাপুর রাস্তা ২ কিঃমিঃ; পাঁচ রাস্তা হতে উত্তর তাফালবাড়ি বাজার ৬ কিঃমিঃ; বাংলাবাজার ত্রিমুখ হতে পোলের হাট ২ কিঃমিঃ; তিন রাস্তা হতে বড় বাসা পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; ভারানিরমুখ হতে রসুলপুর বাজার পর্যন্ত ১কিঃমিঃ	১৭	১১৩	তাফলবাড়ি মিরা বাড়ি সেল্টার থেকে তুলাতলা ৪ কিঃমিঃ; হাতেমপুর গ্রাম থেকে রুহলের ঘের পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; মেলে সেল্টার থেকে জগদিস মেম্বরের বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; গাভী হারেজের বাড়ি থেকে কুদ্দুস মেম্বরের ব্রীজ পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ; জমাদ্দার বাড়ির পুকুর থেকে খাদার ভোট সেন্টার পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; চার রাস্তা থেকে পোলের হাট হয়ে দেওয়ার বাড়ি পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ; উত্তর রাজাপুর থেকে মেলে সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ৬ কিঃমিঃ; কুদ্দুস মেম্বরের বাড়ি থেকে উত্তর রাজাপুর সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ; রসুলপুর বাজার থেকে চরের সাইক্লেন সেল্টার পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ; মধ্য কদমতলা থেকে উলা সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ৬ কিঃমিঃ; গনি মাষ্টারের বাড়ির সাইক্লোন সেল্টার থেকে গাজী বাড়ি পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ; জীবন্ত বাড়ি থেকে মফেজ মোল্লার বাড়ির সাইক্লোন সেল্টার পর্যন্ত ৪ কিঃমিঃ; ছাদ্দার চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে রশিদ তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; কামাল তালুকদারের বাড়ি থেকে মৌরশি বাজার পর্যন্ত ৫ কিঃমিঃ; ছোট তাফালবাড়ি থেকে মীরা বাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ; কওছার মেম্বরের বাড়ি থেকে লাকুড়তলা বাজার পর্যন্ত

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কিঃমিঃ)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কিঃমিঃ)	এইচবিবি রাস্তার অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কিঃমিঃ)	কাঁচা রাস্তার অবস্থান
			পর্যন্ত ২ কিঃমিঃ; ১০) ভারানিরমুখ হতে রসুরলপুর বাজার পর্যন্ত ১কিঃমিঃ						৫ কিঃমিঃ; বাস ষ্ট্যান্ড থেকে রাজেশ্বর কল্যাণবাড়ি পর্যন্ত ৩ কিঃমিঃ
খোন্তাকাটা	৩	১০	আমতলা হতে রায়েন্দা বাজার ৩ কিঃমিঃ; বান্ধাঘাটা থেকে তালতলী বাজার এবং বাস ষ্ট্যান্ড থেকে নলবুনিয়া বাজার ৭ কিঃমিঃ	৩	২৭	রাজৈর মেইন রাস্তা থেকে বানিয়াখালী বাজার- ৬ কিঃমিঃ; পশ্চিম খোন্তাকাটা থেকে নলবুনিয়া হয়ে ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড হয়ে ১ নং ওয়ার্ডের শেষ মাথা পর্যন্ত- ২১ কিঃমিঃ	১৩	৪২	জব্বারের হাট থেকে পূর্ব খোন্তাকাটা সেন্টার হাউজ পর্যন্ত- ৪ নং ওয়ার্ড; রাজৈর প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত- ৭ নং ওয়ার্ড; জানের পাড় ইয়াকুব খাঁর বাড়ি হতে চাঁনমিঞা সরকার বাড়ি পর্যন্ত- ২ নং ওয়ার্ড; বেপারী বাড়ি হতে দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত- ৫ নং ওয়ার্ড; চৌমুহনা থেকে আশরাফুল কালাম মাদ্রাসা হইয়া চেয়ারম্যান বাড়ি পর্যন্ত- ৩ নং ওয়ার্ড; আমড়াগাছিয়া তালুকদার বাড়ি হতে দিপচর পর্যন্ত- ৯ নং ওয়ার্ড; গোলবুনিয়ার তালতলীর রাস্তা- ৮ নং ওয়ার্ড; নলবুনিয়া হাতেম তালুকদারের বাড়ি হতে ইয়াছিন হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত- ২ নং ওয়ার্ড; জানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইয়া মহারাজ হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত- ২ নং ওয়ার্ড; মতি ডিলারের বাড়ি হতে বান্দাঘাটা পর্যন্ত- ৭ নং ওয়ার্ড; পশ্চিম খোন্তাকাটা ইশারাত খাঁর বাড়ি হতে চৌমুহনী পর্যন্ত- ৩ নং ওয়ার্ড; পশ্চিম রাজৈর হতে আজিজ বয়াতীর বাড়ি পর্যন্ত- ৭ নং ওয়ার্ড; চৌমুহনী থেকে খোন্তাকাটা বাজার হয়ে পূর্ব খোন্তাকাটা রাস্তা থেকে গাজী বাড়ি হয়ে ওয়াপদা পর্যন্ত।
ধানসাগর	৯	১৫.৫	আমড়াগাছিয়া হতে রাজাপুর ২ কিঃমিঃ; রাজাপুর হতে পল্লান বাড়ি ১	১	৭	ইউনিয়ন হতে উপজেলা পর্যন্ত ৭ কিঃমিঃ	১৭	৬৭	১ নং ওয়ার্ড- খেজুরবাড়িয়ার রাস্তা ২ কিঃমিঃ; ২ নং ওয়ার্ড- ধানসাগর রাস্তা ৩ কিঃমিঃ; ৩ নং ওয়ার্ড- নলবুনিয়া রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৪ নং ওয়ার্ড-দক্ষিণ বাদাল রাস্তা ৩ কিঃমিঃ; ৪ নং

ইউনিয়নের নাম	পাকা রাস্তার সংখ্যা	পাকা রাস্তা (কিঃমিঃ)	পাকা রাস্তার অবস্থান	এইচবিবি সংখ্যা	এইচবিবি রাস্তা (কিঃমিঃ)	এইচবিবি রাস্তার অবস্থান	কাঁচা রাস্তার সংখ্যা	কাঁচা রাস্তার (কিঃমিঃ)	কাঁচা রাস্তার অবস্থান
			কিঃমিঃ; পল্লানবাড়ি হতে ধানসাগর ২.৫ কিঃমিঃ; ছোটুকা বাজার হতে খেজুর বাড়িয়া ২ কিঃমিঃ; ধানসাগর হতে বান্ধাঘাটা বাজার ২ কিঃমিঃ; আমড়াগাছিয়া হতে শিংবাড়ি ১ কিঃমিঃ; পল্লানবাড়ি হতে দক্ষিণ বাদাল ২ কিঃমিঃ; পল্লানবাড়ি হতে নলবুনিয়া ১ কিঃমিঃ; সিএন্ডবি হতে খোন্তাকাটা ইউনিয়ন ২ কিঃমিঃ						ওয়ার্ড- উত্তর বাদাল রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৫ নং ওয়ার্ড- দক্ষিণ বাদাল রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৫ নং ওয়ার্ড-শিংবাড়ির রাস্তা ৬ কিঃমিঃ; ৫নং ওয়ার্ড- আমড়াগাছিয়ার রাস্তা ৩ কিঃমিঃ; ৬ নং ওয়ার্ড- পশ্চিম রাজাপুর মাঝের রাস্তা ৫ কিঃমিঃ; ৬ নং ওয়ার্ড-পশ্চিম রাজাপুর হিন্দু পাড়ার রাস্তা ৬ কিঃমিঃ; ৬ নং ওয়ার্ড- পশ্চিম রাজাপুর ভোলা নদীর পাড়ের রাস্তা ৯ কিঃমিঃ; রাস্তা, ৬ নং ওয়ার্ড-পশ্চিম রাজাপুর সাভারের মাদ্রাসা অভিমুখে ৭ কিঃমিঃ; ৭ নং ওয়ার্ড-ভোলা রাজাপুরের রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৭ নং ওয়ার্ড- রতিয়া-রাজাপুর রাস্তা ৪কিঃমিঃ; ৮ নং ওয়ার্ড- সাভারের পাড়ের রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৯ নং ওয়ার্ড- ছইলাবুনিয়া রাস্তা ৪ কিঃমিঃ; ৯ নং ওয়ার্ড- হোগলপাতি রাস্তা ৩ কিঃমিঃ;
	২৪	৮৪		১৫	৫৫		৬৯	২৬৮	

সংযুক্তি-১৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থার পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	অগভীর নলকূপ সংখ্যা	শ্যালোমেশিন সংখ্যা
রায়েন্দা	১৫০	৭০
খোন্তাকাটা	২০০	৪০
ধানসাগর	১০০০	৭০
সাউথখালী	১২০০	৫০
	২৫৫০	২৩০

সংযুক্তি-১৫: ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজার সংখ্যা ও অবস্থানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	হাটের সংখ্যা	হাটের নাম	হাটের অবস্থান / ওয়ার্ড নং	কবে হাট বসে	দোকান সংখ্যা	সমিতি সংখ্যা
সাউথখালী	৭	রায়েন্দা বাজার	৩	বুধ, রবি বার	৫০	নাই
		আমড়াগাছিয়া বাজার	৪	বৃবস্পতি, সোম বার	৪০	নাই
		রাজাপুর বাজার	৪	রবি, বুধ বার	৩৫	নাই
		তাফালবাড়ি বাজার	৪	বৃহস্পতি, সোম বার	৪০	নাই
		চালতেবুনিয়া বাজার	৬	শনি, বুধ বার	২৫	নাই
		গাবতলা বাজার	৬	শনি বার	১৫	নাই
		শরণখোলা বাজার	৭	বৃহস্পতি, সোম বার	৩০	নাই
রায়েন্দা	৫	রায়েন্দা বাজার	৫	রবি ও বুধ বার	১২০০	৩
		লাকুড়তলা বাজার	৮	শনি বার	২৫	নাই
		মৌরশী বাজার	৭	শনি ও মঙ্গল বার	৫০	নাই
		বাংলাবাজার	৪	সোম, বৃহস্পতি ও শনি বার	৪০	নাই
		রসুলপুর বাজার	২	শুক্র ও মঙ্গল বার	৫০	নাই
খোন্তাকাটা	৩	খোন্তাকাটা বাজার	৫	সোম, শুক্র বার	৫০	নাই
		নলবুনিয়া হাট	২	মঙ্গল, শনি বার	২০	নাই
		তালতলী হাট	৮	বৃহস্পতি বার	১০	নাই
ধানসাগর	৪	আমড়াগাছিয়া হাট	৫	সোম ও বৃহস্পতি বার	৩৫	নাই
		রাজাপুর হাট	৭	শুক্র ও মঙ্গল বার	৩০	নাই
		ছুট্টু খাঁর বাজার হাট	৩	বুধ ও রবি বার	২৫	নাই
		বান্ধার হাট	১	সোম ও শনি বার	৩৫	নাই
মোট	**১৯**				**১৮০৫**	

সংযুক্তি-১৬: ইউনিয়ন ভিত্তিক ঘরবাড়ির পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	মোট বাড়ি	কাঁচা	আধা পাকা	পাকা	গৃহহীন	অন্যনের জমিতে বাড়ি
সাউথখালী	৫৭০০	৫৫৩০	১১০	৬০	১০	১০
রায়েন্দা	৯৬৫০	৯২৮০	২৫০	১২০	৫	৫
খোন্তাকাটা	৭৭৫৭	৭৫৫৭	১৫০	৫০	৫	৫
ধানসাগর	৫৩৫০	৫০৯৫	১৮৫	৭০	৮	৮
মোট	**২৮৪৫৭**	**২৭৪৬২**	**৬৯৫**	**৩০০**	**২৮**	**২৮**

সংযুক্তি-১৭: ইউনিয়ন ভিত্তিক খাবার পানির উৎস এর পরিসংখ্যান

পানির উৎস													
ইউনিয়নের নাম	নলকূপ সংখ্যা	পুকুর সংখ্যা	বৃষ্টির পানি ধারকের সংখ্যা	ড্রামের পানি (সংখ্যা)	নলকূপ ভালোর সংখ্যা	পুকুর ভালোর সংখ্যা	বৃষ্টি পানি ধারকের ভালোর সংখ্যা	নলকূপ নষ্টের সংখ্যা	পুকুর নষ্টের সংখ্যা	বৃষ্টি পানি ধারকের নষ্টের সংখ্যা	নলকূপ বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা	পুকুর বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা	কত % অধিবাসী এই পানি ব্যবহার করে
সাউথখালী	১২০০	১৮	২২	১১০০	৯৮৮	১২	৮	২১২	৬	১৪	২২০	৮	১০০%
রায়েন্দা	১৫০	২৯	৫০	১৪০০	১২০	২৫	২৫	৩০	৪	২৫	৪০	১০	১০০%
খোন্তাকাটা	২০০	৭৫	১৮	১০০০	১৪০	৬০	৫	৬০	১৫	১৩	১০০	৩৫	১০০%
ধানসাগর	৮০০	২২	৩৭	১০০০	৬০০	১২	১৫	২০০	১০	২২	৫০	১০	১০০%
মোট	**২৩৫০**	**১৪৪**	**১২৭**	**৪৫০০**	**১৮৪৮**	**১০৯**	**৫৩**	**৫০২**	**৩৫**	**৭৪**	**৪১০**	**৬৩**	

সংযুক্তি-১৮: ইউনিয়ন ভিত্তিক পয়ঃনিষ্কাশন এর পরিসংখ্যান

পয়ঃনিষ্কাশন						
ইউনিয়নের নাম	অস্বাস্থ্যকর পায়খানা (খোলা)	স্বাস্থ্যকর পায়খানা (কাঁচা)	স্বাস্থ্যকর পায়খানা (পাকা)	বন্যা লেভেলের উপরের সংখ্যা	বন্যার সময় কতগুএলা ব্যবহার উপেযাগী থাকে	কত % অধিবাসী এই স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করে
সাউথখালী	১৫	৫৬৪০	৬০	২০%	১১২৮	৭০%
রায়েন্দা	১০	৮৮৫০	২৫০	২০%	১৮২০	৮৫%
খোন্তাকাটা	১০	৮০৫০	২৫০	৩০%	২৪০০	৮০%
ধানসাগর	১০	৫২২০	৮০	১০%	২০০০	৭৫%
মোট	**৪৫**	**২৭৭৬০**	**৬৪০**		**৭৩৪৮**	

সংযুক্তি-১৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
সাউথখালী	সরকারি	২৪ নং তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৫	৪	হয়
		২৫ নং এসবি তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	৩	হয়
		২৬ নং সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৫	১	হয়
		২৭ নং খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	৯	হয়
		২৮ নং চালতেবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৫	৮	না
		২৯ নং সাইথখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	৬	হয়
		৩০ নং বগি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৫	৭	হয়
		৪৭ নং শরণখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	হয়
		৪৮ নং মধ্য চাঁদখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	না
		৪৯ নং উত্তর সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫	-	হয়
		৫০ নং দক্ষিণ তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	-	হয়
		৫১ নং দক্ষিণ তাফালবাড়ি আদর্শ বিদ্যালয়	১৭০	৪	-	হয়
		৫২ নং বকুলতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৪	-	হয়
		৬৭ নং মৌরশি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	না
		৭৯ নং সাউথখালী বাবলাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৮০ নং সোনাতলা আহম্মদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	-	হয়
		৯২ নং দক্ষিণ তাফালবাড়ি বিদ্যাপিঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	-	হয়
		১০০ নং দক্ষিণ খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৫	-	না
		১০২ নং পূর্ব সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	-	হয়
		১০৬ নং সিএসবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	৬	হয়
রায়েন্দা	সরকারি	২৩ নং চাল রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	৮	হয়
		১৭ নং পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	২	হয়
		১৮ নং দক্ষিণ রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	২	হয়
		১৯ নং ডিবির পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	৩	হয়
		২০ নং পূর্ব খাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	৪	হয়
		২১ নং রায়েন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৫	৫	হয়
		২২ নং লাকুড়তলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	৮	হয়
		৪১ নং উত্তর কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	৬	না
		৪২ নং জনতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	৪	হয়
		৪৩ নং মালিয়া রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	৩	হয়
		৪৪ নং উত্তর মালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	৩	
		৪৫ নং ছোট রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	১	হয়
		৪৬ নং উত্তর রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	১	হয়
		৫৩ নং কদমতলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	৬	হয়
		৫৫ নং রাজাপুর সোনাতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৪	২	না
		৫৮ নং উত্তর তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	৭	হয়
		৬৩ নং পশ্চিম তাফালবাড়ি জি এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৫	-	হয়
		৬৬ নং আদর্শ শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৫	-	না
		৬৮ নং মালিয়া রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৫	৩	হয়
		৭১ নং মধ্য রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	২	হয়
		৭৪ নং রসুলপুর পল্লি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯০	৪	২	হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
		৭৭ নং রাজেস্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৪	৯	হয়
		৮১ নং পশ্চিম কদমতলা কে এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৫	৬	হয়
		৮৫ নং শেরে বাংলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৮৯ নং গাজি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৯৩ নং গোলারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	হয়
		৯৬ নং উত্তর রাজাপুর কালভার্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩০	৪	-	হয়
		১০৩ নং রাজাপুর হোগলপাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৫	-	হয়
		৯৯ নং কদমতলা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৬	হয়
		১০৭ নং উত্তর তাফালবাড়ি পশ্চিম পাড়া সঃ প্র: বি	১৬০	৪	৭	হয়
খোন্তাকাটা	সরকারি	১০ নং মঠের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৬	হয়
		১১ নং বিজানের পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	২	হয়
		১২ নং বিধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৩	১	হয়
		১৩ নং খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৩	৫	হয়
		১৪ নং মঠের পাড় সরকারি বালিকা বিদ্যালয়	১৫০	৫	৬	হয়
		১৫ নং রাজৈর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৭	হয়
		১৬ নং গোলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৩	৮	হয়
		৩১ নং টি টি এন্ড সি ডি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৩	৮	হয়
		৩২ নং বাদাল সালেহা মেমোরিয়াল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১৬০	৫		হয়
		৩৩ নং বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪		হয়
		৩৭ নং পশ্চিম বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪		হয়
		৩৮ নং তালতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪		হয়
		৩৯ নং মধ্য বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪		হয়
		৪০ নং পশ্চিম খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৫		হয়
		৫৪ নং পূর্ব খোন্তাকাটা আদর্শ সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪		হয়
		৫৬ নং পূর্ব খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪		হয়
		৫৭ নং দক্ষিণ আমড়াগাছীয়া সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৩		হয়
		৫৯ নং তালতলী উল্লাসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৪	হয়
		৬০ নং জিবন্তবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪		হয়
		৬৫ নং দক্ষিণ খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৪	৫	হয়
		৬৯ নং আমড়াগাছীয়া গুচ্ছগ্রাম সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	হয়
		৭০ নং মধ্য নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৩	-	হয়
		৭২ নং সুন্দরবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৭৫ নং উত্তর খোন্তাকাটা মুকুল সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৩	-	হয়
		৭৮ নং পশ্চিম খোন্তাকাটা ভারানির পাড় সঃপ্রাঃ বিঃ	১৭০	৪	-	হয়
		৮৩ নং উত্তর খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৩	-	হয়
		৮৪ নং উত্তর আমড়াগাছীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৩	-	হয়
		৮৬ নং বি.কে নিম্ন মাধ্যমিক সরকারি বালিকা বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	হয়
		৯০ নং উত্তর খোন্তাকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৯১ নং পূর্ব নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	-	হয়
		৯৭ নং কৈয়ার পাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭০	৪	-	হয়
		৯৮ নং পূর্ব ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৪	-	হয়
		১০১ নং জে.বি.কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	-	হয়
		১০৫ নং খোন্তাকাটা ইউনাইটেড সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮০	৩	-	হয়
		১০৮ নং বি.কে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৪	-	হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
		১০৯ নং দক্ষিণ বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৫		হয়
ধানসাগর	সরকারি	৮ নং আমড়াগাছীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬০	৪	৫	হয়
		৯ নং দক্ষিণ নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৩	হয়
		১ নং খেজুর বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	১	হয়
		২ নং ধানসাগর নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	২	হয়
		৩ নং বাদাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৫	৪	হয়
		৪ নং পূর্ব আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	৫	হয়
		৫ নং আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪	৫	হয়
		৬ নং পশ্চিম নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	৩	হয়
		৭ নং রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	৭	হয়
		৩৪ নং ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৫	২	হয়
		৩৫ নং রাজাপুর ইয়াছিন মোমোরিয়াল সঃ প্রাঃ বিঃ	১২৫	৫	৬	হয়
		৩৬ নং পশ্চিম ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	২	হয়
		৬১ নং রাজাপুর নেছারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	৬	না
		৬২ নং দক্ষিণ ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৫	৪	২	হয়
		৬৪ নং উত্তর রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১০	৫	৬	না
		৭৩ নং আদর্শ বিদ্যাপিঠ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫০	৪		না
		৭৬ নং দক্ষিণ- পশ্চিম বাদাল সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৪	৪	হয়
		৮২ নং রাজাপুর- সুন্দরবন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২০	৪	৭	না
		৮৭ নং বড় রাজাপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	৮	হয়
		৮৮ নং মধ্য খেজুর বাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৪	১	হয়
		৯৪ নং মধ্য ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	২	হয়
		৯৫ নং রতিয়া রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪০	৫	৭	হয়
		১০৪ নং ধানসাগর টগ্রাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৫	৪	২	না
		১১০ নং নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১২৫	৪	২	না
		১১১ নং হোগলপাতিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০০	৫		না
		১১২ নং রাজাপুর বাওড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১০	৪	৭	না
সাউথখালী	বে-সরকারি/ মাঃ বিঃ	সুন্দরবন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৫০	১৬		হয়
		তাফালবাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৩৮০	১৫		হয়
রায়েন্দা	বে-সরকারি/ মাধ্যমিক বিঃ	রায়েন্দা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৫০	১২	৫	হয়
		আর কে ডি এস গার্লস স্কুল	৪৫০	১১	৫	হয়
		জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৯০	১১	৩	হয়
		রসুলপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮০	৯	২	হয়
খোন্তাকাটা	বে-সরকারি/ মাধ্যমিক বিঃ	আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৯০	১৫		হয়
		খোন্তাকাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৬০	১৭		হয়
		বানিয়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫০	১৪		হয়
		বি.কে নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	৪১০	১২		হয়
		আমেনা স্মৃতি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮০	১১		হয়
ধানসাগর	বে-সরকারি/মাধ্যমিক বিঃ	আমড়াগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩০০	১১		হয়
		রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৭৫	১২		হয়
		বাদাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৫	১০		হয়
		রাধা- লক্ষ্মী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৬৫	৯		হয়
		ধানসাগর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮০	৯		হয়

ইউনিয়ন	স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/	প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান / ওয়ার্ড	ঘূর্ণিঝড়/বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
		রাজাপুর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৮৫	৯		হয়
রায়েন্দা	বে-সরকারি/ মাদ্রাসা	খাদা এজিএম দাখিল মাদ্রাসা	২৭০	১০	৪	
		রায়েন্দা বাজার ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা	২৫০	১২	৫	হয়
		কদমতলা মহসিনিয়া সিএসকে দাখিল মাদ্রাসা	৩৫০	৮	৬	হয়
		শরনখোলা গার্লস দাখিল মাদ্রাসা	১৫০	৯	৫	
		দক্ষিণ রাজাপুর দাখিল মাদ্রাসা	২২০	১০	২	হয়
সাউথখালী	বে- সঃ / কলেজ	তাফালবাড়ি কলেজিয়েট স্কুল	৪২০	১৯		হয়
খোন্তাকাট	বে- সঃ / কলেজ	শরণখোলা ডিগ্রি কলেজ	৬০০	২০		হয়
		তালতলী মফিজুল হক কৃষি কলেজ	৪৫০	২০		হয়
ধানসাগর	বে- সঃ / কলেজ	মাতৃভাষা কলেজ	৪০০	১৪		হয়
		ডিন কারিগরী কলেজ	৩৩৫	১২		হয়

সংযুক্তি-২০: ইউনিয়ন ভিত্তিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	মসজিদ সংখ্যা	মন্দির সংখ্যা	গীর্জা সংখ্যা	মসজিদ অবস্থান	মন্দির অবস্থান/ওয়ার্ড	গীর্জা অবস্থান
সাউথখালী	৫৪	৬	নাই	১ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ২ নং ওয়ার্ডে ৫ টি; ৩ নং ওয়ার্ডে ৬ টি; ৪ নং ওয়ার্ডে ৮ টি; ৫ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৭ নং ওয়ার্ডে ৫ টি; ৮ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি	১ নং ওয়ার্ডে ২ টি,	নাই
রায়েন্দা	১০১	১৪	নাই	১ নং ওয়ার্ডে ১২ টি; ২ নং ওয়ার্ডে ১০ টি; ৩ নং ওয়ার্ডে ৯ টি; ৪ নং ওয়ার্ডে ১১ টি; ৫ নং ওয়ার্ডে ১৬ টি; ৬ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৭ নং ওয়ার্ডে ১৪ টি; ৮ নং ওয়ার্ডে ৮ টি; ৯ নং ওয়ার্ডে ১২ টি	১ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ২ নং ওয়ার্ডে ১ টি; ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি; ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ৫ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি; ৯ নং ওয়ার্ডে ১ টি	নাই
খোন্তাকাটা	১০২	৬	নাই	১ নং ওয়ার্ডে- ১০ টি; ২ নং- ১২ টি; ৩ নং- ৮ টি, ৪ নং- ৯ টি; ৫ নং- ১৪ টি; ৬ নং- ১৬ টি; ৭ নং- ১২ টি; ৮ নং- ১০ টি; ৯ নং- ১১ টি	১, ২, ৩, ৮	নাই
ধানসাগর	৬০	২০	নাই	১ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ২ নং ওয়ার্ডে ৬ টি; ৩ নং ওয়ার্ডে ৮ টি; ৪ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৫ নং ওয়ার্ডে ৬ টি; ৬ নং ওয়ার্ডে ৬ টি; নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৮ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৯ নং ওয়ার্ডে ৬ টি	২ নং ওয়ার্ডে ৭ টি; ৪ নং ওয়ার্ডে ১ টি; ৫ নং ওয়ার্ডে ৫ টি; ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি; ৯ নং ওয়ার্ডে ৫ টি	নাই
মোট	**৩১৭**	**৪৬**				

সংযুক্তি-২১: ইউনিয়ন ভিত্তিক ঈদগাহ এর পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ঈদগাহ সংখ্যা	ঈদগাহ নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	বন্যায় আ: কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা
সাউথখালী	১৩		১ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ১ টি,৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি,৭ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ২ টি	না
রায়েন্দা	২০		১ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ২ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৩ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৪ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ৫ নং ওয়ার্ডে ৪ টি, ৬ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৭ নং ওয়ার্ডে ২ টি, ৮ নং ওয়ার্ডে ১ টি, ৯ নং ওয়ার্ডে ২ টি	না
খোন্তাকাটা	২৫		মসজিদ ভিত্তিক ১ নং ওয়ার্ডে ৩ টি, ২ নং-৩ টি, ৩ নং- ৩ টি, ৪ নং- ২ টি, ৫ নং- ৩ টি, ৬ নং- ২ টি, ৭ নং- ৩ টি, ৮ নং- ৩ টি, ৯ নং- ৩ টি (সরকারি কোন ঈদগাহ নাই)	না
ধানসাগর	৯		সকল ওয়ার্ডে ১ টি করে	না
মোট	**৬৭**			

সংযুক্তি-২২: ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা / হাসপাতালের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা	সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	ডাক্তার সংখ্যা	নার্স সংখ্যা
সাউথখালী	৪	তাফালবাড়ি উপসাস্থকেন্দ্র	৪	নাই	ডাক্তার ১	১
		উত্তর তাফালবাড়ি কঃক্লিনিক	৩	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		গাবতলা দঃ সাউথখালী কঃক্লিনিক	৬	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		খুড়িয়াখালি কঃক্লিনিক	৯	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
রায়েন্দা	৬	উপজেলা সাস্থ কমপ্লেক্স	৫	নাই	ডাক্তার ২	৪
		উত্তর রাজাপুর বটতলা কমিউনিটি ক্লিনিক	১	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		দক্ষিণ রাজাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	২	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		বাংলা বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক	৩	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		লাকুরতলা কমিউনিটি ক্লিনিক	৮	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		উত্তর তাফালবাড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক	৭	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
খোন্তাকাটা	৭	চৌমুহনী বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক	৫	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		পূর্ব খোন্তাকাটা কমিউনিটি ক্লিনিক	৪	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		খোন্তাকাটা বাজার কমিউনিটি ক্লিনিক	৫	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		বিধান সাগর কমিউনিটি ক্লিনিক	১	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		সুর্যের হাসি কমিউনিটি ক্লিনিক	৫	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		হাতেম আলী জেনারেল হাসপাতাল	৪	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		খোন্তাকাটা ইউনিয়ন কমিউনিটি ক্লিনিক	২	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
ধানসাগর	৪	উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৩	নাই	ডাক্তার ১	১
		কালীবাড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক	৯	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		বান্দাঘাট কমিউনিটি ক্লিনিক	১	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
		রাজাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	৭	নাই	প্যারামেডিকেল ১	১
মোট	২১					২৪

সংযুক্তি-২৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	সার্ভিসের ধরন
সাউথখালী	নাই	নাই		
রায়েন্দা	৩	জনতা ব্যাংক		টাকা লেনদেন,ঋন দান,কৃষি ঋন,ডিপোজিট স্কীম ইত্যাদি
		সোনালী ব্যাংক		
		কৃষি ব্যাংক		
খোন্তাকাটা	নাই	নাই		
ধানসাগর	নাই	নাই		
মোট	**৩**			

সংযুক্তি-২৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক পোষ্ট অফিসের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ ওয়ার্ড	সার্ভিসের ধরন
সাউথখালী	৩	তাফালবাড়ি	৪	পোষ্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস, মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, সেভিংস ব্যাংক
		বগী বন্দর	৭	
		সোনাতলা	১	
রায়েন্দা	৫	উপজেলা পোষ্ট অফিস	৫	
		জনতা বাজার পোষ্ট অফিস	৪	
		উত্তর রাজাপুর বাজার পোষ্ট অফিস	১	
		আর শরণখোলা পোষ্ট অফিস	২	
		লাকুড়তলা বাজার পোষ্ট অফিস	৮	
খোন্তাকাটা	২	জেলে পাড়া	১	
		খোন্তাকাটা পোষ্ট অীফস	৫	
ধানসাগর	৩	রাজাপুর	৭	
		নলবুনিয়া	৩	
		আমড়াগাছিয়া	৯	
মোট	**১৩**			

সংযুক্তি-২৫: ইউনিয়ন ভিত্তিক ক্লাব/সাংস্কৃতি কেন্দ্রের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	কি কাজে সহায়তা করে (সমাজসেবা/উন্নয়ন মুলক)
সাউথখালী	নাই	নাই		দুর্যোগকালীন সময়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে, দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যে সহযোগীতা করে
রায়েন্দা	১	রায়েন্দা প্রেস ক্লাব	৫	
খোন্তাকাটা	৩	খোন্তাকাটা আল ভিডিসি	৫	
		পূর্ব নলবুনিয়া একতা তরুন ক্লাব	২	
		তালতলী যুব ক্লাব	৮	
ধানসাগর	৪	একতা যুব সংঘ	২	
		মালসা আইপিএম ক্লাব	৪	
		আমড়াগাছিয়া আইপিএম ক্লাব	৯	
		দক্ষিণ বাদাল আইপিএম ক্লাব	৫	
মোট	**৮**			

সংযুক্তি-২৬: ইউনিয়ন ভিত্তিক খেলার মাঠের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান/ওয়ার্ড	দুর্যোগের সময় কাজে লাগে
সাউথখালী	৭	তাফালবাড়ি কলিজিয়েট স্কুল মাঠ	৪	ত্রান কার্যক্রম পরিচালনা,অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মহড়ার আয়োজন
		সুন্দরবন সরকারি বিদ্যালয় মাঠ	৮	
		সুন্দরবন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা মাঠ	৭	
		বগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭	
		সোনাতলা হাফেজিয়া মাদ্রাসা	১	
		খুড়িয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯	
		সাউথখালী বালিকা বিদ্যালয়	৩	
রায়েন্দা	৩	রাহেন্দ্রা পাইলট স্কুল	৫	
		জনতা মাদ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৪	
		লাকুর তলা স্কুল মাঠ	৮	
খোন্তাকাটা	৩	বানিয়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৩	
		শরণখোলা ডিগ্রি কলেজ মাঠ	৭	
		আনোয়ার হোসেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭	
ধানসাগর	৪	নলবুনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ	৩	
		আমড়াগাছিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৯	
		ইউনাইটেট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	২	
		রাজাপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ	৭	
	১৭			

সংযুক্তি-২৭: ইউনিয়ন ভিত্তিক যোগাযোগ ও পরিবহনের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ভ্যান সংখ্যা	মোটর সংখ্যা	অন্যান্য	নৌকা	ট্রলার
সাউথখালী	১৫০	২০০	৩০	২০	৫০
রায়েন্দা	১২০	২৫০	৪০	২০	৫
খোন্তাকাটা	১০০	৩০০	৩০	৫০	৬০
ধানসাগর	১৫০	২৫০	৪০	৩৫০	৪০০
মোট	**৫২০**	**১০০০**	**১৪০**	**৪০০**	**৪৬০**

সংযুক্তি-২৮ এনজিওর পরিসংখ্যান

ক্র: নং	এনজিওর নাম ও প্রকল্প কর্মকর্তা	কি কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল
১	রূপান্তর	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	১৪০০- ১৫০০	১	চলমান
২	কোডেক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	১৬০০- ১৭০০	২	চলমান
৩	নবলোক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ২৭০০	১	চলমান
৪	মুসলিম্ এইড	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	১৭০০- ১৮০০	১	চলমান
৫	জে জে এস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান
৬	আশা	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ, ঋণ কার্যক্রম	১৫০০- ১৭০০	১	চলমান
৭	ব্র্যাক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঋণ কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম	১৬০০- ১৭০০	১	চলমান
৮	প্রতিভা	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঋণ কার্যক্রম	১০০০- ১৫০০	১	চলমান
৯	গ্রামীন ব্যাংক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঋণ কার্যক্রম	২৫০০- ৩০০০	১	চলমান
১০	অগ্রদূত ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	৩০০০- ৩২০০	১	চলমান
১১	উদয়ন বাংলাদেশ	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	৫০০০- ৫৫০০	১	চলমান
১২	প্রদীপন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ৩০০০	১	চলমান
১৩	রিক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	১৫০০- ২০০০	১	চলমান

ক্র: নং	এনজিওর নাম ও প্রকল্প কর্মকর্তা	কি কি বিষয়ে কাজ করে	উপকারভোগীর সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের মেয়াদকাল
১৪	স্বদেশ উন্নয়ন কেন্দ্র	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২০০০- ২২০০	১	চলমান
১৫	সুশীলন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	১৪০০- ১৫০০	১	চলমান
১৬	শান্তি উদ্যোগ ট্রাষ্ট	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৬০০- ১৭০০	১	চলমান
১৭	ঢাকা আহসানিয়া মিশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা, ঝুঁকি হ্রাস ও রিলিফ	২৫০০- ২৭০০	১	চলমান
১৮	নিবেদিতা মহিলা কল্যাণ সমিতি	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৭০০- ১৮০০	১	চলমান
১৯	আশ্রয় ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান
২০	ভোসড	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৫০০- ১৭০০	১	চলমান
২১	উপকুল ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৬০০- ১৭০০	১	চলমান
২২	গণ স্বাস্থ কেন্দ্র	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১০০০- ১৫০০	১	চলমান
২৩	সি আর সি শরণখোলা	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ৩০০০	১	চলমান
২৪	হেলপ	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	৩০০০- ৩২০০	১	চলমান
২৫	ডাক দিয়ে যাই	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	৫০০০- ৫৫০০	১	চলমান
২৬	বেটার টুমরো সোসাইটি	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ৩০০০	১	চলমান
২৭	ডিকেএস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৫০০- ২০০০	১	চলমান
২৮	ভোকা	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২০০০- ২২০০	১	চলমান
২৯	আইপ্যাক	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৪০০- ১৫০০	১	চলমান
৩০	সোনালী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৬০০- ১৭০০	১	চলমান
৩১	ইসলামি ব্যাংক ফাউন্ডেশন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২৫০০- ২৭০০	১	চলমান
৩২	দরীদ্র বিমোচন	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	১৭০০- ১৮০০	১	চলমান
৩৩	কারিতাস	দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা	২১০০- ২২০০	১	চলমান

সংযুক্তি-২৯: ইউনিয়ন ভিত্তিক বন ও বনায়ন পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	বনায়নের নাম	কত এলাকা জুড়ে	কিকি গাছ আছে	অবস্থান/ ওয়ার্ড	উদ্যাগতা (সরকার, এনজিও, ব্যক্তিগত)
সাউথখালী	সুন্দরবন	সুন্দরবন ৫৯৪ কিঃমিঃ	চম্বল, অর্জুন, শিশু, বাবলা, মেহগনি		সরকারি
রায়েন্দা	নাই				
খোন্তাকাটা	রাস্তার দু ধারের বনায়ন	রাজৈর মার্কাস মসজিদ হতে কুমির খাল পর্যন্ত - ৫.৫ কিঃমিঃ	চম্বল, অর্জুন, শিশু, বাবলা, মেহগনি		সরকারি
		রায়েন্দা বাজার হতে তালতলী বাজার- ৮ কিঃমিঃ	চম্বল, অর্জুন, শিশু, বাবলা, মেহগনি		সরকারি
ধানসাগর	নাই				
মোট					

সংযুক্তি-৩০: ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমি ও ভূমির ব্যবহারের পরিসংখ্যান

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার							
ইউনিয়নের নাম	মোট জমির পরিমান হেঃ	আবাদী জমি হেঃ	অনাবাদী জমি হেঃ	১ ফসলী জমি হেঃ	২ ফসলী জমি হেঃ	৩ ফসলী জমি হেঃ	বসতি জমি হেঃ
সাউথখালী	২৬০০	২৪৫০	১৫০	১৭৫০	৬০০	১০০	৫০০
রায়েন্দা	২৮৫০	২৬০০	২৫০	১২০০	৮৫০	৫৫০	৬৮০
খোন্তাকাটা	২৬৯৬	২৫২৬	১৭০	১২৫০	১০০০	২৭৬	৬৫৫
ধানসাগর	২৫২৫	২৩৭৫	১৫০	১৮০০	৪০০	১৭৫	৫১০
মোট	**১০৬৭১**	**৯৯৫১**	**৭২০**	**৬০০০**	**২৮৫০**	**১১০১**	**২৩৪৫**

সংযুক্তি-৩১: ইউনিয়ন ভিত্তিক কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান

কৃষি ও খাদ্য				
ইউনিয়নের নাম	**প্রধান ফসল (কৃষি)**	**উৎপাদনের পরিসংখ্যান (কৃষি) মেঃ**	**মৎস্য**	**উৎপাদনের পরিসংখ্যান (মৎস্য) মেঃ**
সাউথখালী	আমন ধান	৫৪০০	চিংড়ী	৩৯.৬
	আউস	২৬০	সাদা মাছ	৭২.৮৫
	বোরো	৩৫০		
রায়েন্দা	আমন	৫৬০০	চিংড়ী মাছ	৭৪.২৫
	আউস	৫২০	সাদা মাছ	১১১.৬
	বোরো	৪৫		
খোন্তাকাটা	আমন ধান	৫৪৫৫	চিংড়ী মাছ	৮৮
	আউশ ধান	২৬০০	সাদা মাছ	১০২
	বোরো ধান	৩০		
ধানসাগর	আমন ধান	৫২০০	চিংড়ী	৪৯.৭২৫
	আউস	০	সাদা মাছ	১২৪
	বোরো	২০		
মোট		**২৫৪৮০**		**৬৬২**

সংযুক্তি-৩২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পশু-সম্পদের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	**গবাদিপশুর ধরন অনুযায়ী সংখ্যা**					
	গরু	**ছাগল**	**মুরগি**	**হাঁস**	**অন্যান্য**	**মোট**
সাউথখালী	৯৬০০	৮৭০০	১৮১০০	১৪১০০	৮০	৫০৫৮০
রায়েন্দা	৭৩৫০	১১১০০	১৮০০০	১৭৫০০	১০০	৫৪০৫০
খোন্তাকাটা	১৭০০০	১০৫০০	২৬৪৫০	১৩৫০০	১২৩০	৬৮৬৮০
ধানসাগর	৯৭০০	১২৮০০	৩৬০০০	২৬৫০০	২০০	৮৫২০০
মোট	**৪৩৬৫০**	**৪৩১০০**	**৯৮৫৫০**	**৭১৬০০**	**১৬১০**	**২৫৮৫১০**

সংযুক্তি-৩৩: ইউনিয়ন ভিত্তিক নদীর পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	**নদীর নাম**	**প্রবাহের দিক**	**উপকার**	**অপকার**	**নির্ভরশীল জনসংখ্যা**
সাউথখালী	বলেশ্বর	পূর্ব	মৎস্য আহরোন, যাতায়াত, কৃষিতে সেচ কাজ, ব্যবসায়িক পন্য পরিবহন ইত্যাদি।	নদী ভাঙ্গন, জলোচ্ছাস	৮০%
	ভোলা	পশ্চিম			
	শরণখোলা	দক্ষিণ			
রায়েন্দা	বলেশ্বর	পূর্ব			
	ভোলা বিষখালী	দক্ষিণ- পশ্চিম			
	রায়েন্দা নদী	উত্তর			
খোন্তাকাটা	বলেশ্বর	পূর্ব পাশ দিয়ে			
ধানসাগর	ভোলা নদী	পশ্চিম			
মোট= ৫টি					

সংযুক্তি-৩৪: ইউনিয়ন ভিত্তিক খালের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	সংখ্যা	নাম	অবস্থান (ওয়ার্ড)	বর্তমান অবস্থা
সাউথখালী	৩	তাফালবাড়ি খাল	১ থেকে ৯ নং	শুকিয়ে ধিরে ধিরে মরা খালে পরিনত হচ্ছে
		চালতেবুনিয়ার খাল	১ থেকে ৯ নং	
		উত্তর তাফালবাড়ির খাল	১ থেকে ৯ নং	
রায়েন্দা	১০	খাদার খাল	৪	
		ডাক্তার বাড়ির খাল	৬	
		কাজীর খাল	৪	
		পোলের হাট খাল	৭	
		বাংলা বাজার খাল	৪	
		মন্ডল বাড়ির খাল	৩	
		খাদা চার ঘাটার খাল	৪	
		খাদা জমাদ্দার বাড়ির খাল	৪	
		তাফাল বাড়ির খাল	৮	
		ভারানীর খাল	২	
খোন্তাকাটা	৩	কুমারখালী	৩, ৪, ১	
		নলবুনিয়া	২, ৮, ১	
		খোন্তাকাটা	৫	
ধানসাগর	১৫	ধানসাগর ডাক্তারের খাল	২	
		ধানসাগর ঘোপের খাল	২	
		মালসার খাল	৪	
		ধানসাগর ভারানীর খাল	২	
		রাজাপুর বাজার খাল	৭	
		নলবুনিয়া খাল	৩	
		শিংবাড়ি খাল	৫	
		কালীবাড়ি খাল	৯	
		আমড়াগাছিয়া খাল	৫	
		নলবুনিয়া গাজী খাল	৩	
		পল্লানবাড়ি খাল	৩	
		জালিয়ার চুটা খাল	২	
		ছলিয়াবুনিয়া খাল	৯	
		বান্ধাঘাটা খাল	২	
		দক্ষিণ বাদাল খাল	৪	
মোট	**৩১**			

সংযুক্তি-৩৫: ইউনিয়ন ভিত্তিক মৎস্য ঘের ও পুকুরের পরিসংখ্যান

ইউনিয়নের নাম	ঘের সংখ্যা	পুকুর সংখ্যা
সাউথখালী	১৫০	৩৭৩
রায়েন্দা	২৬৫	৫৫৫
খোন্তাকাটা	৩১৫	৫৬০
ধানসাগর	৫২০	৫৭৫
মোট	**১২৫০**	**২০৬৩**

তথ্যসূত্র : উপজেলা পরিষদ, উপজেলা শিক্ষা, কৃষি, পশু সম্পদ বিভাগ, পিআইও অফিস, সিপিসি এবং ইউনিয়ন পরিষদ। এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাসকারী প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ।

সংযুক্তি-৩৬: উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নে বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে অবহিতকরন সভা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যের সাথে কে আই আই (KII)

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সাথে কে আই আই (KII)

উপজেলা প্রকৌশল কর্মকর্তার সাথে কে আই আই (KII)

ইউডিএমসি সদস্যদের সাথে দলীয় আলোচনা

ইউনিয়নের সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিতকরন

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এফজিডি (FGD)

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে এফজিডি (FGD)

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং

বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশগ্রহনমূলক ম্যাপিং

ইউডিএমসি সদস্যদের উপস্থিতিতে আপদকালীর পরিকল্পনা প্রনয়ন

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে চুড়ান্ত কর্মশালা

সংযুক্তি-৩৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে চুড়ান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের উপস্থিতির তালিকা

ADO

CDMP
Comprehensive Disaster Management Programme

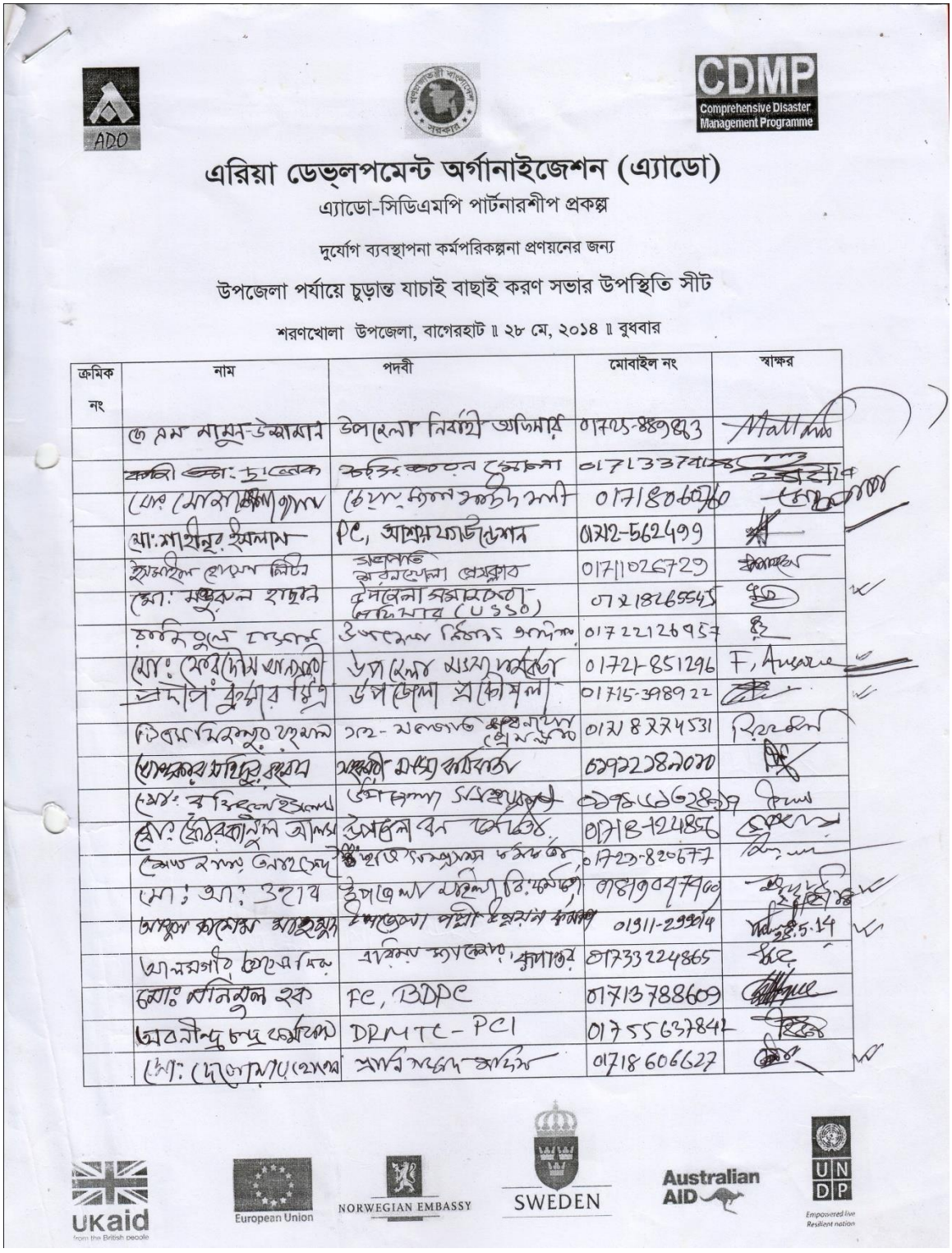

এরিয়া ডেভ্‌লপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

এ্যাডো-সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য

উপজেলা পর্যায়ে চুড়ান্ত যাচাই বাছাই করণ সভার উপস্থিতি সীট

শরণখোলা উপজেলা, বাগেরহাট ॥ ২৮ মে, ২০১৪ ॥ বুধবার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
	জে এম মামুন-উজ্জামান	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	01725-889883	[illegible]
	কাজী মো: তারেক	[illegible]	0171337418	[illegible]
	শেখ মোস্তা[illegible]	[illegible]	01718060760	[illegible]
	মো: শাহীনূর ইসলাম	PC, আশ্রয় ফাউন্ডেশন	01712-562499	[illegible]
	ইসমাইল হোসেন লিটন	সভাপতি শরণখোলা প্রেসক্লাব	01711026729	[illegible]
	মো: মজিবুল হাসান	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (USSO)	01718265545	[illegible]
	[illegible]	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	01722126957	[illegible]
	মো: ফেরদৌস আনসারী	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	01721-851296	F, Ansari
	প্রদীপ কুমার মিত্র	উপজেলা প্রকৌশলী	01715-398922	[illegible]
	শিকদার মিজানুর রহমান	সহ-সভাপতি [illegible] প্রেসক্লাব	0171 8224531	[illegible]
	খোন্দকার সাফিজুর রহমান	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	[illegible]	[illegible]
	মো: রফিকুল ইসলাম	উপজেলা [illegible]	[illegible]	[illegible]
	মো: জোবায়দুল আলম	উপজেলা বন কর্মকর্তা	01718-124856	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	01723-820677	[illegible]
	মো: আ: ওহাব	উপজেলা মহিলা বি: কর্মকর্তা	01819447460	[illegible]
	আবুল কাশেম মাহমুদ	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	01911-299014	[illegible] 28.5.14
	আলমগীর হোসেন মিলন	[illegible]	01733224865	[illegible]
	মো: আনিসুল হক	FC, BDPC	01713788609	[illegible]
	অবনীন্দ্র চন্দ্র কর্মকার	DRMTC-PCI	01755637842	[illegible]
	মো: দেলোয়ার হোসেন	প্রাণি সম্পদ অফিসার	01718606627	[illegible]

UKaid from the British people · European Union · NORWEGIAN EMBASSY · SWEDEN · Australian AID · UNDP Empowered live Resilient nation

এরিয়া ডেভ্‌লপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এ্যাডো)

এ্যাডো-সিডিএমপি পার্টনারশীপ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য

উপজেলা পর্যায়ে চুড়ান্ত যাচাই বাছাই করণ সভার উপস্থিতি সীট

শরণখোলা উপজেলা, বাগেরহাট ॥ ২৮ মে, ২০১৪ ॥ বুধবার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল নং	স্বাক্ষর
	আঞ্জুয়ারা আকতার	ম্যানেজার ডেভলপমেন্ট [illegible]	01726891763	[signature]
	মোসা: [illegible]	ইউ.পি. সদস্য	0191876[illegible] 32	[signature]
	মো: আনোয়ার হোসেন	নির্বাহী [illegible]	01711481869	[signature]
	মো: [illegible] রহমান	[illegible]	01721362269	[signature]
	মো: সাইফুল্লাহ	উপ সহকারী প্রকৌশলী	01737-238444	[signature]
	মো: হাবিবুর রহমান	সিডিসি [illegible]	01720010167	[signature]
	সুলতানা [illegible]	[illegible]	01716-330687	[signature]
	মিঃ [illegible] বাড়ৈ	ইউ,পি,সি,আর,পি [illegible]	01716248699	[signature] 28/5/14
	[illegible]	[illegible]	01817527521	[signature]
	কামাল উদ্দিন	—	01729-777823	[signature]
	[illegible] আহমেদ	[illegible] —	0171526459	[signature]